উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 March 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 291

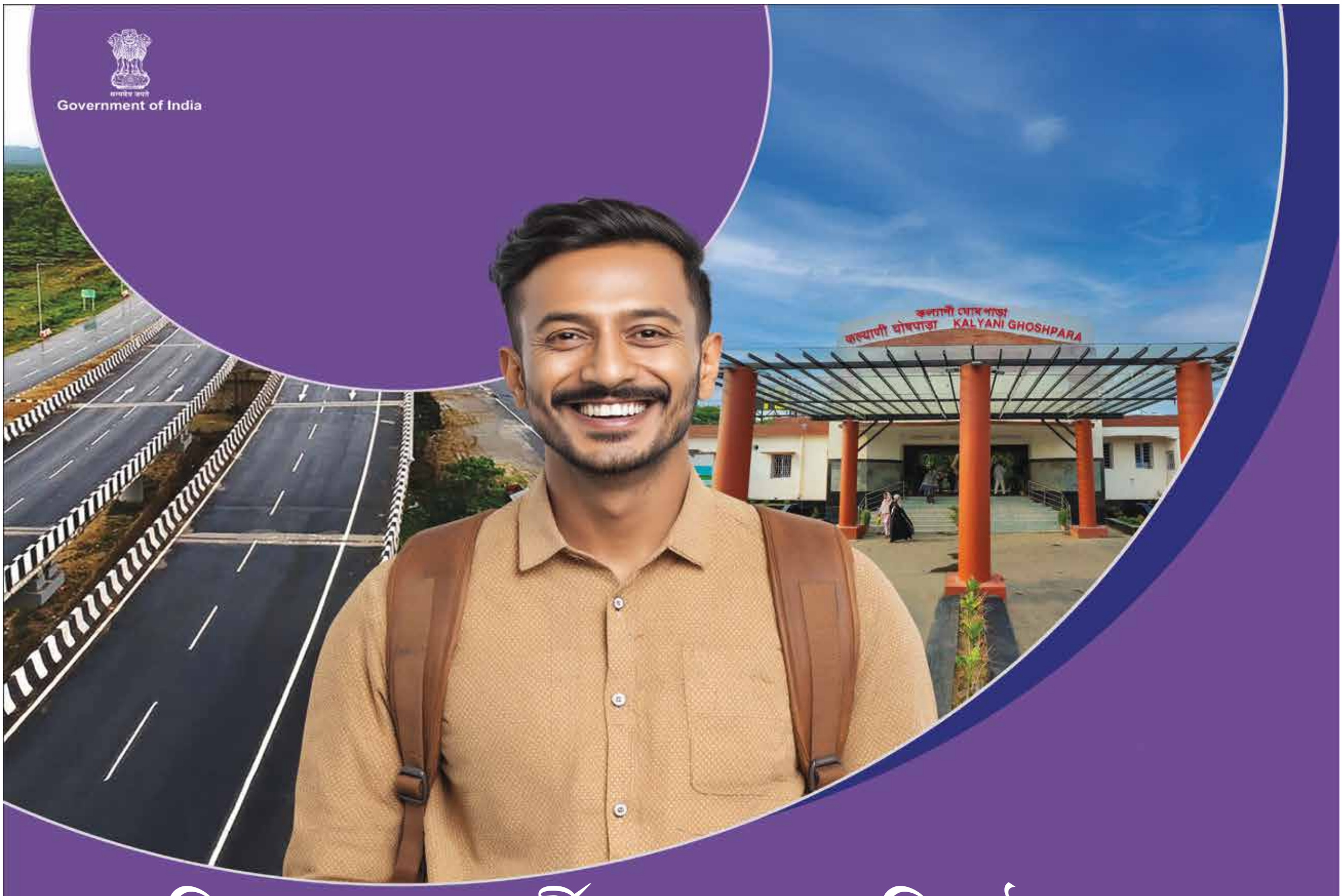

পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত

৩,৯১০ কিলোমিটারেরও বেশি জাতীয় সড়ক, সারা রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করছে

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় **৩৭,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি** গ্রামীণ সড়ক প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে

গত ১১ বছরে রেল বাজেট তিনগুণ বেড়ে প্রায় **১৪,০০০ কোটি টাকা** হয়েছে, ফলে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে

৯টি বন্দে ভারত ট্রেন আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করছে; অসমের গুয়াহাটি থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার মধ্যে **প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন** চালু হয়েছে

হুগলি নদীর নীচে ভারতের **প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো টানেল** হাওড়া ও কলকাতাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করেছে

১০১টি অমৃত ভারত স্টেশন যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই বদলে দিচ্ছে

রাজ্যের ব্রড-গেজ রেল নেটওয়ার্কের ১০০% বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে দ্রুততর, পরিচ্ছন্ন এবং আরও দক্ষ রেল পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে

২২০ টিরও বেশি স্মার্ট সিটি প্রকল্প জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস রাজ্যের উন্নত ভবিষ্যতের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে। ”

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 37101/13/0024/2526

এক হাত নিয়েই পদক জয়ের স্বপ্ন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১১ মার্চ : জন্ম থেকে একটি হাত নেই। তার ওপর শৈশবেই পরিজন হারানো, দারিদ্র্য, সামাজিক বাধা— সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন কুমারগঞ্জের আঙিনা এলাকার তরুণ গোবিন্দ রায়। আর সেই লড়াইয়ের জোরেই এবার তিনি অংশ নিতে চলেছেন ন্যাশনাল প্যারা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। আগামী ১৭ থেকে ২১ মার্চ ওড়িশায় ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ন্যাশনাল প্যারা অ্যাথলেটিক্স। সেই প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ লম্ফন (লং জাম্প) বিভাগে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন গোবিন্দ। বর্তমানে তিনি কলকাতার 'সাই' কেন্দ্রে এই প্রতিযোগিতার জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ১৬ মার্চ ভুবনেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হবেন।

জন্মের মাত্র সাতদিন পরই বাবা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। এরপর ফের জীবনে আঘাত নেমে আসে ১২ বছর বয়সে, যখন তিনি মাকেও হারান। এরপর দাদু-দিদার কাছে বেড়ে ওঠেন গোবিন্দ। এত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি কখনও হার মানেননি। বরং নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে শক্তিতে পরিণত করে খেলাধুলোর জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ইতিমধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন গোবিন্দ। গত বছর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতায় লং জাম্প বিভাগে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়াও তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্যারা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় তিনি ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছিলেন। প্যারা তাইকোন্ডোতেও রয়েছে তাঁর উজ্জ্বল ছাপ। গত বছর জাতীয় তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন গোবিন্দ। তবে প্রতিভা

গোবিন্দ রায়।

থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সংকট বারবার তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেড় বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্যারা তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েও শুধুমাত্র টাকার অভাবে সেখানে যেতে পারেননি তিনি। গোবিন্দ বলেন, 'আমি দেশের হয়ে প্যারা অলিম্পিকে খেলতে চাই। অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারিনি টাকার জন্য, কিন্তু এবার ভালো ফল করতেই হবে।'

আরও ২টি ট্রেন উত্তরবঙ্গ, অসমে

আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ : বন্দে ভারত স্লিপারের পর উত্তরবঙ্গে ফের নতুন ট্রেনের ঘোষণা করল রেলমন্ত্রক। এনজেপি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস এবং অসমের কামাখ্যা থেকে তেলেঙ্গানার চারলাপল্লি রুটে সাপ্তাহিক অমৃত ভারত ট্রেন চলবে বলে জানানো হয়েছে রেলমন্ত্রক সূত্রে। ১৩ মার্চ অসমের কোকরাঝাড় থেকে প্রধানমন্ত্রী ট্রেন দুটির উদ্বোধন করবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন স্টেশনে সেদিন বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জনৈক কর্তা বলেন, 'দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। রাতে সহজেই গুয়াহাটি থেকে শিলিগুড়ি যাত্রা করা যাবে। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে ট্রেনের চাহিদা থাকায় আরেকটি সাপ্তাহিক অমৃত ভারত ট্রেন চালানো হবে।

প্রতিদিন গুয়াহাটি থেকে রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ছেড়ে ভোর পাঁচটা নাগাদ এনজেপি পৌঁছোবে। একইভাবে এনজেপি থেকে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ যাত্রা শুরু করে সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ গুয়াহাটি পৌঁছোবে।'

আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের জন্যে মানব নিযুক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউসকিপিংয়ের জন্যে আউটসোর্সিং

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন-এনজেপি-২০২৬-মার্চ-০১ তারিখঃ ০৬-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সি-ওআরএইচ-এনজিএলএস-আরটি-০১। কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ সংস্থা) নিউ দিল্লী স্থিত সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামের সমীপের এশিয়ান গেমস ভিলেজের ফ্লেট নং. ৫৫১ এ স্থিত আধিকারিকের বিশ্রামগৃহের জন্যে ১২ (বারো) মাসের এক সময়সীমার হেতু সুরক্ষার সাথে কেয়ারটেকার, রাঁধুনি এবং সাফাইওয়ালার উপলব্ধতারে মানব নিযুক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউসকিপিংয়ের জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশিঃ ২৬,২৮,২২৪.৪২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে ২৮-০৩-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৩-২০২৬ তারিখের ১৬.৩০ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা (সিওএন), নিউ জলপাইগুড়ি, ডাক্তিনগর, জলপাইগুড়ি -৭৩৫০০৭ কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারেরে সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন,
নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

I, Swami Indranath Ray Dakua, S/o- Late Haridas Ray Dakua, Chhat Khagribari, Bhogramguri, Mathabhanga, Cooch Behar. As my name is recorded in Voter Card, Aadhaar Card & all other Education certificates as Indra Roy Dakua, I hereby declare vide an affidavit (No- 3143) before the JM Court, Mathabhanga on 09-03-2026 that I, Swami Indranath Ray Dakua and Indra Roy Dakua are one and same identical person. (C/121032)

•

আমার LR খতিয়ান Vide No- 835 এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত 13/09/2022 এ JM-2 1st Class Dinhata কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rasbihari Modak ও পিতা Hamela Modak থেকে Rasbihari Sarkar ও পিতা Hamela Sarkar হলাম, যা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121035)

NOTIFICATION

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for "Selection of Candidate for operationalizing the Development of Community Level Dehydration Centre at Dhupguri кrishak Bazar" from Ex-trainees (Taining of minimum 02 weeks duration under Agril. Marketing Dept.). Application should be submitted in plain paper on or before 24.03.2026. For detail Terms & Conditions may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee, Minority Bhavan (Ground Floor), Sadar BDO's Office Complex

Sd/-
Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

অ্যাফিডেভিট

আমি নিত্যানন্দ রায় স্ত্রী রেনু রায় আমার কন্যা মনোরমা রায় গত 01-07-2025 মাসির বাড়ি টেংনামারী জেলা- কোচবিহারে জন্মগ্রহণ করে। আমার অজ্ঞতার জন্য সেই সময় জন্ম শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পারি নাই। সেই মর্মে ধূপগুড়ি S.D.O কোর্টে হলফনামা (dt- 25/2/26) দাখিল করিলাম, যাতে কন্যার জন্ম শংসাপত্র পাইতে পারি। ক্ষুদিরামপল্লী, ওয়ার্ড নং 7, পোঃ বৈরাতিগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (A/B)

•

আমি Bithika Das, D/o- Sunil Kumar Das, Vill- Sitalpur, P.O- Somaspur, P.S- Hemtabad, Dist- Uttar Dinajpur, আমার ভোটার কার্ড Vide No- RPG 1693597 ও আমার সমস্ত পড়াশোনার কাগজপত্রে আমার বাবার নাম Sunil Das থাকায় গত 11/03/2026 এ Notary Public উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবার নাম Sunil Das থেকে Sunil Kumar Das করা হয় যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121033)

•

আমি Kamala Bibi, W/o- Late Abdul Ganni, Vill- Uttar Munsitola, P.O and P.S- Mothabari, Dist-Malda. আমার স্বামীর (Abdul Ganni) L.I.C.I Policy No- 454396539, D.O.C. 21/03/2008, আমি নমিনি থাকায় ও আমার নাম সেই পলিশিতে ভুল থাকায় গত 5/03/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Ruli Bibi থেকে Kamala Bibi করা হলো। (M/115477)

•

আমি Sikimuddin, S/o- Ataur, গ্রামঃ+পোঃ- মহারাজপুর, থানাঃ- পুকুরিয়া, জেলাঃ- মালদা, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- B/2022/175411, Dt- 7/07/2022 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 5/3/2026 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Alifa থেকে Alifa Khatun করা হলো। (C/121036)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mintu Roy আমার পিতার নাম বিভিন্ন নথিতে (ভোটার কার্ড, আধার কার্ড) ভুল থাকায় গত 10/03/26 তারিখে JM 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Mukhmela Roy, Mukhamela Ray, Mangal Chandra Roy এবং Mangla Chandra Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলেন। (C/120839)

•

আমি Dipak Dutta S/o Late Premananda Dutta Vill-College Para, P.O. Falakata, Dist- Alipurduar Voter Card No- WB/02/013/366009 আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় আলিপুরদুয়ার 1st Class Judicial Magistrate দিয়ে Court & Affidavit করে Nimai Dutta এবং Dipak Dutta একই ব্যক্তি রুপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমি Mst Rabika Bibi, W/o- Md Rejuyan Ali, Vill- Kahala, P.O- Uttar Lakshmipur, P.S- Mothabari, Dist- Malda. আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 6577/16, Dt- 01/04/2016 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 9/03/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার মেয়ের নাম Mst Raushan Siddika থেকে Raushan Siddika করা হলো। (M-115476)

•

আমি Manjula Bibi, W/o Raju Nadab, গ্রাম- বাগানপাড়া, পোঃ সুজাপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদা, পিন- 732206, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ 18197, Dt 08/12/2012) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 06/03/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Hamim Nadab থেকে Hamid Nadab করা হইল। (M- 115478)

•

আমার LR খতিয়ান (Vide No- 2169, 2172 ও 1020) এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত 06/09/2022 এ JM-2 1st Class Dinhata কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Harish Chandra Modak ও পিতা Hamela Modak থেকে আমি Babu Sarkar ও পিতা Hamela Sarkar হলাম, যা আমার সব নথিতে আছে, অর্থাৎ Babu Sarkar ও Harish Chandra Modak এবং Hamela Sarkar ও Hamela & Hamela Modak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121035)

কর্মখালি

আলিপুরদুয়ারবাসীদের বাড়ি থেকে দিনে 2/3 ঘণ্টা কাজ (পুঃ/মহিলা) করে দারুণ আয়ের সুযোগ। M : 7003081407. (K)

•

Delhi Public School

(DPS-DOOARS) (Under the AEGIS of the DPS Society, New Delhi) Ethelbari-Alipurduar. Affiliated to CBSE-New Delhi. Applications are invited for the following posts:- PGT-English & TGT-English. Aspiring candidates may forward hand written application, Biodata and Marksheets to the Principal by 23/03/2026. Salary will not be a constraint for deserving candidates. (C/121106)

Sunshine School

Birpara-Alipurduar - 735204. Affiliated to ICSE & ISC-New Delhi. Applications are invited for the following posts : - PGT - Chemistry. Hand written application with Biodata and Photocopies of Marksheets should reach the Principal before 23/03/2026. (C/121106)

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্র (Raj Das) জন্ম শংসাপত্রে যার Regd. No. 2423 তাং 30.10.2014 স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 9.3.2026 তারিখে E.M. চাঁচল মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং- 10419) বলে Sangita Das থেকে Utpala Das করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। Mantu Das, কাহাট্টা, চন্ডিপুর, হরিশচন্দ্রপুর, মালদা। (S/T)

•

ভোটার তালিকা 2002, কোচবিহার পশ্চিম বিধান সভা কেন্দ্র (05), ক্রমিক নং 155 এবং অংশ নং- 184 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার পুরোনো ভোটার ID কার্ড নং- WB/01/005/549191 আমার বাবার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। 07-03-2026 C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ajim Hoque এবং Ajim Khan, বাবা Shobhra Miya, Samsuddin Miya এবং Samasuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ও পোঃ দুধের কুঠি দেওয়ান বস, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলাঃ কোচবিহার। (C/120617)

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি), ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ [ইমেল : CS8289@pnb.bank.in, ফোন নং- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রকৃতিগত/প্রতীকী দখল ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) থেকে বকেয়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতা 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত তারিখে সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে। নির্দিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্য জমা দেওয়াটি নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা (গণ)-এর অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) বন্ধকরত/মালিকের নামে [সম্পত্তি(গুলির) বন্ধকদাতা] স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ঙ) সারফাইসি অ্যাক্ট ১৩(২) সেকশনের অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ চ) বকেয়া অর্থমূল্য ছ) সারফাইসি অ্যাক্ট ১৩(৪) সেকশনের অধীনে দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রকৃতিগত/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/ সময়	ঙ) দায়বদ্ধতার বিস্তারিত বিবরণ * সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা জ্ঞাত
১.	ক) নেহরু রোড (৩১৩২০০) খ) মেসার্স শিবম ফুড প্রোডাক্টস অ্যাকাউন্ট নং- ০৬৭৮২৫০০৩০৬৭২০ এবং ০৬৭৮৩০০০১৬৮১৬ গ) মেসার্স শিবম ফুড প্রোডাক্টস মালিক : শ্রী সীতাংশু মল্লিক গ্রাম: লক্ষ্মীপুর (মানিকপুর মোড়), পোস্ট: মালিহা, থানা- ইংরেজবাজার, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২১০২ ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা- শ্রী সীতাংশু মল্লিক (মালিক) হীরেন্দ্র মল্লিকের পুত্র আইটিআই মোড় (এয়ারভিউ কমপ্লেক্স), থানা- ইংরেজবাজার, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১০২	ঘ) ফ্যাক্টরির জমি ও ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ কার্যালয় সঙ্গে গুদাম ঘর জে.এল নং- ৭৪, খতিয়ান নং- আর.এস ১২৬, প্লট নং- ৪৫৪, মোট এলাকার পরিমাপ- ৬.৬০ ডেসিমেল, শ্রেণি- বাস্তু, মৌজা- লক্ষ্মীপুর, থানা- ইংরেজবাজার, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় ও জেলা- মালদা, শ্রী সীতাংশু মল্লিক, হীরেন্দ্র মল্লিকের পুত্রের স্বত্তাধিকরণে বন্ধকরত শিরোনাম অধীকৃত দলিল যার দলিল নং- ১২৬৪/২০১২, তারিখ: ৩০.০১.২০১২ এবং ৮২১৯/২০১১, তারিখ ২১.০৯.২০১১-এ অবস্থিত। দলিল ১২৬৪/২০১২ অনুসারে সীমানা : পূর্ব- সুবল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- সীতাংশু মল্লিকের সম্পত্তি, উত্তর- ৮ ফিটের রাস্তা, দক্ষিণ- গৌরাঙ্গ শর্মার সম্পত্তি দলিল নং- ৮২১৯/২০১১ অনুসারে সীমানা: পূর্ব- সুবল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- সুবল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, উত্তর- ৮ ফিটের রাস্তা, দক্ষিণ- গৌরাঙ্গ শর্মার সম্পত্তি	ঙ) ২৮.০১.২০২৫ চ) টাঃ ৮৭,৯৩,৩৫৮.১৭ [১৩(২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২২.০৪.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ১৭.৮৪ লক্ষ খ) টাঃ ১.৭৮৪ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ	ঘ) ২৭. ০৩.২০২৬ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০	ঙ) জানা নেই
২.	ক) গঙ্গারামপুর (০২৩৬২০) খ) বিশ্বজিৎ সরকার ০২৩৬২১০৩০০৩৪৭৭ গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা- শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার বিধুভূষণ সরকারের পুত্র ঠিকানা- বাজরাপুকুর (দক্ষিণ) হাটখোলা, পোস্ট- নয়াবাজার, থানা- তপন, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৪২ জামিনদাতা- শ্রীমতী শিপ্রা সরকার, শ্রী বিশ্বজিৎ সরকারের স্ত্রী ঠিকানা- বাজরাপুকুর (দক্ষিণ) হাটখোলা, পোস্ট- নয়া বাজার, থানা- তপন, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৪২	ঘ) জমি এবং ভবন সমেত সম্পত্তিটির সকল অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং- ৩৫, এল.আর খতিয়ান নং- ৬৬১/১, এলআর প্লট নং- ৯৯২, মৌজা- বাজরাপুকুর, থানা- তপন, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণি- বাস্তু, জমিটির সম্পূর্ণ এলাকার পরিমাপ ৯ ডেসিমেল শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার বিধুভূষণ সরকারের পুত্রের স্বত্তাধিকরণে বন্ধকের দ্বারা নিবন্ধিত উপহার প্রদত্ত দলিল যেটির দলিল নং ২১৫৮, ২৪.০৬.২০০৩ তারিখে অবস্থিত। দলিল অনুসারে সীমানা : পূর্ব- রবি রায়ের সম্পত্তি, পশ্চিম- বিধুভূষণ সরকারের সম্পত্তি, উত্তর- দেব কুমার পালিতের সম্পত্তি, দক্ষিণ- সুদর্শন মাহাতোর সম্পত্তি	ঙ) ১৭.০৯.২০২৪ চ) টাঃ ৫৪,৫৮,৩১৬.৬৪ [১৩(২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২২.১১.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ১২.২৪ লক্ষ খ) টাঃ ১.২২৪ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ	ঘ) ২৭. ০৩.২০২৬ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০	ঙ) জানা নেই
৩.	ক) ২৩৭২০০ - কুম্ভিরা, বারডওয়ান খ) মেসার্স সুমন রিলইন সেন্টার অ্যাকাউন্ট নং- ২৩৭২০০৮৭০০০০০৬৪৫ গ) ঋণগ্রহীতা মেসার্স সুমন রিলিং সেন্টার (মালিক : মহম্মদ শিহানুল ইসলাম, রাইসুদ্দিন আহমেদের পুত্র) ঠিকানা- গ্রাম- রেনুচক, পোস্ট- শেরশাহি, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২০১ মালিক ও বন্ধকদাতা- মহম্মদ শিহানুল ইসলাম, রাইসুদ্দিন আহমেদের পুত্র ঠিকানা- গ্রাম- রেনুচক, পোস্ট- শেরশাহি, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২০১	ঘ) দুইতলা বিশিষ্ট ভবনটির যে জমিতে অবস্থিত তার সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং- ৭১, এবং ১৬৮, এল.আর খতিয়ান নং- ৫১৯২ এবং ৩২৬২, এল.আর দাগ নং- ১১১১, ১১২৫, ১১২৬, ১১৩৬, ১১২৬/১২০৪, ১১১৫/১২৩৪, ২০৭৭, ২০৭৮, ২০৮৭, ২০৮৮, ২০৮৯, ২১৬০, ২১৬১ ও ২১৬৫, জমির এলাকা ৭.৮৩৪+১১.৭২=১৯.৫৫৭ ডেসিমেল নিবন্ধিত দলিল নং- ৪৮৩৯/০৮,০৮.০৮.২০০৮ তারিখে, মৌজা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- কালিয়াজক, জেলা- মালদা, শ্রেণি- বাস্তু, মহম্মদ শিহানুল ইসলাম শেখ রাইসুদ্দিনের পুত্রের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত। সম্পত্তির সীমানা : পূর্ব- খোসদিল, আনসারি মোমিন ও জি.পি রাস্তা, পশ্চিম- ওয়াহেদ আলি ও জি.পি রাস্তা, উত্তর- মহম্মদ কোলিমুদ্দিন ও প্রবোধ কুমার রায়, দক্ষিণ- ইব্রাহিম আলি ও কোলিমুদ্দিন	ঙ) ০৯.১২.২০১৪ চ) টাঃ ৫৫,০৯,৫৬৮.০০ [১৩(২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২৮.০৫.২০১৫ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৪০.৬৪ লক্ষ খ) টাঃ ৪.০৬৪ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ	ঘ) ২৭. ০৩.২০২৬ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০	ঙ) জানা নেই
৪.	ক) সেবক রোড (০৫৪৯২০) খ) মেসার্স রৌনাক ট্রেডিং কোঃ অ্যাকান্ট নং- ০৫৪৯২৫০০১৬৮২৫ গ) মালিক ও বন্ধকদাতা- মেসার্স রৌনাক ট্রেডিং কোঃ, মালিক- রাজেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী সীতারাম আগরওয়ালের পুত্র ঠিকানা- শ্রী ভবন কমপ্লেক্স, চতুর্থ তলা, হিলকার্ট রোড, পোস্ট- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১	ঘ) সকল কার্যালয়ের প্রেমিসিসের পরিমাপ ৯৯৮.০০ স্কোয়ার ফিট সুনির্মিত এলাকা (কম অথবা বেশি) শ্রী ভবন কমপ্লেক্সের চতুর্থ তলা, প্লট নং- ৮৭৯২ নিবন্ধিত খতিয়ান নং- ৫৬৬৩ সমতাসম্পন্ন অবিভক্ত অংশের জমিতে অবস্থিত, যার মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর নিবন্ধিত খতিয়ান নং- ৫৬৬৩, জে.এল নং- ১১০ (৮৮), প্লট নং- ৮৭৯২, ওয়ার্ড নং- ৬, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সীমানা : উত্তর- ১৭ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত প্যাসেজ, দক্ষিণ- ইউনাইটেড টাওয়ারের জমি ও ভবন, পূর্ব- সুভাষ ভট্টাচার্যের জমি, পশ্চিম- সুভাষ ভট্টাচার্যের জমি ও ভবন	ঙ) ২৬.০৫.২০১৭ চ) টাঃ ৯৮,৫৫,০৩০.৫০ [১৩(২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২১.০২.২০১৮ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৩০.০০ লক্ষ খ) টাঃ ৩.০০ লক্ষ (২৭.০৩.২০২৬) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ	ঘ) ২৭. ০৩.২০২৬ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০	ঙ) জানা নেই

শর্তাবলি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে ঃ
১. সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হয়েছে, 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে।
২. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লেখিত সময়সূচি অনুসারে আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনও প্রকার ভুল, ভুল বিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনও প্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনও প্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩. নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা প্রেরিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট https://baanknet.in-এ ২৭.০৩.২০২৬ এ সকাল ১১:৩০টা থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।
৪. বিক্রয় সম্পর্কিত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.in এবং www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।

তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৬ স্থান ঃ শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্গত

বালুরঘাট-শিলিগুড়ি জংশন-বালুরঘাট এক্সপ্রেসের হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারণ

১১-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া বালুরঘাট-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে
বালুরঘাট এবং হলদিবাড়ির মধ্যে সম্প্রসারিত ট্রেন নং. ১৫৪৬৩/১৫৪৬৪ এর নিয়মিত সেবা ১২-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে আরম্ভ হবে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে হবেঃ

ট্রেন নং ১৫৪৬৩ বালুরঘাট-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ১২-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে | ট্রেন নং ১৫৪৬৪ হলদিবাড়ি-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ১২-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
---	১২.১৫	বালুরঘাট	১৫.১০	---
১৮.৫০	১৮.৫৫	শিলিগুড়ি জংশন	০৭.২০	০৭.২৫
১৯.৫০	২০.০০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৬.২৫	০৬.৩৫
২০.১৮	২০.২০	বেলাকোবা	০৫.৫৩	০৫.৫৫
২০.৫৫	২০.৫৭	জলপাইগুড়ি	০৫.৩৫	০৫.৩৭
২২.০৫	---	হলদিবাড়ি	---	০৫.১৫

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহঃ রামপুর বাজার, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, গাজোল, একলাখি, সামসি, ভালুকা রোড, হরিশ্চন্দ্রপুর, বারসোই জংশন, ডালখোলা, কাঁকি, কিশানগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, তাইয়াবপুর, ঠাকুরগঞ্জ, গলগলিয়া, অধিকারী, নক্সালবাড়ি ও বাগডোগরা।

গঠনঃ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (দশটি), জিএসএলআর (দুটি) = ১২ টি কোচ।

নোট: বিদ্যমান রুটের অন্যান্য সমস্ত স্টেশনে ট্রেনের সময়সূচি ও স্টপেজ অপরিবর্তিত থাকবে।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.-বামনহাট এক্সপ্রেস হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারণ

বামনহাট-শিলিগুড়ি জং. এক্সপ্রেস ১১-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
বামনহাট এবং হলদিবাড়ির মধ্যে বর্ধিত ট্রেন নং. ১৫৪৬৮/১৫৪৬৭ -এর নিয়মিত পরিষেবা অদ্য ১২-০৩-২০২৬র পরা আরম্ভ হ'ব। ট্রেনগুলির বিবরণ নিম্নরূপ।

ট্রেন নং. ১৫৪৬৮ বামনহাট-হলদিবাড়ি স্পেশাল ১২-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে | ট্রেন নং. ১৫৪৬৭ হলদিবাড়ি-বামনহাট স্পেশাল ১২-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
---	০৯:৩০	বামনহাট	১৩:৪৫	---
১৮:০০	১৮:০৫	শিলিগুড়ি জং.	০৬:৫৫	০৭:০০
১৮:৪০	১৮:৫০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৬:০৫	০৬:১৫
১৯:০৮	১৯:১০	বেলাকোবা	০৫:২৩	০৫:২৫
১৯:৩০	১৯:৩২	জলপাইগুড়ি	০৫:০৫	০৫:০৭
২১:১৫	---	হলদিবাড়ি	---	০৪:৪৫

অন্যান্য স্টপেজ ঃ দিনহাটা, দেওয়ানহাট, কোচবিহার, নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জং, কালচিনি, হ্যামিল্টনগঞ্জ, হাসিমারা, দলগাঁও, বিন্নাগুড়ি, বানারহাট, নাগরাকাটা, নিউ মাল জং., ডামডিম, ওদলাবাড়ি, বাগরাকোট ও সেভক, নিউ জলপাইগুড়ি ও বেলাকোবা।

গঠন ঃ জেনারেল ২য় শ্রেণী (১০), জিএসএলআর (০২) = ১২টি কোচ

দ্রষ্টব্য: বিদ্যমান রুটের অন্যান্য সমস্ত স্টেশনে ট্রেনের সময় এবং স্টপেজ অপরিবর্তিত থাকবে।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

মিলেট পোঙ্গল এবং টার্কিস এগ তৈরি শেখাবেন রূপা রায়।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ মেজদিদি, দুপুর ১২.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৩.৪৫ দেবী, সন্ধে ৭.১৫ শাপমোচন, রাত ১০.১৫ মিস কল
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কৃষ্ণা কাবেরী, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.৩০ সেজবউ, সন্ধে ৭.৪৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১১.০০ তোমাকে চাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ নয়নমণি, বেলা ১১.৩০ অভাগিনী, দুপুর ২.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.০০ মঙ্গলদীপ, রাত ৮.০০ পুত্রবধূ, ১০.৩০ শপথ নিলাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তিল থেকে তাল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৭ স্যামি-টু, দুপুর ১.৫৯ ধমাল, বিকেল ৪.৩৫ ভীমা, সন্ধে ৭.৫৫ জাঠ, রাত ১০.৫৭ বচ্চন পান্ডে
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ ফান্টুশ, বিকেল ৩.৩০ পাটিয়ালা হাউস, ৫.৫৩ ইশকজাদে, সন্ধে ৭.৫৯ ইন্দু কি জওয়ানি, রাত ৯.৫০ হেট স্টোরি-টু, ১১.৫০ দশভী-টেন
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৪ মিস্টার নটওরলাল, দুপুর ২.০৩ ময়দান-এ-জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫৫ আখেঁ, রাত ১১.৩৮ জীবন এক সংঘর্ষ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫০ জয় বিক্রান্তা, সন্ধে ৬.৫০ দিন হ্যায় তুমহারা, রাত ১০.৪০ দ্য বার্নিং ট্রেন

মিস কল রাত ১০.১৫
জলসা মুভিজ

মঙ্গলদীপ বিকেল ৫.০০
জি বাংলা সোনার

ইন্দু কি জওয়ানি সন্ধে ৭.৫৯ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রত্যাশিত কোনও প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। বৃষ : সম্পত্তির ভাগ পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মিথুন : কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য বাবার সাহায্য নিতে হতে পারে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সহায়তায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : পড়ুয়াদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। আত্মীয়স্বজনদের সমাগমে বাড়িতে সারাদিন আনন্দে কাটবে। প্রেমে শুভ। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসার অচলাবস্থা কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষার জন্য আজ ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হতে পারে। কন্যা : শেয়ার, ফাটকায় আজ লাভ করতে পারেন। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীদের শুভ। তুলা : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে সামান্য অশান্তি হলেও পরে তা মেনে নিতে পারে। আধ্যাত্মিক আলোচনায় মনে শান্তি পাবেন। বৃশ্চিক : শেয়ারে আজ বিনিয়োগ খুব ভেবেচিন্তে করুন। আত্মীয়স্বজনদের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। ধনু : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সুবাদে ভালো চাকরি পেতে পারেন। যেচে কাউকে পরামর্শ দিতে যাবেন না। মকর : সামাজিক কাজে গিয়ে সম্মানিত হবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কাউকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্ত হবেন। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। সংসারে যদি কোনও সমস্যা আসে, তা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। মীন : মাতৃকুল থেকে সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা। বুদ্ধির ভুলে কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২১ ফাল্গুন, ১২ মার্চ ২০২৬, ২৭ ফাগুন, সংবৎ ৯ চৈত্র বদি, ২২ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৪ অঃ ৫।৪১। বৃহস্পতিবার, নবমী শেষরাত্রি ৪।৩৪। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১১।১৭। অসৃকযোগ দিবা ৯।১। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৩৬ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১১।১৭ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৪৪ গতে ৫।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১। ৪৮ গতে ১।১৯ মধ্যে। রাত্রি ১।১৯ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম -নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১০।২৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৯ গতে ৩।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৮৬৩.৭১ (-১৩৪২.২৭)

নিফটি : ২৩,৮৬৬.৮৫ (-৩৯৪.৭৫)

হরমুজে ভারতগামী জাহাজে মিসাইল ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২০°	৩০°	২০°	৩০°	২১°	২৬°	১৮°

রাহুলকে বেনজির আক্রমণ শা'র ৮

সব পিচে ম্যাচ জিততে জানে ভারত : গম্ভীর

জয় শা'র প্রতি কৃতজ্ঞ ৯

শিলিগুড়ি ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 March 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 291

জ্বালানির জ্বলুনি

কেন্দ্রের অভয়, তবু উদ্বেগ রাজ্যের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ মার্চ : চিন্তার কিছু নেই। বুক করার দুই থেকে আড়াই দিনের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাবে- আশ্বাস দিচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা বুধবার বলেন, 'অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।' তাহলে দুটি বুকিংয়ের মাঝের সময়সীমা ২১ থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হল কেন? সুজাতার সাফাই, 'ভয় পেয়ে কেউ যাতে বাড়তি সিলিন্ডার বুক না করেন, সেজন্যই দুটি বুকিংয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়ানো হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীরও আশ্বাস, গৃহস্থ গ্রাহকদের জন্য সিএনজি ও পিএনজি সরবরাহ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে এবং শিল্পক্ষেত্রগুলি প্রয়োজনের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ জ্বালানি পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব ছবিটা কী? কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি, ভোপাল কিংবা চণ্ডীগড়- সর্বত্র গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের দপ্তরের বাইরে গ্রাহকদের দীর্ঘ লাইন। অনলাইনে বুকিং করতেও সমস্যা হচ্ছে।

কলকাতায় আবার এলপিজি'র পাশাপাশি অটোয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম লিটার পিছু বেড়েছে ৫ টাকা। বাড়তি টাকা গুনে কাটা গ্যাসও অমিল। ফলে মাথায় হাত কলকাতা ও শহরতলির অটোচালকদের। বুধবার ভোররাত থেকে গ্যাস রিফিলের জন্য লম্বা লাইন শহরের প্রায় সব পাম্পে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই পরিস্থিতির দায় চাপিয়েছেন কেন্দ্রের ঘাড়ে।

> গ্যাসের জোগান রাজ্যের হাতে নেই। সাপ্লাই চেন কেন্দ্রের হাতে। বিজেপির লোকেদের হাতে গ্যাসের এজেন্সি রয়েছে।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের পরিকল্পনার অভাবে মানুষের এই ভোগান্তি। মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল কেন্দ্রের। কত এলপিজি মজুত রয়েছে, সেটা আগে থেকে জানা উচিত ছিল। পরিকল্পনা ছাড়াই গ্যাস বুকিংয়ের সময় বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। গ্যাসের জোগান রাজ্যের হাতে নেই। সাপ্লাই চেন কেন্দ্রের হাতে। বিজেপির লোকেদের হাতে গ্যাসের এজেন্সি রয়েছে।'

কেন্দ্র জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করলেও গ্যাসের অপচয় বন্ধের আর্জি জানিয়েছে। পেট্রোলিয়াম সচিব সুজাতা পরামর্শ দেন, 'সম্ভব হলে গ্যাস সংরক্ষণ করুন।' ইন্ডিয়ান অয়েলও গ্যাস সাশ্রয়ের জন্য প্রেসার কুকার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে কেন্দ্রের দাবি সত্ত্বেও জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে হোটেল ও রেস্তোরাঁয়। বিভিন্ন হোটেল সংগঠনের অভিযোগ, বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। সিলিন্ডার পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতে শুধু হোটেল, রেস্তোরাঁ বা ছোট খাবারের দোকান নয়, সমস্যার মুখে ভারতীয় রেলের কেটারিং।

রেলস্টেশনগুলিতে ফুড প্লাজা, রিফ্রেশমেন্ট রুম ও 'জন আহার' কেন্দ্রগুলিকে মাইক্রোওয়েভ ও ইনডাকশন ব্যবহারের নির্দেশ

এরপর ছয়ের পাতায়

সিলিন্ডারের আকালে হেঁশেলে ত্রাস

সাগর বাগচী ও রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : শহর থেকে পাহাড়— উত্তরবঙ্গের হেঁশেলে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব। একদিকে রান্নার গ্যাসের আকাল অন্যদিকে বুকিং সার্ভারের বেহাল দশা- এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে সাধারণ গ্রাহক থেকে হোটেল-রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম।

বুধবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির এসএফ রোডের একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে আছড়ে পড়ে ক্ষোভের ঢেউ। সেখানে কথা হচ্ছিল মিলনপল্লির বাসিন্দা প্রতিভা সাহার সঙ্গে। প্রতিভার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এসেছেন। তাই সিলিন্ডার শেষ হয়েছে মাত্র ২০ দিনের মধ্যেই। নতুন সিলিন্ডার বুক করতে গিয়ে দেখেন ফোনের ওপ্রান্ত নিস্তব্ধ। ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে গিয়ে দেখেন তাঁর মতো আরও জনাতিরিশ মানুষ সেখানে ভিড় করে ক্ষোভে ফুঁসছেন। সবারই এক প্রশ্ন, গ্যাস পাব কবে? কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর নেই কর্মীদের কাছে।

সার্ভার পুরোপুরি বসে যাওয়ায় ডিস্ট্রিবিউটার অফিসের কর্মীরাও কার্যত দিশেহারা। নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কৌশিক সরকারের মুখেও উঠে এল অসহায় পরিস্থিতির কথা। বললেন, 'দিনভর সার্ভার কাজ করেনি। গ্রাহকরা কবে সিলিন্ডার পেয়েছেন, মোট কয়টা সিলিন্ডার পেয়েছেন কিছুই দেখতে পারা যায়নি। বুকিং পর্যন্ত করতে না পারায় ক্ষোভ বেড়েছে। সেই কারণে গ্রাহকরা আমাদের নানা কথা শুনিয়েছেন।'

এ তো গেল ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের কথা। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডার না মেলায় শিলিগুড়ির কয়েক হাজার রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শহরের বড় প্রায় ২৫০টি রেস্তোরাঁর রান্নাঘর এখন স্তব্ধ হওয়ার মুখে।

এরপর ছয়ের পাতায়

- দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের হাহাকার শুরু, বিভিন্ন রাজ্যে কালোবাজারি
- পুলিশি প্রহরায় সিলিন্ডার বিলি করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে
- দিল্লি হাইকোর্টের ক্যান্টিনে রান্না বন্ধ
- বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ অনিয়মিত, সিলিন্ডার পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে
- রান্নার গ্যাসের সরবরাহ সংকটে প্রভাবিত হচ্ছে আইআরসিটিসিও। দূরপাল্লার ট্রেনে বন্ধ করা হতে পারে রান্না করা খাবার সরবরাহ
- রেলস্টেশনগুলিতে ফুড প্লাজা, রিফ্রেশমেন্ট রুম ও 'জন আহার' কেন্দ্রগুলিকে মাইক্রোওয়েভ ও ইনডাকশন ব্যবহারের নির্দেশ

অপেক্ষার বৃষ্টিতে ভিজল শিলিগুড়ি। বুধবার সন্ধ্যায় শহরের বিধান রোডে। ছবি : সুশান্ত পাল

পদ্ম নেতাদের মাসমাইনে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : বামের পথেই কি হাঁটছে রাম? সিপিএমে দলের হোলটাইমারদের ভাতা দেওয়ার রীতি রয়েছে। তা বলে বিজেপির নেতা-কর্মীদেরও দলের তরফে ভাতা দেওয়া হবে!

বিজেপিতে বুথ সভাপতি, শক্তি প্রমুখ, মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্ব, এমনকি বিধানসভার পর্যবেক্ষকদের মাসিক টাকা দেওয়া হচ্ছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতারা একে ভাতা বলছেন না। তাঁদের কথায়, ভোটের আগে এটা দলের কাজ চালাবার খরচ। তবে দলের অনেক নেতাই কিন্তু এই টাকাকে বেতন হিসাবেই দেখছেন। তা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্নও উঠছে। আক্ষেপের সুর শোনা গিয়েছে দলের পুরোনো নেতা, কর্মীদের অনেকের মধ্যে। অনেকে জানিয়েছেন, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে এমন নিষ্ঠাবান কর্মী এখন পাওয়া যাবে কোথায়? তাই টাকার টোপ।

দলীয় সূত্রে খবর, বুথ সভাপতিদের মাসে দেড় হাজার, শক্তি প্রমুখদের প্রায় পাঁচ হাজার এবং মণ্ডল সভাপতিদের প্রায় দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে পাঠাচ্ছে বিজেপি। বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত এই টাকা পাবেন তাঁরা।

বিজেপি নেতৃত্বর দাবি, এত বড় দল। তাই দলের নেতাদের খরচ বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভোটের আগে প্রচার থেকে শুরু করে দলের অন্যান্য কাজ করতে কেউ তো আর নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করবেন না। তাই এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'ভোটের খরচ হিসাবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মতো আমাদের দলও কিছু টাকা দেয়। তার মধ্যে বুথ পিছু খরচ ধরা থাকে। দলের পক্ষে নেতাদের আলাদা করে ব্যক্তিগত কাজের জন্য অর্থ দেওয়া সম্ভব নয়।'

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় ৫৬ জনের বেশি বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। দলের তরফে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর দাবি করলেও অনেকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দলকে পাশে পাননি বলে অভিযোগ। ফলে ধীরে ধীরে সেই কর্মীরা বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। এবার ভোটে সন্ত্রাস হলে নেতারা কতটা পাশে থাকবেন, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই নীচু স্তরের নেতা, কর্মীদের অনেকে তুলছেন। আর এসব ভেবে অনেকেই গুটিয়ে যাচ্ছেন। এসব ভেবেই কি টাকার

এরপর ছয়ের পাতায়

- বুথ সভাপতিদের মাসে দেড় হাজার, শক্তি প্রমুখদের প্রায় পাঁচ হাজার এবং মণ্ডল সভাপতিদের প্রায় দশ হাজার টাকা
- টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে পাঠাচ্ছে বিজেপি
- বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত এই টাকা পাবেন তাঁরা

বিয়েবাড়িতে গুলি, নিশানায় ফারুখ

কাশ্মীরে আততায়ীদের নিশানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লা ও বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী। যদিও বরাত জোরে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন। বুধবার রাতে জম্মুর গ্রেটার কৈলাস এলাকার ঘটনা।

এদিন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন দুজনে। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ এক দুষ্কৃতী বিয়েবাড়িতে ঢুকে গুলি চালায়। ধরাও পড়ে যায় কমলসিং জম্মোয়াল নামে ওই দুষ্কৃতী। পুলিশের অনুমান, নেশার ঘোরেই সে গুলি চালিয়েছিল।

যদিও গুলিচালনার ঘটনায় নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশকর্মী থাকা সত্ত্বেও ওই আততায়ী কীভাবে পিস্তল নিয়ে ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে।

ক্ষোভের আগুনে জল দিতে ভরসা এসআইআর

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে গোয়ালপোখর

অরুণ ঝা

গোয়ালপোখর, ১১ মার্চ : গেরুয়া আতঙ্ক তেমন নেই। কিন্তু 'হাত'-এর চপেটাঘাতের জুজু ভালোই। গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। প্রায় ৫০ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল রাজ্যের শাসকদল। অথচ গোলাম রব্বানির এই খাসতালুকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই ফারাক নেমে আসে মাত্র ৬০০-র কাছাকাছি ভোটে।

নিঃসন্দেহে একেবারে নাকানিচোবানি খাওয়ার অবস্থা। ঘাসফুল শিবিরের। সঙ্গে গোদের উপর বিষফোড়া রব্বানির পরিবারতন্ত্রের চর্চা। তাছাড়া নীচুতলা থেকে উপরতলার নেতাদের একাংশের আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া নিয়ে এলাকায় ফিশফিশানি কম নেই। এই তিন বিপদের পাশাপাশি এসআইআর-এ ৭৮ হাজার ভোটারের বিচারাধীন তকমা তৃণমূলের অন্দরমহলে সিঁদুরে মেঘ দেখার পরিস্থিতি বাড়িয়েছে।

এই ৭৮ হাজার ভোটারের বিচারাধীন জটের নিষ্পত্তি না হলে গোয়ালপোখরে ভোটের সমীকরণ বদলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। চতুর্মুখী এই সমস্যার মোকাবিলায় তৃণমূলের জিয়নকাঠি শুধু 'দিদির উন্নয়নের পাঁচালি'র প্রচার। নন্দঝাড় ও পামলের মাঝে ন্যাংড়াহাটে যে ছবি বেরিয়ে এল, তা কিন্তু ওই পাঁচালির দাবিকে সমর্থন করে না।

এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ মজফফর বলছিলেন, 'দেখুন মন্ত্রীর খাসতালুকে কোটি টাকায় তৈরি জলপ্রকল্প ও রিজার্ভার আছে ঠিকই।

এরপর ছয়ের পাতায়

মন্ত্রীর গ্রাম বিপ্রীতে বিকল হয়ে জঙ্গলে ছেয়ে থাকা জলপ্রকল্প।

নিষ্কৃতি মৃত্যুতে সায়, মানবিকতার নয়া আখ্যান

১৩ বছরের 'জীবন্মৃত' দশা। অবশেষে নরকবাস থেকে মুক্তির পথ পেলেন গাজিয়াবাদের হরিশ রানা। ভারতে এই প্রথম কাউকে নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার দিল শীর্ষ আদালত।

কীভাবে মৃত্যু

- কৃত্রিম জীবনদায়ী ব্যবস্থা ও পুষ্টি সরবরাহ বন্ধ
- ভেন্টিলেটার, ফিডিং টিউব সরিয়ে নিতে হবে সসম্মানে
- মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত
- নিষ্কৃতি মৃত্যু নিয়ে সুসংহত আইন তৈরির সুপারিশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : সসম্মানে মরে যাওয়ার অধিকার। রাষ্ট্র না দিক, আদালত দিল। নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার ২০১১ সালেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৮-তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেওয়ার সুযোগও দিয়েছিল। সেই ব্যবস্থায় ভারতে প্রথম কাউকে নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার দেওয়া হল।

শীর্ষ আদালতের ওই রায়ে তেরো বছরের নরকবাস থেকে মুক্তির পথ পেলেন গাজিয়াবাদের হরিশ রানা। যদিও সেই নির্দেশ বোঝার মতো ক্ষমতা তাঁর নেই এখন। বেঁচে থাকা বলতে ছিল শুধু যন্ত্রের ধুকপুকুনি আর নাকে প্লাস্টিকের নল। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে ৩২ বছরের তরুণের সেই যন্ত্রণার অবসান হতে চলেছে।

১৩ বছর ধরে পাইপের মাধ্যমে খাবার যেত তাঁর পেটে। কিন্তু মনের জানলা ছিল বন্ধ। হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। ছিল না চেতনাও। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট'। অর্থাৎ শরীরটা আছে, কিন্তু মানুষটা কার্যত নেই। একটি জৈবিক পিণ্ড হয়ে বেঁচে থাকা।

কাউকে মৃত্যুর অধিকার দান সত্যিই কঠিন। নিষ্কৃতি মৃত্যুর রায় দিতে গিয়ে তাই বুধবার কেঁদে ফেললেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা। ধরা গলায় তিনি বলেন, 'যখন ফেরার আর কোনও রাস্তা নেই, তখন একজন মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে বিদায় নিতে দেওয়াই হল আসল মানবিকতা।' তাঁর কথায়, জোর করে মেশিনে কাউকে আটকে রেখে তাঁর পরিবারকে তিলে তিলে মারার কোনও মানে হয় না।

২০১৩ সালে বাড়ির চারতলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আর মেরুদণ্ডে মারাত্মক চোট পান মেধাবী ছাত্র হরিশ। সেই থেকে তাঁর পঙ্গু জীবন। বিচারপতি পারদিওয়ালার ওই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন। ওই বেঞ্চের ভাষায়, 'আমাদের আজকের এই সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোপুরি যুক্তির মাপকাঠিতে ধরা যাবে না। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, জীবন এবং এক অপূরণীয় ক্ষতির খতিয়ান।'

ভারতে ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এর আগে মুম্বইয়ের নার্স অরুণা শানবাগের ৪২ বছরের যন্ত্রণা কাঁপিয়ে দিয়েছিল দেশকে। সেই রেশ ধরে ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, 'সম্মানের সঙ্গে মরা' মানুষের মৌলিক অধিকার। তবে হরিশ রানার জন্য আদালতের নির্দেশটি কার্যকর হলে ভারতে প্রথম নিষ্কৃতি মৃত্যু ঘটবে। এই নির্দেশে নয়াদিল্লির এইমস কর্তৃপক্ষকে হরিশকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ভর্তি করে সম্মানের সঙ্গে তাঁর লাইফ সাপোর্ট ও ফিডিং টিউব সরিয়ে নিতে বলেছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

বকেয়া বিল নিয়ে উদ্বিগ্ন ডেকোরেটাররা

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে ডিসিআরসি তৈরি শুরু হয়েছে কয়েকটি জায়গায়। ভোট ঘোষণা হলে ডিসিআরসি তৈরি করা এবং বুথে বুথে কাজ করতে হবে ডেকোরেটারদের। তার আগে বকেয়া বিল নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। ডেকোরেটারদের অভিযোগ, দার্জিলিং জেলায় তাঁদের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। তার মধ্যে ২০২১, ২০২৪ সালের টাকাই বেশি। বকেয়া টাকা চেয়ে একাধিকবার চিঠি দিয়েছে বলে দাবি করছে নর্থবেঙ্গল ডেকোরেটার্স অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু তাতেও সেই বকেয়া মেলেনি বলে অভিযোগ।

এ নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র বলেন, '২০২১, ২০২৪ মিলিয়ে তিন কোটির বেশি টাকা বকেয়া রয়েছে। কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়গুলি জানানো হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অনেকটাই দেওয়া হয়েছে। বাকিটা আমাদের এখনও দেওয়া হয়নি। পেলে সেগুলি দিয়ে দেওয়া হবে।'

ডেকোরেটারদের দাবি, তাঁরা বাঁশ, কাঠ, কাপড় দিয়ে ডিসিআরসিগুলি তৈরি করে দেন।

> **২০২১, ২০২৪ মিলিয়ে তিন কোটির বেশি টাকা বকেয়া রয়েছে। কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়গুলি জানানো হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অনেকটাই দেওয়া হয়েছে।**
>
> **মণীশ মিশ্র**
> *জেলা শাসক, দার্জিলিং*

বুথের সামনে ভোটাররা যাতে রোদে না পোড়েন বা বৃষ্টির জলে না ভেজেন, সেজন্য ত্রিপল টাঙানো, বাঁশ বাঁধাতে হয় ডেকোরেটারদেরই। বুথের ভিতরে বিদ্যুতের কাজও তাঁদের কর্মীদের দিয়েই করা হয়। এই কাজের টেন্ডার ডেকে দেয় প্রশাসন। অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেরকম কাজ করেও টাকা পাননি তাঁরা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কিছু টাকা দেওয়া হলেও কিছু বকেয়া রয়েছে। মোট প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা শুধু দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও সমতলেই বকেয়া। অনেক ডেকোরেটারই ঋণ করে কর্মীদের সেই টাকা মিটিয়েছেন বলে দাবি।

এ নিয়ে নর্থবেঙ্গল ডেকোরেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গোপাল সরকার বলছেন, 'বকেয়া দিলে কাজ করতে উৎসাহ পাওয়া যায়। না হলে ঋণ করে এত কাজ করতে চান না কেউই।'

মাটিগাড়ার ডেকোরেটার রবি পালের কথায়, 'আমার কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে তা জানিয়েছিলাম। বকেয়া না দিলে আগামীদিনে কাজ করব কি না বলতে পারছি না।'

আপনমনে। ছোট ফাঁপড়িতে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শিরশাদীপ শীল।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শিয়রে ভোট। তাই নির্বাচন ঘোষণার আগে রাস্তা থেকে নিকাশিনালা সহ বিভিন্ন কাজের সূচনা করে রাখতে চাইছে শাসকদলের নেতৃত্ব। আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

বিরোধীদের তির শিলিগুড়ি পুরনিগমের দিকে

নির্বাচনের মুখে শিলান্যাসের 'ধুম'

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। আর ঠিক এমন আবহে শিলিগুড়ি শহরে যেন শিলান্যাস আর উদ্বোধনের ধুম পড়ে গিয়েছে। বিরোধীরা অন্তত এমনই অভিযোগ তুলছে। কোনও কাজের শিলান্যাস হয়েছে মাস তিনেক আগে। কোনওটার আবার দিন দশেক আগে শিলান্যাস হয়েছে। কিছু কিছু কাজের ওয়ার্ক অর্ডার পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'তড়িঘড়ি' শহরের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাস করছে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড। অভিযোগ, আদতে সেইসব কাজের অধিকাংশই শুরু করতে পারেনি পুরনিগম। যে কাজ শুরু হয়েছে, সেগুলি আবার তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য ঠিকাদাররা অতি নিম্নমানের কাজ করেছেন বলেও অভিযোগ উঠছে। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে কাজ দেখাতে গিয়ে পুরনিগম তড়িঘড়ি শিলান্যাস করেছে। রাস্তাঘাট মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য ঠিকাদারদের বাধ্য করছে। এর ফলে কাজের মান খারাপ হতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনর কথায়, 'ভোট সামনে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে তখন আর কোনও শিলান্যাস বা উদ্বোধন করা যাবে না। তাই তড়িঘড়ি পুরনিগম এই সব কাজ করছে। আর এতে কাজের মান খারাপ হচ্ছে।' যদিও এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ডেপুটি মেয়র।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১, ৫, ৪২, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক ওয়ার্ডে বিভিন্ন কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে অথবা শিলান্যাস হয়ে

- বিধানসভা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি শহরের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাস করার অভিযোগ
- আদতে আগে শিলান্যাস হওয়া কাজেরই অধিকাংশ শুরু করতে পারেনি শিলিগুড়ি পুরনিগম
- যে কাজ শুরু হয়েছে, সেগুলি আবার তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য ঠিকাদাররা অতি নিম্নমানের কাজ করেছেন বলেও অভিযোগ

আটকে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি রাস্তা যেটা সরাসরি শালুগাড়াকে সংযোগ করে, তার কাজ এখনও শুরু হয়নি। দীর্ঘদিন আগে ওই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়েছিল। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি রাস্তার উন্নতিকরণের শিলান্যাস হয়েছে গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর। ওয়ার্ক অর্ডার হওয়ার পর এখনও কাজ শুরু হয়নি। ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শুরু না করলেও পুরনিগম কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, ঠিকাদারের প্রচুর টাকা পাওনা রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছে। যে কারণে তিনি কাজ শুরু করেননি। তাই পুরনিগমও বিষয়টি ঘাঁটাতে চাইছে না বলে খবর। শিলিগুড়ি পুরনিগমের খালপাড়া এলাকায় একটি রাস্তার কাজ খুবই নিম্নমানের হয়েছে বলে অভিযোগ। একাধিক এলাকায় পিচের চাদর উঠতে শুরু করেছে।

ঠিকাদার গোটা রাস্তায় পিচ না করে প্যাচ ওয়ার্কের মতো কাজ করেছেন বলে অভিযোগ। এরপর ওই প্রলেপের ওপরেই ম্যাস্টিক হবে বলে জানা গিয়েছে। একবার ম্যাস্টিক হয়ে গেলে আর কারও ধরার উপায় নেই। পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার একটি ওয়ার্ডে এই ধরনের একটি রাস্তার কাজ দু'দিনে শেষ করা হয়েছে। পরের দিন থেকেই রাস্তায় পিচের চাদর উঠে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

অবশ্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পেই তো ৪২ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। বিরোধী দলনেতার ওয়ার্ডেও তো কাজ হচ্ছে। এসব অবান্তর কথা বলে বাজার গরম করলে হবে না।'

কাজ বাকি, দ্রুত শুরুর নির্দেশ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে নতুন করে আর কাজ শুরু করা যাবে না। সেজন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, নিজস্ব তহবিল এবং আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের মতো প্রকল্পের বাকি কাজ দ্রুত শুরুর নির্দেশ দিচ্ছেন শিলিগুড়ি মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। অভিযোগ, এই প্রকল্পগুলির বেশকিছু টাকা পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতি এবং মহকুমা পরিষদে পড়ে রয়েছে। যেসব কাজের শিলান্যাস করা হয়েছে, সেগুলির কাজ শুরু না হলে ভোটের আগে প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে রাজ্যের শাসকদলকে। সেজন্য কাজের গতিবৃদ্ধির নির্দেশ বলে আধিকারিকদের দাবি।

যদিও মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলছেন, 'ভোট বলে নয়, অর্থবর্ষ শেষের পথে। সেজন্য প্রকল্পগুলির কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে বলা হচ্ছে। না হলে কাজগুলি আটকে থাকতে পারে।'

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, বুধবার মহকুমা পরিষদে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢোকার চিঠি পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। মহকুমা পরিষদ প্রায় ১ কোটি টাকা পেতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ২০ লক্ষ বা তার বেশি করে এই প্রকল্পের টাকা ঢুকতে পারে। সেই বরাদ্দে কতগুলি কাজের আগাম টেন্ডার করা হয়েছে বলে দাবি। কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডার করে ভোট ঘোষণার আগে কাজ শুরু করতে হবে। তবেই ভোট চলাকালীনও কাজ করা যাবে। না হলে আটকে থাকতে পারে কাজ। অভিযোগ, অনেক পঞ্চায়েতে প্রথম কিস্তির টাকাই পড়ে আছে। ফলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকার কাজ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যদিও মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিকের দাবি, প্রথম কিস্তির ৬০ শতাংশ টাকার কাজ মার্চের মধ্যেই শেষ করার নিয়ম। তা অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে শেষ হয়েছে। বাকি টাকার কাজ চলছে। হাতেগোনা ২-১টি পঞ্চায়েত পিছিয়ে রয়েছে বলে দাবি। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাজ করলে তবেই বরাদ্দ দিচ্ছে। প্রত্যেক বুথের জন্য দশ লক্ষ করে বরাদ্দ হয়েছে। অভিযোগ, সম্পূর্ণ টাকা বুথগুলি পায়নি। ভোটের আগে সেই টাকার কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ধীরে কাজের জন্য পঞ্চায়েতগুলি শেষ করতে পারেনি। পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক থেকে আধিকারিকদের

কাটমানি নিয়ে খোঁচা বিজেপির

অনেকের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজে তাঁদের নেওয়া হয়েছিল। ফলে পঞ্চায়েতের কাজ পিছিয়ে পড়েছে। তার প্রভাব আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে পড়া স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে মহকুমার অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ ভোটের আগে শেষ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এ নিয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'অনেক কাজ হয়েছে। ভোটকে কেন্দ্র করে কাজ নয়, আমরা মানুষের উন্নয়নের কাজ করি।'

বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলছেন, 'যেভাবে কাজের আগে শতাংশ হিসাবে কাটমানি দিতে হয় তৃণমূলের নেতাদের, তাতে অনেক ঠিকাদার কাজ করতেই চাইছেন না।'

সম্মেলন নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলে

ডাক পাননি শাখা সংগঠনের নেতারা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় সব জনপ্রতিনিধি এবং দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে বাগডোগরা বিহার মোড়ের একটি ভবনে একদিনের সম্মেলনের আয়োজন করে জেলা তৃণমূল। বুধবারের এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য শংকর মালাকার। সম্মেলনে এই বিধানসভার ১১টি অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, মহকুমা পরিষদের সদস্য এবং তৃণমূলের পদাধিকারীদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে তাঁদের মধ্যে অনেককেই সম্মেলনে ডাক পাননি বলে অভিযোগ তুলেছেন। এই আসনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে যখন শংকরকে নিয়ে জল্পনা চলছে, তখন সম্মেলনে অনেককেই ডাক না পাওয়ার পিছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। অবশ্য এ নিয়ে শংকর মালাকার বলছেন, '১৯৭ জন জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে সম্মেলন করা হয়। নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। আমি বলতে পারব না।'

এই বিধানসভা এলাকার গোঁসাইপুরে বাড়ি দলের জেলা এসসি, ওবিসি সেলের সভাপতি নীরেন রায়ের গলায় ক্ষোভ ধরা পড়েছে। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। নীরেন বলছেন, 'আমি একটা শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতি। আমাকে কেউ জানাননি। কে সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, সেটাও জানি না। লোয়ার বাগডোগরা অঞ্চল সভাপতি দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটা মেসেজ দিয়েছেন। তবে জেলা নেতৃত্ব কিছু জানাননি।'

এই বিধানসভা এলাকাতেই থাকেন দলের সংখ্যালঘু সেলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বর্তমানে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমাকে ডাকা হয়নি। ডাকলে নিশ্চয় যেতাম।' বাগডোগরার দলের সংখ্যালঘু সেলের নকশালবাড়ি ব্লক-১ সভাপতি গফফর মহম্মদও বলছেন, 'আমাকে কেউ জানাননি।' এদিকে, সম্মেলনে এসে জরুরি কাজের জন্য আগেই বক্তব্য রেখে চলে যান তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, দলের কোর কমিটির সদস্য অরুণ ঘোষ।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কোর কমিটির সদস্য শংকর মালাকার, পাপিয়া ঘোষ, জেলার সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহা, মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি অভিজিৎ পাল, নকশালবাড়ি ব্লক-১ সভাপতি প্রবীর রায়, নকশালবাড়ি ব্লক-২ সভাপতি পৃথ্বীশ রায় প্রমুখ। এ বিষয়ে সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'আজকে নির্দিষ্টভাবে পঞ্চায়েত সম্মেলন ছিল। জায়গাও কম ছিল। এজন্য দলের শাখা সংগঠনকে ডাকা হয়নি। এরপরে আরও বৈঠক, সম্মেলন হবে। চলতেই থাকবে নির্বাচন পর্যন্ত।'

সাতদিনের শিবির

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প ইউনিটের তরফে সাতদিন ধরে চলা শিবির শেষ হল বুধবার। পুটিমারি বিরসা মুন্ডা কমিউনিটি হলে আয়োজিত ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অ্যাথলিট সোমা দত্ত, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ মীনাক্ষী চক্রবর্তী। এখানে এইডস সচেতনতা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, চোখ পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

বাগডোগরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন। বুধবার।

জঙ্গলে ৪টি জিপসিকে প্রবেশে 'না'

ময়নাগুড়ি, ১১ মার্চ : নিয়ম ভেঙে গোরুর গাড়ির পরিবর্তে জিপসি ও প্রাইভেট গাড়িতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মেদলা নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশকে ঘিরে কড়া পদক্ষেপ বন দপ্তরের। বুধবার ঘটনায় জড়িত চারটি জিপসি গাড়িকে পাঁচদিনের জন্য জঙ্গলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও, যে পাঁচজন গাইড পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের সতর্ক করার পাশাপাশি মেদলায় প্রবেশের পথে দায়িত্বে থাকা স্থানীয় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদেরও কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার আবগারি দপ্তরের একটি গাড়িও জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। সেই গাড়িতে কারা ছিল এবং কী কারণে নিয়ম ভেঙে জঙ্গলে প্রবেশ করা হয়েছে, তা জানতে আবগারি দপ্তরকে চিঠি দিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, জঙ্গলের নিয়মভঙ্গের ঘটনা মোটেই বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে আরও কড়া নজরদারি চালানো হবে। গরুমারার মেদলা নজরমিনারে প্রবেশ করতে হলে মিনারের কাছেই থাকা রামশাই-কালীপুর ইকো ভিলেজ থেকে পর্যটকদের গাইড সহ গোরুর গাড়িতে চেপে জঙ্গল ও বাগানের মাঝের পথ ধরে জলঢাকা নদীর বাঁধ পর্যন্ত যেতে হয়। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে সেই নিয়ম ভাঙা হয় বলে অভিযোগ।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ির হাসমিচকে বিজেপির বিক্ষোভ। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

দুই বাগানে মৈত্রীমেলা

নাগরাকাটা, ১১ মার্চ : ৮ মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেই উপলক্ষ্যে বুধবার কুমারগ্রাম ও সংকোশ চা বাগানে আয়োজন করা হয় মৈত্রীমেলার। মেলার উদ্যোক্তা উইমেন সেফটি অ্যাক্সিলারেটর ফান্ড নামে চা বলয়ে নারী সশক্তিকরণের ওপর কাজ চালিয়ে যাওয়া একটি সংস্থা। এই মেলার থিম, 'অধিকার। ন্যায়। কর্ম। সব নারী ও মেয়েদের জন্য।' মেলায় স্বাস্থ্য বিভাগ একটি মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। সেখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষা করা হয়। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিশু সুরক্ষা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে।

যাত্রীসমেত টোটো গর্তে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : নিকাশিনালা সংস্কার কাজের জন্য খোঁড়া গর্তে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই টোটো। বুধবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চানাপট্টির চারমাথা মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। যেখানে গর্ত খোঁড়া আছে, সেই এলাকাতেই এদিন রাস্তা সংস্কারের কাজ করতে আসা ঠিকাদার ও শ্রমিকদের বাধা দেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গর্ত না বোজানো পর্যন্ত তাঁরা রাস্তার কাজ করতে দেবেন না। স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়ে ঠিকাদার শ্রমিকদের নিয়ে সেখান থেকে সরে যান। কিছুক্ষণ পরে রাস্তায় ঢোকার কিছুটা অংশে পিচের প্রলেপ দিয়ে চলে যান। স্থানীয়রা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'চৌবাচ্চার আকারে গর্ত খোঁড়ার পর সেটা ঢাকা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। এমনকি বিষয়টা নিয়ে একাধিকবার কাউন্সিলারকে বলা হলেও তিনি কর্ণপাত করেননি।' এলাকার বাসিন্দা স্বপন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'কাউন্সিলারকে এব্যাপারে ফোন করার পরেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।'

যদিও কাউন্সিলার আলম খান বলছেন, 'ওই গর্ত বিদ্যুৎ দপ্তর করেছিল। আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। তবে ওঁর ফোন কিছুতেই লাগছে না। তবে আমি পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলছি। বৃহস্পতিবার ওই গর্তের সমস্যা মিটে যাবে।'

চানাপট্টির ওই মোড়টি গুরুত্বপূর্ণ। একপাশ দিয়ে বর্ধমান রোড, অন্যপাশ দিয়ে হিলকার্ট রোডে যাওয়ার সুবিধা থাকায় সব সময়ই ওই মোড় দিয়ে ছোট-বড় গাড়ি যাতায়াত করে। চৌবাচ্চার আকারের ওই গর্তটি মাসখানেক আগে করা হয়েছিল। যদিও গর্তের মুখ পুরোপুরি খোলা রয়েছে। এদিন সকালে টোটোয় দুই মহিলা যাত্রীকে নিয়ে এক চালক ওই মোড় দিয়ে টার্ন নেওয়ার সময় সোজা গিয়ে গর্তে ঢুকে যায়। টোটোর চালক ছিটকে পড়েন। কোনওক্রমে বাঁচেন দুই যাত্রী। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা ওই

- চৌবাচ্চার আকারের একটি গর্ত মাসখানেক আগে করা হয়েছিল, গর্তের মুখ পুরোপুরি খোলা
- টোটোয় দুই মহিলা যাত্রীকে নিয়ে এক চালক যাওয়ার সময় সোজা গিয়ে গর্তে পড়েন
- এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার কাজ করতে আসা ঠিকাদার ও শ্রমিকদের বাধা দেন

টোটোচালককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল নিয়ে যান স্থানীয়রা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ওই গর্তের পাশেই গাড়ি সারানোর দোকান রয়েছে মহম্মদ সোফি আলমের। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'প্রায়দিন এই গর্তে মানুষজন পড়ে যাচ্ছেন। মঙ্গলবারও এক মহিলা দুই সন্তানকে নিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।'

রেলের মঞ্চে রাজ্যকে তুলোধোনা শিখার

জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ : রেলের সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চকে কার্যত রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে ট্রেনের সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্য সরকারকে 'স্পিডব্রেকার' বলে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন তিনি। বিধায়কের এই সুরকে দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি সমর্থন জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। পাল্টা সরকারি মঞ্চকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে শিলিগুড়ি জংশন-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং বামনহাট এক্সপ্রেসকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন এনজেপির এডিআরএম একে সিং ও অন্যরা। রেলের ট্রেন দুটির সম্প্রসারণে ডুয়ার্স ও মালদাগামী যাত্রী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে উপকৃত হবেন।

সেখানেই ফ্ল্যাগ অফের আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শিখা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'কিছু কথা এই মঞ্চ থেকে না বললে মানুষ বুঝবেন না। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ঠাকুরনগরের প্রস্তাবিত ফ্লাইওভার আজ পর্যন্ত করা গেল না রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার জন্য। জমি দিতে পারছে না এ রাজ্যের সরকার। মোদি সরকার রেলের যে উন্নয়ন করতে চাইছে, তাকে তৃণমূল সরকার থামানোর চক্রান্ত করছে' বলে দাবি শিখার। বন্দে ভারত ট্রেনের ওপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর অভিযোগ, 'রেললাইনের বাইরে থেকে ঢিল ছুড়ে, পাথর ছুড়ে বন্দে ভারত ট্রেনকে নষ্ট করা হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে।'

দিল্লি থেকে এই অভিযোগকে সমর্থন জানিয়েছেন সাংসদ জয়ন্ত। তিনি বলেন, 'শিখা তো ঠিকই বলেছেন। ঠাকুরনগরের ফ্লাইওভারের ডিপিআর এবং বাজেটের অনুমোদন আগেই হয়েছে। আমি নিজে অনেকবার জেলা প্রশাসনের কাছে জমি চেয়ে আবেদন করেও সাড়া পাইনি।' তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গের সমস্ত প্রস্তাবিত ফ্লাইওভারের জমিজট দ্রুত মেটানো হবে।

এদিকে, সরকারি মঞ্চে রাজনীতির আসর বসানো নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'তৃণমূল কখনও রাজ্য সরকারি মঞ্চকে এইভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে না। সামনে ভোট দেখেই বিজেপি অবান্তর কথা বলছে।'

বৃষ্টি নেই, জলদাপাড়া যেন মরুভূমি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১১ মার্চ : চারদিকে যতদূর চোখ যায়, কেবলই রুক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। একসময়ের সবুজে মোড়া জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি এখন ঘাস শুকিয়ে কার্যত এক মরুভূমির রূপ ধারণ করেছে। একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্লাবনের পলিমাটিতে নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকার কচি ঘাস, যা আজও ভোরের আলো দেখতে পায়নি। তার উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো আঘাত হেনেছে দীর্ঘ খরা। যে সমস্ত এলাকায় প্লাবনের পলি পৌঁছায়নি, সেখানেও জলের অভাবে ঘাস শুকিয়ে কাঠ। এমনিতে অন্যান্য বছর এই সময়ের মধ্যে অন্তত কয়েক দফায় স্বস্তির বৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। গত বছর ৫ অক্টোবরের পর থেকে এই এলাকায় আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি মাটিতে।

দীর্ঘদিন ধরে একনাগাড়ে চলতে থাকা এই খরার কারণে জলদাপাড়ার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে, যার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীদের উপর। গন্ডারদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার হল ঢাড্ডা, ঢেপটি, পুরুন্ডি এবং নল ঘাস। কিন্তু দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে বিস্তীর্ণ এলাকার এই সমস্ত পছন্দের ঘাসগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়েই এখন শুধুমাত্র শুকিয়ে যাওয়া ঘাস আর লতাপাতা খেয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীদের।

বুনোদের পাশাপাশি চরম দুর্ভোগের শিকার জলদাপাড়ার কুনকি হাতিরাও। জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বলছেন, 'মানুষ যদি প্রতিদিন সবজি, মাছ, মাংস ছাড়া শুধু ভাত খায় তবে তাদের রুচিতে যেমন প্রভাব পড়ে, ঠিক তেমনই অবস্থা হয়েছে কুনকি হাতিদেরও।' বর্তমানে এই জাতীয় উদ্যানের মোট ৮৫টি কুনকি হাতির প্রতিদিনের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে আনা কলা গাছ। তবে পুষ্টির ঘাটতি মেটানোর জন্য তাদের চাল, ডাল ও গুড়ের মণ্ড তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

জলদাপাড়ার ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ গোপ জানালেন, গোটা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে কেবলমাত্র কিছু নালার ধারগুলিতেই এখন সামান্য সবুজ ঘাসের দেখা মিলছে। আর জঙ্গলের বুকে বেঁচে থাকা ওই একটুখানি সবুজের টানেই সেই জায়গাগুলিতে বন্যপ্রাণীদের ভিড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে ওই সামান্য ঘাসটুকু খাওয়ার জন্য গন্ডার, বাইসন, হরিণ ও বুনো হাতিদের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই ও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের মাত্রাও বাড়ছে দিন-দিন।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে শুকিয়ে গিয়েছে ঘাস।

জঙ্গলের ভেতরের বেশ কিছু ঘাসের প্ল্যান্টেশনও জলের অভাবে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে। জলদাপাড়ায় কার সাফারির গাড়ির মালিক রঞ্জন দত্ত জঙ্গলের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে বলছেন, 'চারদিকে শুধুই শুকনো ঘাস। যেখানে আগে বন্যপ্রাণীদের ভিড় লেগে থাকত, সেখানে এখন কেবলই শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের বিস্তীর্ণ আস্তরণ।' এই দিগন্ত বিস্তৃত শুকনো ঘাসে যদি কেউ ভুল করে একটি জ্বলন্ত সিগারেটও ফেলে দেন, তবে আগুন পুরো এলাকা গ্রাস করে নিতে পারে বলে তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন।

এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রামিজ রজার অবশ্য বলছেন, 'বন্যপ্রাণীরা পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানে।' এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলে তাঁর দাবি।

খড়িবাড়িতে দলেই প্রশ্নের মুখে তৃণমূল

কমিটিতে ড্রাগস, জমি মাফিয়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ভোট বড় বালাই!

সেকারণেই ঝাড়াইবাছাই ছাড়াই তৃণমূল কংগ্রেস খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হল? দলের নয়া ব্লক কমিটিতে ড্রাগস কারবারি, পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত নেতা, বালি মাফিয়া সকলেই রয়েছেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দলের ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহের স্বীকারোক্তি, 'সামনেই ভোট। সকলকে ভোটের ময়দানে নামাতে হবে। তাই সকলকে জায়গা দিতে একটু বড় কমিটি করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'কমিটিতে নিয়ে কাউকেই বেআইনি কাজ করার লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। যদি কেউ বেআইনি কাজ করেন তাহলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।' যদিও তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'এমন অভিযুক্ত কাউকে কমিটিতে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। আমি বিষয়টি নিয়ে ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছি।'

সোমবার খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূলের ৫৬ জনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। সেখানে ব্লক সভাপতি ছাড়াও দলের জেলা চেয়ারম্যান, দলের ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ এবং অরুণ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, কমিটি বড় করে ড্রাগস কারবারি, জমি মাফিয়া, বালি পাচারকারীদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে।

পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারিতে স্থানীয় এক শিক্ষক নেতার নাম জড়িয়েছিল। ওই নেতা চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি প্লটিং করে বিক্রির সময় ব্যবসায়ীদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সই করে রসিদ দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। সেই নেতাকে নয়া কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। জমি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত অপর এক যুব নেতাকে সহ সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। ওই নেতাকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ২০২৩ সালে গ্রেপ্তারও করেছিল। তার ভাইকেও ২০২৪ সালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই যুব নেতার নাম প্রথমে ব্লক কমিটির তালিকায় ছিল না। কমিটি ঘোষণার সময় সহ সভাপতি পদে বাসুদেব রায়ের নাম ঘোষণা হয়। তবে তিনি জেলা কমিটিতে থাকায় ব্লক কমিটিতে থাকতে চাননি। সেসময় দলের ফাঁসিদেওয়ার এক নেতা বাসুদেবের জায়গায় ওই যুব নেতার নাম প্রস্তাব করেন। অভিযোগ, ওই যুব নেতার পরিবারেও ড্রাগসের কারবার চলে।

অন্যদিকে, ড্রাগস কারবারে যুক্ত পানিট্যাঙ্কির এক নেতাকে সাধারণ সম্পাদকের পদে বসানো হয়েছে। এছাড়া কমিটিতে ফুলবাড়ি, বাতাসি এবং পানিট্যাঙ্কির অন্তত ১০ থেকে ১২ জন এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা সরাসরি বালি পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত। নিয়মিত মেচি এবং ডুমুরিয়া নদীর বালি পাচারের সঙ্গে তারা জড়িত বলে অভিযোগ। বেআইনিভাবে বালি পাচারের অভিযোগে সহ সভাপতির পদ পাওয়া এক নেতার ট্র্যাক্টর-ট্রলি দিনকয়েক আগে পুলিশ আটক করেছিল। পরে ১৬০০০ টাকা জরিমানা দিয়ে সেই ট্র্যাক্টর-ট্রলি ছাড়ান ওই নেতা।

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার দলের এক প্রবীণ নেতার কথায়, 'ড্রাগস, বালি, জমি মাফিয়াদের দলের মিটিং, মিছিলে দেখলে মানুষ কি আমাদের ভোট দেবেন? নেতৃত্বের এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্যই দল বারবার খড়িবাড়িতে ভোটে হারছে।'

- সোমবার ৫৬ জনের খড়িবাড়ি তৃণমূল ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হয়
- নয়া কমিটিতে ড্রাগস কারবারি, জমি, বালি মাফিয়া সকলেই রয়েছেন বলে অভিযোগ
- বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে

> **এমন অভিযুক্ত কাউকে কমিটিতে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। আমি বিষয়টি নিয়ে ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছি।**
>
> **সঞ্জয় টিব্রুয়াল**
> *জেলা চেয়ারম্যান, তৃণমূল*

ওরা কাজ করে।। কোচবিহার-তুফানগঞ্জ জাতীয় সড়কের পাশে একটি ইটভাটায়। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

হকার্স কর্নারে হোল্ডিং নম্বর বিতরণ

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে খুচরো ব্যবসায়ীদের মন পেতে সচেষ্ট রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। বুধবার হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে হোল্ডিং নম্বর বিতরণ করে কার্যত ভোট প্রচার সারলেন পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকাররা। গত পাঁচ বছরে বাজারগুলির উন্নয়নে তাঁরা কী কাজ করেছেন, সেই ফিরিস্তি তুলে ধরেন গৌতম। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনাদের সবাইকে আমি চিনি। তাই আলাদা করে ভোটের ক্যাম্পেনিংয়ের প্রয়োজন নেই।' নিজের বক্তব্যে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বলেন, 'আমাদের সব ধরনের সুখ-দুঃখে অভিভাবক হিসেবে সবসময় গৌতম দেবকে পাই। তাই এবার আমাদের ব্যবসায়ীদেরও ওনার জন্য কিছু করতে হবে।'

পুরনিগমের তরফে হোল্ডিং নম্বর দেওয়ায় দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদের। তবে তা মঞ্চ হয়ে উঠল ভোট প্রচারের। ডেপুটি মেয়রকে এদিন বলতে শোনা যায়, 'আমরা সারাবছর আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। তবে আমাদের দুঃখ, বিধানসভায় বলার মতন কেউ নেই। বাংলার উন্নয়ন যজ্ঞে আমরা এখান থেকে কোনও বিধায়ককে শামিল করতে পারিনি। তবে এবার আমরা বিধায়ক নির্বাচিত করে বাংলায় চলা উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হব।' যদিও টিপ্পনী কাটছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'রাজ্যের সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রয়োজন। মেয়র হিসেবে গৌতম দেবের অক্ষমতাই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূণ প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারাবে।'

নিজের বক্তব্যে এদিন শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রাস্তা দখল করে বসা ডালার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন গৌতম। তিনি বলেন, 'দোকানের সামনে রাস্তার উপর ডালা সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এটা অন্যায়। এর বিরুদ্ধে আমি কড়া ব্যবস্থা নেব।' হকার্স কর্নারে এদিন ৮১ জনকে পুরনিগম থেকে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হয়। আগে ২১৬ জনকে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হয়েছে। পরিমল জানান, আরও ৩২৩ জনের হোল্ডিং নম্বরের কাগজপত্র তৈরি রয়েছে। অব্যবহৃত জমি কেন রাজ্য সরকারকে রেল দিচ্ছে না, তা নিয়েও এদিন সুর চড়ান গৌতম। হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কানাই পোদ্দারও গৌতমকে অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরে সমর্থন করার কথা জানান।

দলবদল

চোপড়া, ১১ মার্চ : চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন। মঙ্গলবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সুইগছ ৮২ নম্বর বুথের তৃণমূল সদস্য চন্দন সরকারকে খড়িবাড়িতে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় শামিল হতে দেখা যায়। আর বুধবার তিনি চোপড়ার কালাগছ এলাকায় বিজেপির ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্ম শিবিরে যোগদান করেন। ওই এলাকায় শাসকদলের আরও পাঁচজন অঞ্চল স্তরের নেতা পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছেন বলে তাঁর দাবি।

দলবদল প্রসঙ্গে চন্দন বলেন, 'তৃণমূলে লাগামছাড়া দুর্নীতি। এসব বরদাস্ত করতে না পেরে বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' যদিও তৃণমূলের মাঝিয়ালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আকবর আলি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে দলবিরোধী কাজের জন্য চন্দন সরকারকে সাসপেন্ড করা হয়। তৃণমূলে আসার আগে সে বিজেপিতেই ছিল। এই দলবদলের কোনও প্রভাব পড়বে না।'

চুলোচুলি গড়ায় মারপিটে

সেলফি তুলতে 'রণংদেহি' ননদ-বৌদি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ মার্চ : পড়শি নববধূর সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলবেন কে? খুড়তুতো ননদ, না বৌদি? এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার ধারণ করল বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরানপুর এলাকায় এক বৌভাতের অনুষ্ঠানে। ফলে অতিথি, অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন কার্যত লাটে ওঠে। উলটে রুদ্রমূর্তি দুই ললনাকে শান্ত করতে তখন হিমসিম খাচ্ছেন বিয়েবাড়ির কর্তাব্যক্তিরা। চুলোচুলি, হাতাহাতি গড়ায় মারপিটে। সরাসরি বচসায় জড়িয়ে পড়েন দুই পরিবারের সদস্যরা। শেষপর্যন্ত খবর যায় থানায়। ঘটনায় মারধর এবং ভাঙচুরের অভিযোগ দায়ের করেছে দু'পক্ষই। হাতাহাতিতে আহত মোট তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কিছুটা সুস্থ বোধ করায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দায়ের হওয়া অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার প্রতিবেশীর বৌভাতের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন স্থানীয় বধূ পায়েল মণ্ডল এবং সম্পর্কে তাঁর খুড়তুতো ননদ সান্ত্বনা সরকার। স্থানীয়দের দাবি, এমনিতেই দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের শরিকি বিবাদ ছিল। এদিন, বিয়েবাড়িতে নতুন বৌয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সেলফি তুলছিলেন পায়েল। তিনি মঞ্চ ছাড়তেই চাইছিলেন না বলে দাবি। এদিকে, সেলফি তুলবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন ননদ সান্ত্বনা সহ আরও অনেকে। তখনই পায়েলকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রুপ আদানপ্রদান করেন সান্ত্বনা সহ অন্যরা। আর এই কটূক্তি পায়েলের কানে পৌঁছোতেই বাধে তুমুল বচসা, চুলোচুলি। নিমন্ত্রণ বাড়ির আয়োজকদের আপ্রাণ চেষ্টায় শেষমেশ সেই যাত্রায় গোলমাল থামে। তবে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ফের আগুনে ঘি পড়ে। দু'পক্ষের পরিবারের সদস্যরা গোলমালে জড়িয়ে পড়েন।

পায়েলের স্বামী সুব্রত সরকার বলেন, 'আমার স্ত্রীকে ছবি তুলতে দেখে ওঁরা কটূক্তি করেন। এই নিয়ে বিয়েবাড়িতে বচসা শুরু হয়। পরে আমরা বাড়ি ফিরলে ওঁরা দলবেঁধে, দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে আমার স্ত্রীকে মারধর শুরু করেন। আমি ও আমার বৃদ্ধ বাবা ওঁদের আটকাতে গেলে আমাদেরও মারধর করা হয়েছে। ওঁদের মারধরের জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন আমার বাবা। ওঁকে ও আমার স্ত্রীকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। আমি ওঁদের পরিবারের ৬ জনের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এদিকে সান্ত্বনার ভাই বিদ্যুৎ সরকার বলেন, 'বিয়েবাড়িতে ছবি তোলা নিয়ে গোলমাল হয়। বিষয়টা ওখানেই মিটে গিয়েছিল। কিন্তু পায়েল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আমাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর এবং মারধর করেন। এতে আমার মা গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এছাড়া অন্যরাও এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আমরা ওদের শাস্তি চেয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

- মঙ্গলবার প্রতিবেশীর বৌভাতের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন স্থানীয় পায়েল মণ্ডল এবং তাঁর খুড়তুতো ননদ সান্ত্বনা সরকার
- নতুন বৌয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সেলফি তুলছিলেন পায়েল বলে দাবি
- পায়েলকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রুপ আদানপ্রদান করেন সান্ত্বনা সহ অন্যরা, এই কটূক্তি পায়েলের কানে পৌঁছোতেই বাধে চুলোচুলি

দুই ডজন ট্রেনে পদ্মের ব্রিগেড যাত্রা

মালদা ও রায়গঞ্জ, ১১ মার্চ : শেষ পরিবর্তন যাত্রা। এবার লক্ষ্য আগামী ১৪ মার্চ ব্রিগেডে মোদির জনসভা। পদ্ম শিবিরে শুরু হয়ে গিয়েছে চরম প্রস্তুতি। আগামী ১৩ মার্চ বিজেপির চার সাংগঠনিক জেলাকে নিয়ে গঠিত মালদা বিভাগ থেকে ৯টি আস্ত ট্রেন রওনা দেবে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে। আর ট্রেনের সংখ্যাটা পুরো উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রায় দুই ডজন। দলীয় সূত্রে খবর, এক একটি ট্রেনের ভাড়া ২২ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা। আর এখানেই উঠেছে প্রশ্ন, এত টাকা কে দিচ্ছে? প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এত টাকা পাচ্ছে কোথায় বিজেপি, প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেন, 'পুরো টাকাটাই বিজেপির রাজ্য কমিটি নির্দিষ্ট জায়গায় জমা দেয়। এরপর আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চলে আসে। এই নিয়ে বিরোধীদের মাথাব্যথা কেন বুঝতে পারছি না।'

জেলা সভাপতি দাবি করলেও ট্রেন ভাড়া নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। দক্ষিণ মালদার সাংসদ বলেন, 'আমরা জানি একটি ট্রেনের জন্য প্রায় ২২ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা করে রেলমন্ত্রকের কাছে জমা দিতে হয়। আর যদি ধরেই নিই দশটি ট্রেন নেওয়া হয়েছে এবং টাকা জমা দেওয়া হয়েছে তবে সে পরিমাণটা আড়াই কোটি টাকার কাছাকাছি। কে দিচ্ছে ওই টাকা? আদানি, আম্বানিরা? তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের কথায়, 'টাকা দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে হাত করে, চক্রান্ত করে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন লড়তে চাইছে বিজেপি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ট্রেন ভাড়া করে ব্রিগেডে লোক নিয়ে যাওয়া তারই প্রমাণ।' আবার জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের মন্তব্য, 'বাংলার মানুষের উন্নয়নের টাকা আটকে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ভরাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ট্রেন ভাড়া করা হচ্ছে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, ১৩ মার্চ রাতে মালদার দুই সাংগঠনিক জেলার ৯টি ট্রেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্য রওনা দেবে। এর মধ্যে দক্ষিণ মালদা, উত্তর মালদা এবং ফরাক্কার জন্য তিনটি করে ট্রেন বরাদ্দ হয়েছে। এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে দাবি করেছেন দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে ছয় হাজার দলীয় কর্মী-সমর্থক উপস্থিত থাকবেন বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ প্রেম মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রেমকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালাতেই অভিযুক্তের পকেট থেকে ২৮৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সভা

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মার্চ : বুধবার ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিষ্ণুপদ বর সহ আশাকর্মী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

উদ্বোধন

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : বুধবার গোঁসাইপুরের মুলাইজোতে কংগ্রেসের নতুন অফিসের উদ্বোধন করা হল। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক অফিসটির উদ্বোধন করেন। দলের জেলা কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিতাভ সরকার বলেন, 'গোঁসাইপুরে কোনও অফিস ছিল না। এবারে সেই শূন্যতা পূরণ হল।' অফিস উদ্বোধনের পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোরীকে 'ধর্ষণ', গ্রেপ্তার সৎবাবা

শিলিগুড়িতে বর্বরোচিত ঘটনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার সৎবাবা! শহর শিলিগুড়িতে এমন বর্বরোচিত ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মাস দেড়েক আগে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে মায়ের সঙ্গে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এসেছিল চোদ্দো বছরের এক কিশোরী। তার শারীরিক পরীক্ষা করতেই চমকে যান চিকিৎসকরা। তড়িঘড়ি ওই কিশোরীকে ভর্তি নিয়ে একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এরপরই চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন ওই কিশোরী সেসময় প্রায় ৮ সপ্তাহের গর্ভবতী।

হাসপাতালের তরফে ঘটনাটি কিশোরীর মাকে জানানোর পাশাপাশি শিলিগুড়ি থানায় 'ইন্টিমেশন' দেওয়া হয়। পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তও শুরু করে। তবে ওই কিশোরীর এমন পরিস্থিতি কে করল, সে বিষয়ে কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানতে পারেননি তদন্তকারী আধিকারিকরা।

কিশোরীর মাও একাধিকবার চেষ্টা করলেও কিছু বলতে চায়নি সে। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তাহলে কি কারও সঙ্গে ওই কিশোরীর সম্পর্ক ছিল? তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের ফলে এমন ঘটনা ঘটেছে? যদিও কোনও 'ক্লু' না পাওয়ায় তদন্ত একপ্রকার থিতিয়ে পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে থানায় হাজির হয় কিশোরী। এরপরেই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়।

পুলিশের কাছে নিজের এমন অবস্থার জন্য সৎবাবাকে দায়ী করে সে। যা শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশেরও। ওই দিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাকে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে নিজের অপকর্মের কথা স্বীকার করে নেয় অভিযুক্ত বছর ৪৫ বছর বয়সী সৎবাবা। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সব অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশ ও কিশোরীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয় কিশোরীর মায়ের। বিয়ের পর তাঁদের দুই সন্তানও হয়। এদিকে, সৎমেয়েকে ফাঁকা বাড়িতে একা পেয়ে এমন অপকর্ম করে অভিযুক্ত। অভিযোগ, কিশোরীর মা বাইরে গেলেই সৎবাবা কিশোরীর সঙ্গে অশ্লীল কার্যকলাপ করত। তাকে একাধিকবার ধর্ষণও করে। এদিকে, মাস দেড়েক আগে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে আসতেই নাবালিকার গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাটি সামনে আসে।

এক তদন্তকারী আধিকারিকের কথায়, 'চিকিৎসককে ওই কিশোরী প্রাথমিকভাবে এই কার্যকলাপের পেছনে তার সৎবাবা জড়িত থাকার বিষয়টি জানালেও, ভয়ে পুলিশের কাছে কিছু বলতে চায়নি। যদিও আসল সত্য সামনে আনতে কিশোরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল। এরই মধ্যে মাকে আসল ঘটনা জানায় ওই কিশোরী।'

এদিকে, শহরের এমন ঘটনায় আতঙ্কিত সকলে। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুতপা সাহা বলেন, 'এই ধরনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিকৃত মানসিকতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এধরনের ঘটনা বিক্ষিপ্ত হলেও এখনও এমন মানসিকতার মানুষ সমাজে রয়েছে। কিছু ঘটনা রিপোর্ট হলেও, অনেক ঘটনা প্রকাশ্যেই আসছে না।' এই ধরনের ঘটনা আটকাতে সমাজে আরও সচেতনতা প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

- দেড় মাস আগে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এসেছিল চোদ্দো বছরের এক কিশোরী
- শারীরিক পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানতে পারেন ওই কিশোরী গর্ভবতী
- দেড় মাস পর পুলিশের কাছে অভিযুক্ত বাবার বিষয়ে জানায় ওই কিশোরী

'মৃত' ভোটারদের নিয়ে সমাবেশ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : শিয়রে নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর ইস্যুকে সামনে রেখে জনসমাবেশের ডাক দিল দার্জিলিং জেলা বামপন্থী দলসমূহ। বামেদের ওই সমাবেশের মূল মঞ্চে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বুধবার এ নিয়ে শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে সিপিএম। সেখানে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেছেন, 'নাম বাদ যাওয়া ভোটারদেরও ওই সমাবেশে উপস্থিত করা হবে।' এ নিয়ে তৃণমূলের কটাক্ষ, বামেরা তাদের অনুকরণ করে আন্দোলন করছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১৪ তারিখ শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া ময়দানে ওই জনসমাবেশ হতে চলেছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে দলীয় স্তরে প্রচারও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাম নেতৃত্বের দাবি, ওই জনসমাবেশে উল্লেখযোগ্যভাবে চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ও বিচারাধীন ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে।

বামেদের কটাক্ষ তৃণমূলের

এক্ষেত্রে অবশ্য নেতৃত্ব প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে চিহ্নিত করে সভায় উপস্থিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। তবে এখানেই শেষ নয়, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রয়োজন অনুসারে তাঁদের মূল মঞ্চেও তোলা হতে পারে।

এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করে বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের দলদাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কথাতেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সমন পাঠক বলেন, 'আমাদের ওই সমাবেশের মূল ইস্যু হল এসআইআর। ফ্র্যাকচার ভোটার লিস্ট নিয়ে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাস হয়ে কাজ করছে। জোর করে কিছু মানুষের নাম বাদ দিতে চাইছে। এর জন্য রাজ্য সরকারও দায়ী। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে, তার বিরুদ্ধেও জনসমাবেশ থেকে আওয়াজ তোলা হবে। সেইসঙ্গে চা বাগান শ্রমিকদের পাট্টার দাবি সহ ন্যূনতম মজুরি চালু করার দাবিও জনসমাবেশের মঞ্চ থেকে তুলে ধরা হবে।'

দার্জিলিং জেলা বামপন্থী দলসমূহের ওই জনসমাবেশ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'কে কী করছে তা নিয়ে আমরা ভাবছি না। তবে এসআইআর ইস্যুতে কে আন্দোলন করছে, কে মানুষের পাশে আছে, তা কারও অজানা নয়। সেক্ষেত্রে এভাবে অনুকরণ করে জনসমাবেশ করেও বামেরা খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।'

বসন্ত উৎসবের রং ফুরোল শোভাযাত্রায়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব, তিক্ততা বেড়ে যাওয়া নতুন ঘটনা নয়। এবার সেই ঘটনারই জলজ্যান্ত উদাহরণ পাওয়া গেল শিলিগুড়িতে।

দিনকয়েক আগেই বসন্ত উৎসবে একে অপরকে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বুধবার শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। যেখানে শিলিগুড়ির মেয়র, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, ওই স্কুলের শিক্ষক তথা শিলিগুড়ির বিধায়কও উপস্থিত ছিলেন। তবে শংকর স্কুলে প্রবেশ করতেই তাঁকে দেখে গৌতম, রঞ্জনরা অনুষ্ঠান মঞ্চ ছেড়ে মিড-ডে মিলের ঘরে চলে যান বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতিতে শোভাযাত্রা শুরুর আগে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যান শংকরও। যদিও স্কুলের তরফে দাবি করা হয়েছে, পরে ফিরে শোভাযাত্রার পেছনের অংশে পা মিলিয়েছিলেন শংকর। এমনকি এদিন মেয়র, ডেপুটি মেয়রকে সংবর্ধিত করা হলেও, শংকরকে কোনও সম্মাননা জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ।

যদিও স্কুল প্রাঙ্গণে শংকরকে দেখেননি বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র। গৌতম বলেন, 'শংকর এসেছিলেন? আমি তো তাঁকে দেখিনি। শংকর তো স্কুলের শিক্ষক। আমাকে তো অতিথি হিসাবে ডেকেছিল। গরমের কারণে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মিড-ডে মিলের ঘরে গিয়ে বসেছিলাম।' এই ঘটনা নিয়ে শংকর সেভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'স্কুলের উন্নতি কামনা করি, এটুকুই বলব। শিলিগুড়ি কলেজের অনুষ্ঠান নিয়েও সেভাবে কিছুই বলিনি। কী হয়েছে তা ব্যক্তিগত জায়গাতে রাখতে চাই।'

এদিকে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শংকরকে বিধায়ক হিসাবে দেখতে নারাজ। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহিতোষ দাস বলেন, 'শংকর ঘোষ প্রথমে আমাদের স্কুলের শিক্ষক। সেই জায়গা থেকে তিনি অনুষ্ঠানের একজন আয়োজক। মেয়র, ডেপুটি মেয়র স্কুলের অতিথি হিসাবে এসেছিলেন। তাই মেয়র, ডেপুটি মেয়রকে আমাদের মতো আহ্বান করা শংকর ঘোষেরও কর্তব্য।'

হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এদিন সকালে বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাজে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাক্তনীরাও শোভাযাত্রায় পা মেলান। আর এই অনুষ্ঠান ঘিরেই শহরের মেয়র এবং বিধায়কের দ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল।

বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের শোভাযাত্রায় মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র।

SBI Life

আপনারও তাই। আপনার প্রিয়জনেরও তাই।

নোটিশ

এসবিআই লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লি. (এসবিআই লাইফ) এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত, বিস্তারিত শর্তপূরণকারী কমার্শিয়াল প্রেমিসেস-এর জন্য লীজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস-এর মালিকদের কাছ থেকে অফার বিড আহ্বান করছেন:

১। প্রেমিসেসটি সকল রকম দায় এবং চার্জ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং অবিলম্বে দখল নেওয়ার অবস্থায় থাকতে হবে।

২। প্রেমিসেসটি অবশ্যই **কমার্শিয়াল বিল্ডিং** হতে হবে এবং **বানিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা** থাকতে হবে এবং সেটির মৌলিক অনুমতি এবং সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে যেমন ফায়ার এনওসি, ওকুপেশন সার্টিফিকেট, বিল্ডিং ইনস্যুরেন্স পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ, সাইনবোর্ডের জন্য জায়গা, পার্কিং, আধুনিক ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম, পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি পার্কিং ইত্যাদি এবং লীজ এগ্রিমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করার যোগ্য হতে হবে।

৩। **আলিপুরদুয়ার** ও সংলগ্ন এলাকার প্রেমিসেস অগ্রগণ্য, এবং প্রেমিসেসের কার্পেট এরিয়া **১৩৫০ বর্গফুট** থেকে **১৩৭১ বর্গফুটের** মধ্যে হতে হবে।

ইচ্ছুক দরদাতাদের আমাদের ওয়েবসাইট **www.sbilife.co.in** *(https://www.sbilife.co.in/en/services/download-centre- RFP forms)* থেকে ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে হবে। সম্পূর্ণকৃত টেকনিকাল ও প্রাইস বিড আলাদা আলাদা সীল করা খামে ভরে **"দি রিজিওনাল ডিরেক্টর, (বেঙ্গল), এসবিআই লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ৫ম তল, কাকোরিয়া সেন্টার, ২/১ রাসেল স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭১"** টেলিফোন নং : ০৩৩ ৬৬২৫ ৭৫০০/৭৫০৩/৭৫৭২-এই ঠিকানায়, আগামী ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে বা তার আগে জমা করতে হবে।

যে কোনো বা সকল অফার সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এসবিআই লাইফ দ্বারা সংরক্ষিত।

তারিখ : ১২/৩/২০২৬ স্থান : কলকাতা

উপরে প্রদর্শিত ট্রেড লোগো ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত এবং লাইসেন্সাধীনে এসবিআই লাইফ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এসবিআই লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস : নটরাজ, এম. ভি. রোড এন্ড ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে জংশন, আন্ধেরি (পূর্ব) মুম্বই - ৪০০০৬৯ IRDAI রেজিস্ট্রেশন নম্বর : 111 CIN: L99999MH2000PLC129113 ওয়েবসাইট : www.sbilife.co.in. ইমেল : info@sbilife.co.in, টোল ফ্রি নম্বর-18002679090 (গ্রাহক পরিষেবার সময় : ২৪ x ৭)

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২

হেঁশেলে সংকট

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচ লাগল ভারতের সাধারণ মানুষের হেঁশেলে। আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে এখন জ্বালানি সংকট। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে ইরান বিধিনিষেধ আরোপ করায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহের শৃঙ্খল বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম হুহু করে বাড়লেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পেট্রোল বা ডিজেলের জোগান নিয়ে বড় বিপদ মানছে না।

কিন্তু রান্নার গ্যাসের জোগানে অশনিসংকেত দেখা দিয়েছে। গ্যাসের সিলিন্ডারপিছু দাম বাড়ানো হয়েছে। সিলিন্ডার বুকিংয়ে ২৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার এলপিজি, সিএনজি-র উৎপাদন বাড়ানোর ফরমান জারি করেছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আওতায় ফেলে দেওয়া হয়েছে এলপিজি, সিএনজিকে।

সরকারের দাবি, গ্যাসের জোগান পর্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু সেই দাবির সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া কঠিন। যদি জোগান পর্যাপ্ত হয়ে থাকে, গ্যাসের সিলিন্ডার পেতে গ্রাহকদের নাভিশ্বাস উঠছে কেন- সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। বিশ্বের মোট তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের বড় অংশ পরিবাহিত হয় হরমুজ প্রণালী দিয়ে। ইরান এই জলপথে বিধিনিষেধ আরোপ করায় জাহাজ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ভারতের আমদানিতে।

ভারত তার প্রয়োজনের সিংহভাগ এলপিজি আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। সেখানে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় ভারতের সরবরাহ ব্যবস্থায় টান পড়েছে। তেল শোধনাগারগুলিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এলপিজি এবং সিএনজি উৎপাদন বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাতে ছবিটা বিন্দুমাত্র বদলায়নি। পরপর দুটি বুকিংয়ের মাঝে ২৫ দিনের ব্যবধান রাখতে কেন্দ্রের নির্দেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশে কতটা গ্যাস মজুত রয়েছে, আন্তর্জাতিক সংকটে সেই মজুত ভাণ্ডারের কতটা কাজে লাগতে পারে- সেই প্রশ্নও তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। রাজনীতির আকচা-আকচি যেমনই হোক, গ্যাসের এই সংকটে মানুষের স্মৃতিতে ফিরে এসেছে নোটবন্দি এবং করোনাকালের চেনা ছবি। নোটবন্দির সময় পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট জমা দিয়ে ২ হাজার টাকার গোলাপি নোট নেওয়ার জন্য মানুষকে ব্যাংকের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল।

করোনাকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে দাঁড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়েছিল। ইরানে যুদ্ধের কারণে এখন সিলিন্ডারের জন্য গ্যাসের দোকানের বাইরে ভিড় করতে হচ্ছে। রান্নার গ্যাসের বিকল্প বর্তমানে বেশিরভাগ পরিবারের হাতেই নেই। কেরোসিন স্টোভ, ইন্ডাকশন বা কাঠকয়লার উনুনে রান্নাবান্না করেন- এমন মানুষের সংখ্যা সীমিত।

তাছাড়া বড় পরিবার বা হোটেল, রেস্তোরাঁ, স্কুলের মিড-ডে মিল, আইসিডিএস কেন্দ্র, হাসপাতালে গ্যাস ফুরিয়ে গেলে কী হবে- সেটা সবথেকে বড় প্রশ্ন। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের আকাশছোঁয়া দাম এবং অমিল হওয়ায় বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ বা মুম্বইয়ের মতো বড় শহরগুলোতে রেস্তোরাঁ ও হোটেল ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম। কলকাতার ছবিটা তথৈবচ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাদ্য ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে তার প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে। এই সংকট নিরসন এখন সরকারের সামনে বড়মাপের চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের কঠোর প্রয়োগে রান্নার গ্যাস, সিএনজি-র কালোবাজারি রোধ। অনেক জায়গায় কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চড়া দামে গ্যাস বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থার খোঁজ। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্য দেশ থেকে গ্যাস আমদানির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা। পাশাপাশি, দেশের স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ থেকে জরুরিভিত্তিতে জোগান বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। তৃতীয়ত, অনলাইন বুকিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কারও একার হাতে নেই। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং আগাম পরিকল্পনা অবশ্যই সরকারের থাকা উচিত। যুদ্ধের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাকে গুরুত্বহীন করে রাখা যায় না।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে করতে হবে। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলটপকা মন্তব্য বনাম রাজনৈতিক শিষ্টাচার

মেট্রো চ্যানেলে চেনা ধর্নার আবহে মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক বেফাঁস ও প্রচ্ছন্ন উসকানিমূলক মন্তব্য বঙ্গ রাজনীতিতে রাজনৈতিক শিষ্টাচার নিয়ে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছে।

জয়জিৎ বণিক

রাজনীতির ময়দান অদ্ভুত। নির্বাচনের দামামা বাজলেই নবান্ন ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো এবং পরীক্ষিত কৌশল। বিরোধী নেত্রী থাকার সময় থেকেই মেট্রো চ্যানেল তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক চারণভূমি। তাই পুরোনো ক্যারিশমা ফিরে পেতে ভোটের আগে এই ধর্নায় বসাটা প্রায় ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এবার ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কিছু লাগামহীন এবং বেফাঁস মন্তব্য রাজ্যবাসীকে তীব্রভাবে বিস্মিত করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোনওকিছুই আজ চাপা থাকে না। গত কয়েক দিনে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। চার দশকের পোড়খাওয়া রাজনীতিক এবং টানা দেড় দশকের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে এমন সব মন্তব্য শোনা যাচ্ছে, যা রাজনৈতিক মহলে অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে। তাঁর কথা বলার ধরন এবং শব্দচয়ন দেখে প্রশ্ন উঠছে, এগুলো কি নিছকই মুখ ফসকে বলা কথা, নাকি সুপরিকল্পিত কোনও রাজনৈতিক ব্লু-প্রিন্ট?

শুরু করা যাক দলের সাংসদের প্রকাশ্য মঞ্চে ধমক দেওয়ার ভিডিওটি দিয়ে। মঞ্চে আবৃত্তি করছিলেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই পিছন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরক্তিমাখা কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনে ধরা পড়ে। ঋতব্রতকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'অনেক সংস্কৃতি হয়েছে, এবার পয়েন্টে এসো, স্যার ইস্যুতে এসো।' দলের একজন জনপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্য মঞ্চে এভাবে থামিয়ে দেওয়াটা জনমানসে খুব একটা ইতিবাচক বার্তা দেয়নি। যে দল রাজনৈতিক ময়দানে বরাবর 'বাঙালির সংস্কৃতি'-র কথা তুলে ধরে, সেই দলের শীর্ষ নেত্রীর এমন প্রকাশ্য অধৈর্য আচরণ দলের সাধারণ ভাবমূর্তির সঙ্গেই কিছুটা বেমানান ঠেকেছে।

মেজাজ হারানোর এই বিষয়টি দলের অভ্যন্তরীণ হলেও, এর পরের দুটি মন্তব্য গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর প্রশ্নে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের সীমা ছাড়িয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায় : 'রাষ্ট্রপতিকে বিজেপির আজ্ঞেয়া বেচতে পাঠানো হয়েছে। ... রেগুলার যদি আপনি আসেন, কোনও দিন এ আসছে, কোনও দিন বি, সি, ডি, ই ... আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারাক্ষণ আপনাদের পিছন পিছন লেজুড় হয়ে ঘুরে বেড়াব? নাকি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে, ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? ঘুড়ি তো ওড়ে বিশ্বকর্মাপুজোর দিন, তা বছরে একবার আসুন না, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব! বছরে আপনি যদি ৫০ বার আসেন, আমার কি টাইম আছে এত!' কেন্দ্রের শাসকদলের সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক বিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতি এই ধরনের লঘু শব্দের প্রয়োগ কাঙ্ক্ষিত নয়। 'লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে' বা 'এ, বি, সি, ডি'—এই ধরনের শব্দবন্ধ সাধারণ আড্ডায় মানালেও, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের গরিমাকে ক্ষুণ্ণ করে। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রপতি পদটি যে সমগ্র প্রজাতন্ত্রের মর্যাদার প্রতীক, এই মন্তব্যে কোথাও যেন সেই সম্মান অটুট থাকেনি।

তবে বিতর্কের এখানেই শেষ নয়। ধর্না মঞ্চ থেকে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন : 'আমরা আছি বলেই না আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি, কোনওদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেলে এক সেকেন্ডে দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে। যদি নিজেদের তেরোটা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না।'

যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি সংবিধান ছুঁয়ে প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার শপথ নিয়েছেন, তিনি কীভাবে একটি সম্প্রদায়কে 'ভয় দেখানোর হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন? 'এক সেকেন্ডে বারোটা বাজিয়ে দেবে'—এই মন্তব্যের মাধ্যমে কি প্রকারান্তরে বোঝানো হচ্ছে যে প্রশাসন তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবে? নাকি শক্তি প্রদর্শন করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে?

> **মেট্রো চ্যানেলের ধর্না মঞ্চে বসে মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক বেফাঁস মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক শিষ্টাচার নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। একদিকে দেশের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে সম্মানহানিকর মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ টেনে প্রচ্ছন্ন হুমকি আদতে ভোটব্যাংকের স্বার্থে সুপরিকল্পিত মেরুকরণ এবং ভয়ের রাজনীতিরই নগ্ন রূপ। সাংবিধানিক শীর্ষ পদে বসে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে চরম বিপজ্জনক।**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত কুশলী রাজনীতিক। কোন মঞ্চ থেকে কী বললে তার প্রভাব কতটা হবে, তা তিনি ভালোই বোঝেন। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা— একের পর এক অভিযোগে যখন সরকার বিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া জোরালো হচ্ছে, তখন নজর ঘোরাতে এই ধরনের মন্তব্য হাতিয়ার হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এটি মেরুকরণের রাজনীতি। অত্যন্ত সুকৌশলে একটি নির্দিষ্ট ভোটব্যাংকের মনে আগ্রাসন এবং বাকিদের মনে ভীতি— দুটি জিনিসই একসঙ্গে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন। 'আমরা না থাকলে বারোটা বাজিয়ে দেবে'— এই কথা বলে তিনি আসলে রাজ্যের বৃহত্তর জনমানসে একধরনের ভয়ের মনস্তত্ত্ব তৈরি করতে চাইছেন, যা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য মারাত্মক।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের একাংশ সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও হতাশাজনক। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে যেখানে এই ধরনের মন্তব্যের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা কাম্য ছিল, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্যজনক নীরবতা বা বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিরোধীদের কেউ এমন কথা বললে হয়তো প্রাইম টাইমে বিতর্কের ঝড় বয়ে যেত, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের একাংশের এই নীরবতা বা লঘু করে দেখানোর প্রয়াস সুস্থ রাজনৈতিক পরিসরের পরিপন্থী।

ধর্না মঞ্চে বসে রাজনৈতিক প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা কখনও শালীনতা এবং সাংবিধানিক গণ্ডি ছাড়াতে পারে না। রাষ্ট্রপতির পদকে তাচ্ছিল্য করা বা প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সাম্প্রদায়িক ভীতি প্রদর্শন— কোনওভাবেই সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ নয়। রাজ্যের সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অনেক বেশি পরিণত ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করেন। ভোটব্যাংকের সমীকরণ যদি প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হয়, তবে তা গণ্ডি প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হয়, তবে তা বা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনে যদি শিষ্টাচারের দীর্ঘমেয়াদে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির চরম ক্ষতি করবে। এই ধরনের মন্তব্যের গঠনমূলক সমালোচনা জরুরি, কারণ নীরবতা অনেকসময় পরোক্ষ প্রশ্রয়ের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৯৮৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক সমরেশ বসু।

১৯৮৪

সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যখনই আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলতে যাই, আমাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। সংসদে প্রায় কোনও গণতন্ত্র অবশিষ্ট নেই। বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছেন না সংসদকে। সংসদ যেন আর নীতি নির্ধারক মঞ্চ নয়, বিজ্ঞাপনী মঞ্চে পরিণত করা হয়েছে।

- সায়নী ঘোষ

ভাইরাল/১

চিনের ম্যাকাওয়ের যন্ত্রমানব নিয়ে বেরিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। রোবট দেখে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করেন এক বৃদ্ধা। প্রত্যুত্তরে রোবটটি দু'হাত তুলে অঙ্গভঙ্গিতে জবাব দেয়। উত্তেজনায় অসুস্থ বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

ভাইরাল/২

দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের আকাল। এইসময় বেঙ্গালুরুর গান্ধিনগরের এক অভিজাত হোটেলে হেঁশেলে উনুন বসিয়ে সাবেকিয়ানায় ফিরেছে। কাঠ নিয়ে হেঁশেলে ঢুকছেন কর্মীরা। পোস্টারে জানানো হয়েছে, সব পদ পাওয়া যাবে না। গ্রাহক সহযোগিতার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

জনমত

ভাতানির্ভর রাজনীতি বনাম কর্মসংস্থানের সংকট

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিসরে একটি বিষয় ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে- ভাতাকেন্দ্রিক রাজনীতি। প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের আগে বিনা বা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা বা ভাতা ঘোষণা করতে আগ্রহী। কখনও নারী ভাতা, কখনও কৃষক ভাতা, কখনও বা তরুণদের জন্য ভাতা- নানা নামে এইসব উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে স্বস্তির বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। প্রশ্ন হল, ভাতা বাড়ছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ কোথায়?

একটি সুস্থ ও শক্তিশালী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থান শুধু মানুষের আয় বাড়ায় না, বরং আত্মসম্মান, দক্ষতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত করে। অথচ বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান তৈরির নীতির পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সহায়তার দিকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সাময়িক স্বস্তি মিললেও সমস্যার মূল সমাধান হয় না।

ভাতা অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নয়। সমাজের প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য সরকারি সহায়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাবলয় হিসেবে কাজ করতে পারে। অনেক সময় এই ধরনের ভাতা দরিদ্র পরিবারগুলির ন্যূনতম জীবনযাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু যখন এই ভাতাই রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে এবং কর্মসংস্থান তৈরির প্রশ্নটি আড়ালে চলে যায়, তখন তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি চাকরির সুযোগ সীমিত থাকে এবং তার পরিবর্তে ভাতাকেই প্রধান সমাধান হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে তা দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরশীল মানসিকতা তৈরি করতে পারে। এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উদ্ভাবন এবং পরিশ্রমের মূল্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অন্যদিকে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত শিল্পনীতি, বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের উৎসাহ দেওয়া এবং প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া। একটি রাজ্যের বা দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন মানুষ নিজের শ্রম ও মেধার মাধ্যমে আয় করার সুযোগ পায়। ভাতা সেখানে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কখনোই মূল সমাধান হতে পারে না।

রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভরতার পথ তৈরি করা। ভাতার মাধ্যমে সাময়িক স্বস্তি দেওয়া সহজ, কিন্তু টেকসই কর্মসংস্থানের পরিবেশ তৈরি করা অনেক বেশি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। তবুও দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক শক্তি বাড়াতে এই পথই সবচেয়ে কার্যকর।

আজ তাই সময় এসেছে ভাতাকেন্দ্রিক রাজনীতির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের প্রশ্নকে সামনে আনার। দেশের তরুণদের হাতে যদি কাজ থাকে, শিল্প ও উদ্যোগের সুযোগ বাড়ে, তবে অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনি সমাজও হবে আরও আত্মবিশ্বাসী ও স্থিতিশীল। ভাতা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে শুধু কর্মসংস্থান, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার বিকাশ।

রেনেসাঁ মৌলিক, জলপাইগুড়ি।

শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে বঙ্গের ২ অগ্নিজ্যোতি

কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে খতম করে স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন ইতিহাস গড়েছিলেন কিশোরী সুনীতি ও শান্তি।

শেখর সাহা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস কেবল প্রথিতযশা নেতাদের উপাখ্যান নয়, বরং তা অসংখ্য সাধারণ মানুষের অসাধারণ আত্মত্যাগের মহাকাব্য। ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিতে বাংলার বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সেই অগ্নিযুগের ইতিহাসে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অকুতোভয় নারীরাও সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে দুই কিশোরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা আছে— সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ। তাঁদের অসমসাহসী পদক্ষেপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এক চরম বার্তা দিয়েছিল। কিশোরী বয়সেই তাঁরা যেভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশের মুক্তির লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন, তা আজও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে।

তিরিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যখন বাংলায় নতুন করে দানা বাঁধছে, সেই উত্তাল সময়ে ত্রিপুরার কুমিল্লা শহরের ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী শান্তি ও সুনীতি গড়ে তুলছিলেন প্রতিরোধের প্রাচীর। পরাধীনতার গ্লানি ও ব্রিটিশ পুলিশের অমানবিক অত্যাচার তাঁদের কিশোরী মনকে দারুণভাবে পীড়িত করত। ফলে খুব অল্প বয়সেই তাঁরা দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং গোপনে বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন। প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে শুরু করেন লাঠিখেলা ও সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করতে তাঁদের সেই অদম্য জেদ ও সাহস দেখে বিপ্লবী নেতারাও অবাক হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁরা হয়ে ওঠেন এক-একজন দক্ষ যোদ্ধা।

বাঁদিকে সুনীতি চৌধুরী, ডানদিকে শান্তি ঘোষ।

বিপ্লবী ইতিহাসের পাতায় ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর দিনটি আজও সগৌরবে ভাস্বর। তৎকালীন কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস জিওফ্রি বাকল্যান্ড স্টিভেন্স ছিলেন বিপ্লবীদের ওপর নির্মম দমনপীড়নের জন্য কুখ্যাত। ব্রিটিশ প্রশাসনের এই স্তম্ভকে উপড়ে ফেলতে বিপ্লবী সংগঠন সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয় শান্তি ও সুনীতির ওপর। সাধারণ স্কুল ছাত্রীর বেশে তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আদায় করেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সামনে পেয়েই তাঁরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই স্টিভেন্সের মৃত্যু হয়। দুই কিশোরী মেয়ের হাতে এক প্রতাপশালী ব্রিটিশ অফিসারের এমন করুণ পরিণতি দেখে গোটা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন থমকে গিয়েছিল। ভারতের সর্বত্র এই ঘটনা এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

হত্যার ঘটনার পরপরই শান্তি ও সুনীতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী তাঁদের বয়স তখন এতটাই কম ছিল যে ফাঁসির সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে আদালত তাঁদের কঠোর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। দীর্ঘ কারাজীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সেই অমানবিক যন্ত্রণা, চরম মানসিক চাপ এবং একাকিত্বও তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কারাগারের নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যেও তাঁরা নিজেদের নৈতিক অবস্থান থেকে সরে আসেননি, বরং সেখানে বসেই তাঁরা নিজেদের শিক্ষা ও চিন্তাচেতনার চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের এই পাহাড়প্রমাণ দৃঢ়তা সমগ্র দেশবাসীকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করার এক নতুন শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। তাঁদের সংগ্রাম প্রমাণ করেছিল যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল অস্ত্রের নয়, বরং তা অটল বিশ্বাসের লড়াই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা এক সুস্থ ও গঠনমূলক জীবন শুরু করেন। সুনীতি চৌধুরী পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং একজন সুযোগ্য চিকিৎসক হিসেবে অসহায় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আর্তমানবতার সেবাকেই ব্রত হিসেবে পালন করেছিলেন। অন্যদিকে, শান্তি ঘোষও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন। বিশেষ করে নারীশিক্ষার প্রসার এবং পিছিয়ে পড়া সমাজের উন্নয়নে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। কিশোরী বয়সে তাঁদের সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আজও বীরত্বের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত হয়।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯১

পাশাপাশি : ১। ভারতের নিকট প্রতিবেশী একটি দেশ ৩। ধ্বংস বা সর্বনাশ ৪। স্থলচর জন্তুবিশেষ যা উত্তরবঙ্গের জঙ্গলেও আছে ৫। বাজে বা সারহীন বস্তু ৭। লাক্ষা, আলতার আরেক নাম ১০। চক্রবাক পাখির আরেক নাম ১২। বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখার ঘর ১৪। স্বল্পকাটা, মস্তকহীন দেহধারী ১৫। লেখার জন্য ব্যবহৃত তালপাতার আঁটি ১৬। অল্প কিছুদিন।

উপর-নীচ : ১। ভালোমতো ভোজ ২। গগনার অযোগ্য, তুচ্ছ ৩। গন্ধে পূর্ণ বা আমোদিত হওয়ার ভাব ৬। রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ ৮। ঘোরতর, প্রবল ৯। ভাঙা বা ফাটো কড়ি ১১। বংশ, বংশকৌলীন্য ১৩। জামিন হিসাবে গচ্ছিত রাখা দ্রব্য।

সমাধান ■ ৪৩৯০

পাশাপাশি : ২। শটকাট ৪। মউনি ৬। কালাতিপাত ৮। নব্য ৯। গড় ১১। শহরতলি ১৩। সাদর ১৪। আটখাট।

উপর-নীচ : ১। তমসুক ২। শনি ৩। কামলা ৪। নৈঋত ৬। কাব্য ৭। তিতিড় ৮। নফর ৯। গলি ১০। কলরব ১১। শরৎ ১২। তত্ত্বাটি ১৩। সাট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৬৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫৮৩০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৫৪৪৫৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৮০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৬০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৫৪৪৫৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৯৩৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অন্যরা যা ভাবে না
আমরা তা ~~করে~~ লিখে দেখাই
uttarbangasambad.com
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

যুদ্ধের জের

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ হাজার হাজার মাইল দূরের উত্তরবঙ্গে। পর্যটনশিল্পেও এখন অশনিসংকেত। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রভাব বাড়বে। একইভাবে সংশয় সিএনজি বাস পরিষেবায়।

পরপর ট্যুর বাতিল, শঙ্কা পর্যটনে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ভোরের আলো ফুটতেই কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে ঠিকরে পড়া সোনা রোদ, কিংবা ডুয়ার্সের গহিন জঙ্গলে নাম না জানা পাখির ডাক- উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের এই নৈসর্গিক রূপ বরাবরই চুম্বকের মতো টেনে আনে বিশ্বজোড়া ভ্রমণপিপাসুদের। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি আর কংক্রিটের জঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে দেশ-বিদেশের হাজারো মানুষ প্রতি বছর ছুটে আসেন হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা এই শান্ত স্নিগ্ধ পাহাড়ি গ্রামগুলিতে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হল পর্যটন। কিন্তু সেই চেনা ছবিতে এখন বিষণ্ণতার ছাপ।

হাজার মাইল দূরে মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া ভয়াবহ যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি এসে লেগেছে উত্তরের পর্যটনশিল্পে। ইতিমধ্যে বহু বিদেশি পর্যটক তাঁদের ট্যুর প্ল্যান বাতিল করতে শুরু করেছেন। এখান থেকেই অনেকে বিদেশ ভ্রমণের ভাবনায় আপাতত দাঁড়ি টেনেছেন। এই পরিস্থিতিতে পর্যটন ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে।

উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বললেন, 'পর্যটনশিল্পে যথেষ্টই প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তবে শুধু পর্যটনশিল্প নয়, জনজীবনেও তার প্রভাব পড়তে চলেছে।'

পর্যটকদের এই পিছিয়ে আসার নেপথ্যে কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত অশান্ত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার সাধারণ প্রবণতাই কাজ করছে না, দোসর হয়েছে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া জটিলতা। আকাশপথে নিয়ন্ত্রিত বিমান চলাচলের কারণে আন্তর্জাতিক রুটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে একাধিক বাধা তৈরি হচ্ছে।

পাশাপাশি পর্যটনশিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিমানের আকাশছোঁয়া ভাড়া। সংঘাতের কারণে বহু আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করতে হচ্ছে। ঘুরপথে যাওয়ার কারণে

■ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পর্যটন শিল্পে ব্যাপক প্রভাব, বাতিল হচ্ছে ট্যুর

■ বিমান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ও রুট বদলের কারণে টিকিটে সারচার্জ বসাচ্ছে সংস্থাগুলি, যার জেরে একধাক্কায় হু হু করে বাড়ছে বিমানের ভাড়া

■ নিরাপত্তার কারণে দার্জিলিং ও সিকিম সফরের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা বাতিল করছেন জার্মানি, ফ্রান্স ও দুবাইয়ের পর্যটকেরা

জ্বালানি খরচ বাড়ছে। সেই অতিরিক্ত ব্যয় সামাল দিতে গিয়ে টিকিটের ওপর সারচার্জ বসাচ্ছে বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থাগুলি। ফলে একধাক্কায় টিকিটের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জোড়া সাঁড়াশি চাপে পড়েই পর্যটকরা বাধ্য হয়ে নিজেদের প্ল্যান বাতিল করছেন।

বিদেশি পর্যটকদের উত্তরবঙ্গ ও সিকিম ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের প্রভাব কতটা মারাত্মক, তা হেল্প ট্যুরিজমের কর্ণধার রাজ বসুর কথাতেই স্পষ্ট হয়। তাঁর দাবি, বহু পর্যটক ট্যুর প্ল্যান বাতিল করছেন ইতিমধ্যে। রাজের সংস্থার মাধ্যমে জার্মানির ৯ জন পর্যটকের আসার কথা ছিল এদেশে। তাঁদের সিকিমে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে তা বাতিল হয়েছে। এছাড়া, ফ্রান্সের পর্যটকদের আলাদা দুটো দলও ট্যুর প্ল্যান বাতিল করেছে। দার্জিলিং সহ উত্তরের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পরিকল্পনা ছিল ওদের।

এদেশ থেকে যাঁরা বাইরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরাও পিছু হটছেন। শিলিগুড়ির এক পর্যটন ব্যবসায়ী রবি মিত্তালের গলায় আক্ষেপের সুর, 'বহু পর্যটক তাঁদের ফরেন ট্রিপ বাতিল করছেন। তাঁদের অধিকাংশ শিলিগুড়ি থেকে দুবাইয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।'

ট্যুর প্ল্যান বাতিলের হিড়িক কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। ইউরোপ কিংবা এশিয়ার অন্য প্রান্তের সফরও বাতিল হচ্ছে। পর্যটন ব্যবসায়ী অজয় গুপ্তা যেমন জানালেন, শিলিগুড়ি এবং কলকাতার পৃথক দুটি পর্যটকদলের ইউরোপে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল। শিলিগুড়ির অন্য একটি পর্যটক দলের দুবাই ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল। সকলেই বাতিল করেছেন। এছাড়া, হংকংয়ের একটি ট্যুর প্ল্যানও বাতিলের পথে। তাঁর আফসোস, 'এমন চলতে থাকলে আমাদের বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।'

সব মিলিয়ে উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীদের কপালে এখন চিন্তার চওড়া ভাঁজ। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে ক্ষতির অঙ্ক ক্রমেই বাড়তে থাকবে। তাই শান্তি ফেরার প্রার্থনায় মগ্ন ওঁরা।

সিএনজি বাস পরিষেবায় কোপ?

শমিদীপ দত্ত ও গৌরহরি দাস

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ১১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে অনেকটা বেড়েছে। তাছাড়া রান্নার গ্যাসের জোগান নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরইমধ্যে সিএনজি বাসের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ৯ তারিখ জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সিএনজি বাসের জ্বালানিতে যাতে কোনও ঘাটতি না হয় সেই দিকটি সুনিশ্চিত করতে হবে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) কাছে এই নির্দেশিকা এসে পৌঁছোতেই সংশয়ে পড়েছেন কর্তারা। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি জ্বালানি গ্যাসের জোগানও কমতে শুরু করেছে? সে কারণেই নির্দেশিকা দিয়ে সতর্ক করা হল?

এনবিএসটিসি-র অধীনে বর্তমানে ৩০টি সিএনজি বাস চলাচল করে। যদি কোনওভাবে জ্বালানির ঘাটতি হয় তাহলে সিএনজি বাস পরিষেবায় কোপ পড়ার আশঙ্কা দেখছেন নিগমের আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে ডিজেল নিয়ে স্বস্তির আভাস মিললেও সেটা কতদিন থাকবে, সেটিও কতদিন এভাবে চলবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না নিগমের কর্তারা।

পুরো বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ও। তিনি বলছেন, 'আপাতত সিএনজি পরিষেবা ঠিকঠাক পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে, আমাদের সেটা জানা নেই। ডিজেল নিয়ে আপাতত ভরসা দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু

বুঝে উঠছে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী বিকল্প কী ব্যবস্থা নেন, সেদিকেই আমরা তাকিয়ে রয়েছি।'

নিগম সূত্রে খবর, ৩০ সিএনজি বাসের প্রতিটাই দূরপাল্লার রুটের। এরমধ্যে ওমরপুর, মালদা, কোচবিহার, রায়গঞ্জ পর্যন্ত চলাচল করা বাসও রয়েছে। সিএনজি-র সঙ্গে বিশেষ যোগ রয়েছে রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ি ডিভিশনের। দুই ডিভিশন থেকেই পনেরোটি করে সিএনজি বাস ছাড়া হয়।

নিগমকর্তাদের কথায়, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সিএনজি পরিষেবায় প্রভাব পড়লে, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুটে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। নিগমের এক কর্তার কথায়, যে সমস্ত রুটে সিএনজি বাস চলছে, সেখানে সিএনজি বাসের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে অন্য বাস দেওয়া যাবে না। ফলে কোচবিহার, রায়গঞ্জ, মালদার মতো লাভজনক রুটগুলিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখ দেখতে পারে নিগম। যদিও নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, 'ইন্ডিয়ান অয়েল থেকে এসএমএসের মাধ্যমে মেসেজ দিয়ে বলা হয়েছে চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমরা আপাতত সেই ভরসাতেই রয়েছি।'

খাওয়ার জন্য হরিণ শিকার, চার বছরের জেল

আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ : হরিণ শিকার করে খাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। হাতেনাতে ধরাও পড়তে হয়েছিল। ঘটনাটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব বিভাগে ঘটেছিল। বুধবার ওই মামলার নিষ্পত্তি হল। চার বছরের জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হল অপরাধীকে। ২০২৪ সালের ২২ অক্টোবর অভিযুক্ত বেদান মুন্ডাকে গ্রেপ্তার করেছিল বন দপ্তর। রায় ঘোষণা সম্পর্কে বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপ ক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা বলেন, 'দ্রুততার সঙ্গে এই মামলার সব প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এটা একটি উদাহরণ তৈরি হল। ফলে এধরনের অপরাধ করার ক্ষেত্রে অন্যরা দ্বিতীয়বার ভাববে।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে হরিণ শিকার হয়েছিল, তা ছিল বার্কিং ডিয়ার। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট-১৯৭২ অনুযায়ী বার্কিং ডিয়ার শিডিউল- এক প্রজাতির বন্যপ্রাণী। এই বন্যপ্রাণী হত্যায় ৭ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। এদিন মামলার রায় দানের পর খুশি বক্সার বনকর্তারা। বেদান বক্সা টাইগার রিজার্ভের জয়ন্তী রেঞ্জের জঙ্গল থেকে হরিণ শিকার করেছিল বলে জানা গিয়েছে। চুনিয়া চা বাগানের চুনিয়া ৪ নম্বর লাইনের বাসিন্দা বেদানকে ওইদিনই গ্রেপ্তার করেছিলেন বন দপ্তরের জয়ন্তী রেঞ্জের কর্মীরা। মাংস খাওয়ার জন্য বেদান হরিণ শিকার করেছিল বলে জানতে পারেন বনকর্মীরা। তারপরেই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভে বিভিন্ন সময় হরিণ ছাড়া হয়। এর মধ্যে কিছু হরিণ ছাড়া হয় বাঘের খাদ্য হিসেবে।

তরমুজের আড়ালে গোরু পাচারের চেষ্টা

খড়িবাড়ি, ১১ মার্চ : ট্রাকে থরে থরে সাজানো তরমুজ। দেখলে বোঝার উপায় নেই, সেই তরমুজের আড়ালেই লুকোনো আছে ১২টি গোরু। তবে তরমুজের আড়ালে গোরু পাচারের সেই চেষ্টা বানচাল করে দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ১২টি গোরু আটক করার পাশাপাশি ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমানার চেকরমারি চেকপোস্টে মঙ্গলবার রাতে নাকা তল্লাশি চলছিল। সেসময় একটি তরমুজবোঝাই ট্রাক আটক করলে চালকের কথাবার্তায় সন্দেহ হয় পুলিশের। ট্রাকটিকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই থরে থরে সাজানো তরমুজের পেছনে গোরুগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় অভিযুক্ত ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই চালক অসমের বাসিন্দা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, গোরুগুলি গোপনে বিহার থেকে খড়িবাড়ি হয়ে অসমের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতকে এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, 'ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ট্রাকটি। গোরুগুলি স্থানীয় খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে।'

মাতৃহারা সাংবাদিক

মাদারিহাট, ১১ মার্চ : কালচিনির সাংবাদিক সমীর দাসের মা নমিতা দাস (৭৫) বুধবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় নিজের পুরাতন হাসিমারার বাড়িতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নমিতাদেবী। রেখে গেলেন এক পুত্র ও এক কন্যাকে।

অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে নিম্নলিখিত অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুসারে চলবেঃ

০৩৫৪০/০৩৫৩৯ বরাকর-হাওড়া-বরাকর স্পেশাল ট্রেন

বরাকর-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪০)(০৩৫৩৯)	হাওড়া-বরাকর স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২০.৫৫	↓ বরাকর	০৩.০০	–	১৫.০৩.২৬
	২১.২৯	২১.৩২	আসানসোল	০০.৪০	০০.৪৩	
১৪.০৩.২৬	০২.৪৫	–	হাওড়া ↑	–	২০.৫০	১৪.০৩.২৬

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কুলটি, সীতারামপুর, বরাচক, কালীপাহাড়ী, রাণীগঞ্জ, অন্ডাল এবং বর্ধমান স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ বরাকর থেকে ০৩৫৪০ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৫৩৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৫৪২/০৩৫৪১ আসানসোল-হাওড়া-আসানসোল স্পেশাল ট্রেন

আসানসোল-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪২)(০৩৫৪১)	হাওড়া-আসানসোল স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২২.০০	↓ আসানসোল	০৩.৩০	–	১৫.০৩.২৬
	২২.৩৮	২২.৪০	অন্ডাল	০১.৪৮	০১.৫০	
১৪.০৩.২৬	০৩.৫৫	–	হাওড়া ↑	–	২২.০০	১৪.০৩.২৬

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কালীপাহাড়ী এবং রাণীগঞ্জ স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ আসানসোল থেকে ০৩৫৪২ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৫৪১ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী ১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৫৪৪/০৩৫৪৩ দুর্গাপুর-হাওড়া-দুর্গাপুর স্পেশাল ট্রেন

দুর্গাপুর-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪৪)(০৩৫৪৩)	হাওড়া-দুর্গাপুর স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২১.৫৫	↓ দুর্গাপুর	২৩.৩০	–	
১৪.০৩.২৬	০০.০৬	০০.০৮	বর্ধমান	২১.১৫	২১.১৭	১৪.০৩.২৬
	০৩.১৫	–	হাওড়া ↑	–	১৯.১৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে মানকর স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ দুর্গাপুর থেকে ০৩৫৪৪ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৫৪৩ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৫৪৬/০৩৫৪৫ সিউড়ি-হাওড়া-সিউড়ি স্পেশাল ট্রেন

সিউড়ি-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪৬)(০৩৫৪৫)	হাওড়া-সিউড়ি স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২২.০০	↓ সিউড়ি	০৩.৩০	–	১৫.০৩.২৬
	২৩.১০	২৩.১২	অন্ডাল	২২.৩০	২২.৩২	১৪.০৩.২৬
১৪.০৩.২৬	০৪.৫০	–	হাওড়া ↑	–	১৯.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে চিনপাই, দুবরাজপুর, পান্ডবেশ্বর এবং উখড়া স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ সিউড়ি থেকে ০৩৫৪৬ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৫৪৫ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩০২০/০৩০১৯ মুরারই-হাওড়া-মুরারই স্পেশাল ট্রেন

মুরারই-হাওড়া স্পেশাল			(০৩০২০)(০৩০১৯)	হাওড়া-মুরারই স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২১.০০	↓ মুরারই	০৩.৩৫	–	১৫.০৩.২৬
	২২.৩০	২২.৩২	বোলপুর শান্তিনিকেতন	২৩.৩০	২৩.৩২	১৪.০৩.২৬
১৪.০৩.২৬	০২.০০	–	হাওড়া ↑	–	২০.৩৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে রামপুরহাট, সাঁইথিয়া এবং প্রান্তিক স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ মুরারই থেকে ০৩০২০ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩০১৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪২০/০৩৪১৯ মালদা টাউন-হাওড়া-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৪২০)(০৩৪১৯)	হাওড়া-মালদা টাউন স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২১.১০	↓ মালদা টাউন	০৩.৫৫	–	১৫.০৩.২৬
	২৩.১৫	২৩.১৮	রামপুরহাট	২৩.৪৫	২৩.৪৮	১৪.০৩.২৬
১৪.০৩.২৬	০৫.১০	–	হাওড়া ↑	–	১৯.৫৫	

চলাচলের তারিখঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪২০ঃ ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৪১৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪২২/০৩৪২১ নিউ ফরাক্কা-হাওড়া-নিউ ফরাক্কা স্পেশাল ট্রেন

নিউ ফরাক্কা-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৪২২)(০৩৪২১)	হাওড়া-নিউ ফরাক্কা স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২১.০০	↓ নিউ ফরাক্কা	০৫.০০	–	১৫.০৩.২৬
	২২.২০	২২.২৩	রামপুরহাট	০১.০৫	০১.০৮	
১৪.০৩.২৬	০৪.৩০	–	হাওড়া ↑	–	২১.২০	১৪.০৩.২৬

চলাচলের তারিখঃ নিউ ফরাক্কা থেকে ০৩৪২২ঃ ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৪২১ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩০২২/০৩০২১ কাটোয়া-হাওড়া-কাটোয়া স্পেশাল ট্রেন

কাটোয়া-হাওড়া স্পেশাল			(০৩০২২)(০৩০২১)	হাওড়া-কাটোয়া স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৬.০০	↓ কাটোয়া	২২.৪৫	–	১৪.০৩.২৬
	১০.২০	–	হাওড়া ↑	–	১৮.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কাটোয়া থেকে ০৩০২২ এবং হাওড়া থেকে ০৩০২১ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ১ ট্রিপ প্রতিটির জন্য। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১২০/০৩১১৯ পলাশী-শিয়ালদহ-পলাশী স্পেশাল ট্রেন

পলাশী-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১২০)(০৩১১৯)	শিয়ালদহ-পলাশী স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৬.০০	↓ পলাশী	২৩.০০	–	১৪.০৩.২৬
	১১.০০	–	শিয়ালদহ ↑	–	১৮.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ পলাশী থেকে-০৩১২০ এবং শিয়ালদহ থেকে-০৩১১৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ (শনিবার) = প্রতিটির জন্য ১টি ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১২১/০৩১২২ কাকদ্বীপ-শিয়ালদহ-কাকদ্বীপ স্পেশাল ট্রেন

কাকদ্বীপ-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১২১)(০৩১২২)	শিয়ালদহ-কাকদ্বীপ স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৭.৫০	↓ কাকদ্বীপ	২১.৪৫	–	১৪.০৩.২৬
	১০.৩০	–	শিয়ালদহ ↑	–	১৯.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কাকদ্বীপ থেকে-০৩১২১ এবং শিয়ালদহ থেকে-০৩১২২ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ (শনিবার) = প্রতিটির জন্য ১টি ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১২৪/০৩১২৩ বসিরহাট-শিয়ালদহ-বসিরহাট স্পেশাল ট্রেন

বসিরহাট-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১২৪)(০৩১২৩)	শিয়ালদহ-বসিরহাট স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৭.০০	↓ বসিরহাট	২৩.০০	–	১৪.০৩.২৬
	১০.১৫	–	শিয়ালদহ ↑	–	২১.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ বসিরহাট থেকে-০৩১২৪ এবং শিয়ালদহ থেকে-০৩১২৩ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ (শনিবার) = প্রতিটির জন্য ১টি ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৩৮/০৩১৩৭ রানাঘাট-শিয়ালদহ-রানাঘাট স্পেশাল ট্রেন

রানাঘাট-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৩৮)(০৩১৩৭)	শিয়ালদহ-রানাঘাট স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৬.৪৫	↓ রানাঘাট	২৩.০০	–	১৪.০৩.২৬
	০৯.১৫	–	শিয়ালদহ ↑	–	২০.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ রানাঘাট থেকে-০৩১৩৮ এবং শিয়ালদহ থেকে-০৩১৩৭ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ (শনিবার) = প্রতিটির জন্য ১টি ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৪০/০৩১৩৯ বনগাঁ-শিয়ালদহ-বনগাঁ স্পেশাল ট্রেন

বনগাঁ-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৪০)(০৩১৩৯)	শিয়ালদহ-বনগাঁ স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৬.০০	↓ বনগাঁ	২৩.০০	–	১৪.০৩.২৬
	০৯.০০	–	শিয়ালদহ ↑	–	২০.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ বনগাঁ থেকে-০৩১৪০ এবং শিয়ালদহ থেকে-০৩১৩৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ (শনিবার) = প্রতিটির জন্য ১টি ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৪৩/০৩১৪৪ ক্যানিং-শিয়ালদহ-ক্যানিং স্পেশাল ট্রেন

ক্যানিং-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৪৩)(০৩১৪৪)	শিয়ালদহ-ক্যানিং স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৮.০০	↓ ক্যানিং	২৩.০০	–	১৪.০৩.২৬
	১০.০০	–	শিয়ালদহ ↑	–	২১.১০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ ক্যানিং থেকে-০৩১৪৩ এবং শিয়ালদহ থেকে-০৩১৪৪ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ (শনিবার) = প্রতিটির জন্য ১টি ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৫৪/০৩১৫৩ লালগোলা-শিয়ালদহ-লালগোলা স্পেশাল ট্রেন

লালগোলা-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৫৪)(০৩১৫৩)	শিয়ালদহ-লালগোলা স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২১.৪৫	↓ লালগোলা	০৪.০০	–	১৫.০৩.২৬
১৪.০৩.২৬	০৫.০০	–	শিয়ালদহ ↑	–	১৯.৪০	১৪.০৩.২৬

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ লালগোলা থেকে ০৩১৫৪ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **শিয়ালদহ থেকে ০৩১৫৩ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ১ ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৫৬/০৩১৫৫ লালগোলা-শিয়ালদহ-লালগোলা স্পেশাল ট্রেন

লালগোলা-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৫৬)(০৩১৫৫)	শিয়ালদহ-লালগোলা স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৩.০৩.২৬	–	২১.০০	↓ লালগোলা	০৪.১৫	–	১৫.০৩.২৬
১৪.০৩.২৬	০৪.০০	–	শিয়ালদহ ↑	–	২১.১৫	১৪.০৩.২৬

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ লালগোলা থেকে ০৩১৫৬ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **শিয়ালদহ থেকে ০৩১৫৫ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ১ ট্রিপ। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৬০/০৩১৫৯ গেদে-শিয়ালদহ-গেদে স্পেশাল ট্রেন

গেদে-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৬০)(০৩১৫৯)	শিয়ালদহ-গেদে স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৬.০০	↓ গেদে	২২.১৫	–	১৪.০৩.২৬
	০৯.৩০	–	শিয়ালদহ ↑	–	১৮.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ গেদে থেকে ০৩১৬০ এবং শিয়ালদহ থেকে ০৩১৫৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ১ ট্রিপ প্রতিটির জন্য। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

০৩১৬৬/০৩১৬৫ শান্তিপুর-শিয়ালদহ-শান্তিপুর স্পেশাল ট্রেন

শান্তিপুর-শিয়ালদহ স্পেশাল			(০৩১৬৬)(০৩১৬৫)	শিয়ালদহ-শান্তিপুর স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
১৪.০৩.২৬	–	০৭.৩০	↓ শান্তিপুর	২২.১৫	–	১৪.০৩.২৬
	১০.৩০	–	শিয়ালদহ ↑	–	১৯.১৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে সকল স্টেশনে থামবে। **চলাচলের তারিখঃ শান্তিপুর থেকে ০৩১৬৬ এবং শিয়ালদহ থেকে ০৩১৬৫ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ১ ট্রিপ প্রতিটির জন্য। **গঠনঃ** ১২ কোচ ইএমইউ রেক।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: X @EasternRailway f @easternrailwayheadquarter

পৃথিবীর পাঠশালা

বিষাক্ত বাগানের হাতছানি

বাগান মানেই সুগন্ধি ফুল আর স্নিগ্ধ পরিবেশ। কিন্তু ইংল্যান্ডের অ্যালনউইক ক্যাসেলের বাগানটিতে ঢুকতে গেলে আপনাকে রীতিমতো সতর্কবার্তা পড়ে ঢুকতে হবে। কারণ, এই বাগানের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাতা এমনকি ফুলের সুগন্ধও আপনার প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। ২০০৫ সালে এই বাগানটি তৈরি করা হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত এবং মারণ গাছপালা দিয়ে। এখানে এমন সব গাছ আছে যার পাতা স্পর্শ করলে ত্বক পুড়ে যায়, আর ফল খেলে মৃত্যু অবধারিত। পর্যটকদের কড়া নির্দেশ দেওয়া থাকে, কেউ যেন কোনও গাছের পাতা না ছোঁয় বা ফুলের গন্ধ না শোঁকে। এমনকি বাগানের মালিরাও বিশেষ সুরক্ষা পোশাক পরে সেখানে কাজ করেন।

পার্সেল করে আস্ত ব্যাংক

চিঠি বা ছোটখাটো উপহার পোস্ট অফিসে পার্সেল করে পাঠানো স্বাভাবিক। কিন্তু আস্ত একটা ব্যাংকের বাড়ি যদি পার্সেল করে পাঠানো হয়। ১৯১৬ সালে আমেরিকার উটাহ রাজ্যের ভার্নাল শহরে ঠিক এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। উইলিয়াম কলথর্প নামের এক ব্যবসায়ী

একটি ব্যাংক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শহরটি এতটাই দুর্গম ছিল যে, সেখানে ইট নিয়ে যাওয়ার জন্য মালবাহী গাড়ির ভাড়া ছিল আকাশছোঁয়া। বুদ্ধি করে তিনি দেখলেন, পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পার্সেল করে ইট পাঠালে খরচ অনেক কম। ব্যাস, তিনি ৮০ হাজার ইট প্যাক করে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠাতে শুরু করলেন। প্রতিদিন টন টন ইট পোস্ট অফিসে আসতে দেখে ডাক বিভাগ মাথায় হাত দেয়। শেষমেশ শুধু তাঁর জন্যই পোস্ট অফিস তাদের পার্সেলের নিয়ম বদলে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

জলের নীচে উলটো জঙ্গল

জঙ্গলের ভেতর হ্রদ তো হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু হ্রদের জলের নীচে আস্ত একটি জঙ্গল। কাজাখস্তানের কাইনডি হ্রদে গেলে এমনই এক অবাক করা দৃশ্যের সাক্ষী হবেন আপনি। ১৯১১ সালে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে এই এলাকায় পাহাড় ধসে একটি প্রাকৃতিক বাঁধ তৈরি হয়। ধীরে ধীরে বৃষ্টির জল জমে সেখানে আস্ত একটি হ্রদ তৈরি হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, হ্রদের জলে ডুবে যাওয়া বিশাল পাইন গাছগুলো পচে নষ্ট হয়নি। বরং জলের তলায় সেগুলো আজও অবিকল দাঁড়িয়ে আছে। হ্রদের জলের তাপমাত্রা এতটাই কম যে তা প্রাকৃতিক ফ্রিজের মতো কাজ করে গাছগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছে। জলের ওপর থেকে দেখলে মনে হয় অসংখ্য বর্শা বেরিয়ে আছে, আর ডুবুরি হয়ে জলের নীচে গেলে মনে হবে যেন রূপকথার কোনও উলটো জঙ্গলে এসে পড়েছেন।

স্টেশনমাস্টার যখন বিড়াল

লোকসানের দায়ে যখন একটা আস্ত রেল কোম্পানি বন্ধ হওয়ার জোগাড়, তখন ত্রাতা হয়ে এল এক বিড়াল। জাপানের কিশি স্টেশনের এই বিড়ালের নাম ছিল তামা। ২০০৭ সালে রেল কোম্পানি খরচ বাঁচাতে ওই স্টেশনের সব কর্মী ছাঁটাই করে দেয়। স্টেশনের পাশে থাকা এক মুদি দোকানদার তাঁর পোষা বিড়াল তামাকে রোজ স্টেশনে নিয়ে আসতেন। যাত্রীদের কাছে

তামা হঠাৎ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রেল কর্তৃপক্ষ বুদ্ধি করে তামাকেই সরকারিভাবে স্টেশনমাস্টার ঘোষণা করে দেয়। তাকে পরানো হয় বিশেষ টুপি এবং মেডেল। বিড়াল স্টেশনমাস্টারকে দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ওই স্টেশনে ভিড় জমাতে শুরু করে। রাতারাতি রেল কোম্পানির আয় কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ২০১৫ সালে তামার মৃত্যুর পর তাকে রীতিমতো দেবী হিসেবে সম্মান জানানো হয়।

কিশনগঞ্জে নীতীশ

কিশনগঞ্জ, ১১ মার্চ : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বুধবার সমৃদ্ধি যাত্রায় অংশ নিতে কিশনগঞ্জ সফরে আসেন। ঠাকুরগঞ্জের কৃষি ফার্ম ময়দানে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, '২০০৫ সালের আগে কিশনগঞ্জ জেলা চরম অব্যবস্থার শিকার ছিল। কিন্তু আমার আমলে এই জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ও বিজয়কুমার সিনহা, শিল্পমন্ত্রী ডাঃ দিলীপকুমার জয়সওয়াল, সংযুক্ত জনতা দলের স্থানীয় বিধায়ক গোপাল আগরওয়াল এবং এনডিএ-র অন্য নেতারা। এদিন দুপুরে আরারিয়া থেকে হেলিকপ্টারে ঠাকুরগঞ্জের কৃষি ফার্ম ময়দান সংলগ্ন হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন নীতীশ। এরপর জনসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'রাজধানী পাটনার সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল কিশনগঞ্জ। জেলায় বিদ্যুতের সমস্যা ছিল। কিন্তু এখন সমস্যার সমাধান হয়েছে।'

এদিনের জনসভায় দাঁড়িয়ে নিজের সরকারের একগুচ্ছ উন্নয়নের খতিয়ান দেন নীতীশ। বলেন, 'ঠাকুরগঞ্জ বাইপাস, রমজান নদীর সৌন্দর্যায়ন, কনকই নদীর সেতু, কিশনগঞ্জ থেকে বাহাদুরগঞ্জ ফোর লেন রাস্তার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।' এদিন ১৩৩ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাসমাইনে

প্রথম পাতার পর

টোপ দিয়ে নেতাদের সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছে পদ্ম শিবির?

ঠিক কর্পোরেট ধাঁচেই যাঁর পদ যত বেশি উঁচু, তাঁকে তত বেশি টাকা দিচ্ছে বিজেপি। প্রত্যেক বিধানসভার জন্য একজন করে পর্যবেক্ষক রয়েছেন। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার বিক্ষুব্ধ নেতাদের কয়েকজনকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিধানসভার পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মাসে ২৫ হাজার করে টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এভাবে টাকা দিয়ে কাজ করালে আগামীদিনে নিঃস্বার্থ কাজ করার কর্মী খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষ মাসিক টাকা প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'একে মাইনে বলাটা ঠিক নয়। ভোটের আগে খরচ তো দল দেবেই। এরসঙ্গে দলের প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য এসব কিছু যুক্ত নয়।'

নতুন প্রযুক্তিকে হাতিয়ার ভারতীয় রেলের

হাতি বাঁচাতে 'এআই' পাহারা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : দু'পাশে শাল, সেগুনের ঘন সবুজ জঙ্গল। সেই সবুজের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে সমান্তরাল রেললাইন। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের এই জঙ্গলঘেরা রেলপথে ট্রেনের জানলায় চোখ রাখলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মুগ্ধ করে, তেমনই আবার এক মর্মান্তিক দৃশ্য মাঝে মাঝেই মন ভারী করে দেয়। দ্রুতগতিতে ছুটে আসা ট্রেনের ধাক্কায় বিশালাকার হাতির রক্তাক্ত মৃতদেহ এই জঙ্গল লাগোয়া রেলপথের এক অতি পরিচিত এবং করুণ বাস্তব। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত বন্যপ্রাণীর রক্তে ভেজা এই দীর্ঘ রেলপথে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাওয়াই দেওয়া হয়েছে বারবার। কিন্তু স্থায়ী কোনও সমাধান এতদিন সেভাবে অধরাই থেকে গিয়েছে। এবার সেই মৃত্যুমিছিল চিরতরে রুখতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়ে আসরে নামল ভারতীয় রেল।

আর শুধুমাত্র ট্রেনের চালক বা বনকর্মীদের সতর্কতার ওপর নির্ভর করে থাকা নয়। এবার বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে আধুনিক যুগের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং অপটিকাল ফাইবার প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। এই অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার দৌলতে মানুষের ওপর নির্ভর না করেই এবার আগেভাগে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে রেল ব্যবস্থা।

কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি? জানা গিয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল রেললাইনের ধারে মাটির নীচে বসানো এক বিশেষ ধরনের অপটিকাল ফাইবার কেবল। জঙ্গল থেকে কোনও হাতি বা বড় বন্যপ্রাণী যখনই রেললাইনের কাছাকাছি আসবে, তাদের পায়ের সামান্য কম্পনও অত্যন্ত নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হবে এই কেবল। হাতির পায়ের চাপে মাটি কেঁপে উঠলেই মুহূর্তের মধ্যে সেই বিপদের সংকেত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরাসরি পৌঁছে যাবে নিকটবর্তী কন্ট্রোল রুম এবং সেই লাইনে ছুটে আসা ট্রেনের চালকের কাছে। ফলে চালক অনেকটা আগেভাগেই সতর্ক হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন। পরিস্থিতি বুঝে তিনি ট্রেনের গতি ধীর করতে পারবেন বা ট্রেনটিকে সম্পূর্ণ থামিয়ে দিয়ে প্রাণহানি এড়াতে পারবেন।

- রেললাইনের পাশে থাকা বিশেষ কেবলে হাতির পায়ের কম্পন ধরা পড়লেই সতর্কবার্তা পৌঁছাবে চালক ও কন্ট্রোল রুমে
- লাইন বরাবর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাবে এআই-নির্ভর স্মার্ট ক্যামেরা
- উত্তরবঙ্গের হাতির করিডর সহ দেশের প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার রেলপথে এই প্রযুক্তি বসানোর কথা জানালেন রেলমন্ত্রী

শুধু কেবলের মাধ্যমেই নয়, এর পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া ট্র্যাকের ওপর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালাবে এআই-নির্ভর স্মার্ট ক্যামেরা। কোনও বন্যপ্রাণী লাইনের দিকে এগোলেই এই ক্যামেরা আগাম সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেবে। বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের মতো সংবেদনশীল হাতির করিডর সহ গোটা দেশের প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার জঙ্গলঘেরা রেলপথে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলে হাতির সুরক্ষায় রেলের এই জোড়া প্রযুক্তির ব্যবহার বন্যপ্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে চলেছে বলে দারুণ আশাবাদী পরিবেশবিদরা।

ক্যামেরাবন্দি... *শ্রীনগরের টিউলিপ বাগানে। বুধবার। -পিটিআই*

উত্তরে ৬-৯ আসনে নজর

প্রার্থী বাছাইয়ে দলবদলুদের ছাঁটাই পদ্মে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ মার্চ : ছাব্বিশের মহড়া শুরু। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেতা আসনগুলি নিয়ে কার্যত 'সেফ গেম' খেলতে চাইছে বিজেপি। একুশের মেগা-লড়াইয়ে জেতা ৭৭টি আসনের মধ্যে দলবদলের ধাক্কায় বর্তমানে বিধানসভায় পদ্ম-শিবিরের বিধায়ক সংখ্যা নেমে এসেছে ৬৪-তে। এই জেতা কেন্দ্রগুলিতে এবার বড়সড় রদবদলের ঝুঁকি নিতে নারাজ গেরুয়া শিবির। খুব বেশি হলে মাত্র ৬ থেকে ৮টি আসনে প্রার্থীর মুখ বদল হতে পারে। তবে রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে এই রদবদলের ভরকেন্দ্র। কারণ, এই সম্ভাব্য বদলের মধ্যে সর্বাধিক ৬টি আসনই উত্তরবঙ্গের, যা কি না গত কয়েক বছর ধরে বিজেপির সবচেয়ে বড় শক্তঘাঁটি!

বুধবার দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে রাজ্যের ৮৪টি গুরুত্বপূর্ণ আসন নিয়ে প্রাথমিক নামের তালিকা ধরে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, কোচবিহার দক্ষিণ, ফাঁসিদেওয়া, নাটাবাড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, কালিয়াগঞ্জ এবং গাজোলের মতো কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থী বদল একপ্রকার নিশ্চিত। বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরবঙ্গে নিজেদের দুর্গে কোনোভাবেই ফাটল ধরতে দিতে রাজি নয় দিল্লি। তাই স্থানীয় স্তরে বিধায়কদের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আঁচ পেতেই সেখানে এই 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' চালানোর সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে রদবদল সর্বাধিক দু'টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। তবে খড়্গপুর আসনটি নিয়ে দলের অন্দরে তীব্র টানাপোড়েন অব্যাহত। পাশাপাশি, পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে মতুয়া ভোটব্যাঙ্কের সমীকরণের কথা মাথায় রেখে বনগাঁ দক্ষিণের প্রার্থীর আসন বদলানোর জল্পনাও প্রবল। এই গোটা রণকৌশলে বিজেপির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে চলেছে— একুশের 'দলবদলু' প্রার্থীদের ওপর থেকে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ। যাঁরা টিকিট পেয়েও পরে দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন, তাঁদের বদলে এবার আদ্যোপান্ত সংগঠন-নির্ভর, পুরনো এবং বিশ্বস্ত মুখেই বাজি ধরতে চাইছে পদ্ম-শিবির।

কোচবিহারে রহস্যমৃত্যু শিলিগুড়ির বধূর

কোচবিহার, ১১ মার্চ : বুধবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। মৃতার নাম ছন্দা রায় (৩৫)। তিনি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে নার্সিং স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কোচবিহার শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকতেন ছন্দা। মেয়ে কালিম্পংয়ের বোর্ডিংয়ের ক্লাস নাইনে পড়ে।

ছন্দার সহকর্মী শিউলি দে বলেন, 'আমরা দুজনেই একসঙ্গে দুটো থেকে আটটা ইভনিং ডিউটি করে বাড়ি ফিরছিলাম। ও বাজার করবে তাই আমি আগে চলে এসেছি। হঠাৎ করে খবর পাই ওর গায়ে আগুন লেগেছে। এসে দেখি সব শেষ।'

সহকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতা শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তাতে এক ব্যক্তিকে স্বীকার করতে দেখা যাচ্ছে, তিনি বধূর গায়ে পেট্রল দিয়েছিলেন। যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাড়াবাড়ির বারান্দায় জ্বলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁর ওপর জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। দমকলেও খবর দেওয়া হয়। কিন্তু কীভাবে আগুন লাগল? এটা আত্মহত্যা, নাকি হত্যা সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রহস্য বেড়েছে তাঁর স্বামীকে নিয়েও।

বাড়িওয়ালা দেবজিৎ বর্মা বলছেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। স্বামী রণজিৎ রায় শিলিগুড়িতে গাড়ি চালাতেন। সেই গাড়িটাও স্ত্রীর কিনে দেওয়া। রণজিৎকে কিছুটা দগ্ধ অবস্থায় রামকৃষ্ণ মঠের সামনের টোল গেটের কাছে গাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরে এটা হয়েছে। তবে এটা আত্মহত্যা না হয়ে খুনও হতে পারে।

উদ্বেগ রাজ্যের

প্রথম পাতার পর

ইনডাকশন ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলপিজি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় ট্রেনে খাবার প্রস্তুতিতেও সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রেল আধিকারিকরা। এই বিপদের মধ্যে আবার এর মধ্যে সিলিন্ডার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ উঠছে।

উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে চড়া দামে সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঝাঁসি পুলিশ চুরি যাওয়া ৫২৪টি এলপিজি সিলিন্ডার ইতিমধ্যে পুনরুদ্ধার করেছে। সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে এক গ্যাস এজেন্সি মালিকও রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মমতা।

কেন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'এসআইআর-এ নাম বাদ দিতে পারে আর গ্যাসের মজুত বুঝতে পারে না। এসআইআর-এ নাম কাটার দিকে না তাকিয়ে মানুষের অধিকার না কেড়ে গ্যাসের সমস্যা মেটান।' এলপিজি সংকট মোকাবিলায় নবান্নে বৃহস্পতিবার রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবারও আলিপুরে 'সৌজন্য' প্রেক্ষাগৃহে গ্যাস ডিলারদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠকে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে এবং খাদ্য দপ্তরের সচিব সহ শীর্ষ আধিকারিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিলারদের সহযোগিতা চান তিনি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার একটি এসওপি তৈরি করেছে। রাজ্যের জ্বালানি যাতে বাইরে না যায়, তা দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিড-ডে মিলকে আলাদা গুরুত্ব দিতে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'মিড-ডে মিলে যাতে গ্যাসের অভাব না হয়, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।' অন্যদিকে কেন্দ্র জানিয়েছে, প্রথম অগ্রাধিকার গৃহস্থালির পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস, পরিবহণের জন্য সিএনজি, এলএনজি সংক্রান্ত শিল্প এবং পাইপলাইনভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থাকে।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার থাকবে সার কারখানাগুলিতে, যেখানে সরবরাহ মূলত ইউরিয়া উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে চা, কাচ সহ অন্যান্য শিল্পে গ্যাস সরবরাহ বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। এর পরের স্তরে শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকেরা গ্যাস পাবেন। তবে গৃহস্থালির চাহিদা পূরণের পরে তাদের আগের ছয় মাসের গড় ব্যবহারের সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত সরবরাহ করা হতে পারে।

অযোধ্যার রাম মন্দির, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মতো ধর্মস্থানগুলি প্রসাদ তৈরিতে বিকল্প জ্বালানির রাস্তায় হাঁটছে। অযোধ্যার রাম রসোইয়ে দৈনিক ১০ থেকে ২০ হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এলপিজি সংকটের কারণে সেখানে এখন রাইস কুকার, ইলেক্ট্রিক কুকার, কাঠকয়লার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে দুটির বদলে একটি নিরামিষ প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে।

টাকার ব্যাগ ফেরাল খুদে

সামশেরগঞ্জ, ১১ মার্চ : দেড় লক্ষ টাকাভর্তি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে নয় বছরের এক বালক থানায় জমা দিল। ধুলিয়ান হিজলতলার বাসিন্দা ওই খুদের নাম মেহেদি হাসান। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। বাবা দিনমজুর। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ একটি মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে ব্যাগটি পায় মেহেদি। তার উপস্থিত বুদ্ধি এবং কর্তব্যবোধ দেখে অভিভূত পুলিশকর্মী থেকে এলাকাবাসী।

সামশেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষ বলেন, 'ওর তারিফ করতেই হয়। সোজা এসে আমার হাতে তুলে দিল ব্যাগটি। তাতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ছিল। সঙ্গে একটি বেসরকারি ব্যাংকের পাসবই।' সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট মালিক জাকির হোসেনকে। জাকির বলেন, 'থানায় এসে ব্যাগটা ফিরে পেলাম আর অবাক হলাম ছেলেটিকে দেখে। ও শুধু আমাকেই নয় সবাইকেই জীবনের একটা পাঠ দিয়ে গেল। এভাবে যে ব্যাগটা পাব, ভাবিনি।'

নিষ্কৃতি মৃত্যুতে সায়

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিষ্কৃতি মৃত্যু নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ও কড়া আইন তৈরির সুপারিশও করেছে আদালত। এই রায় প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের মত, সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা যখন শূন্য, তখন পুষ্টি সরবরাহ বন্ধ করা অপরাধ নয়। ছেলেকে তিলে তিলে শেষ হতে দেখা হরিশের বাবা অশোক এর আগে হাইকোর্টে হার মেনেছিলেন। কিন্তু হাল ছাড়েননি।

২০২৪-এ সুপ্রিম কোর্টে তিনি আবেদন করার পর বিচারপতিরা বুঝতে পারেন, এটা কাউকে খুনের আবদার নয়। বরং চরম ভালোবাসায় কারও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাওয়ার আর্তি। আদালত কুর্নিশ জানিয়েছে সেই পরিবারকে, যারা ১৩ বছর ধরে এই 'পাথর' হয়ে যাওয়া মানুষটাকে আগলে রেখেছে।

এই নিষ্কৃতি মৃত্যু আসলে পরোক্ষে। এক্ষেত্রে আলাদা করে চিকিৎসকদের কোনও প্রাণঘাতী পদক্ষেপ (যেমন শরীরে বিষ ইনজেকশন প্রয়োগ) করতে হয় না। ওই পদক্ষেপ অবশ্য ভারতীয় আইনে স্বীকৃতও নয়।

হরিশ এখন মুক্তির অপেক্ষায়। লড়াই শেষ হবে তাঁর বাবারও। হরিশের প্রস্থান দেশের চিকিৎসা-আইনে নতুন নজির হয়ে থাকবে।

সিলিন্ডারের আকালে হেঁশেলে ত্রাস

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল আগরওয়াল বলেন, 'প্রতিটি রেস্তোরাঁতে মডিউলার কিচেন রয়েছে। সেখানে গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা, ডিজেল ব্যবহার করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সকলের মধ্যে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডারের অভাব রয়েছে, সেজন্য সকলে ভয়ে বেশি সিলিন্ডার তুলে নিতে চাইছেন।'

সংকটের আঁচ পেয়ে শিলিগুড়ির অনেক খাদ্য ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই হাত গুটিয়ে নিতে শুরু করেছেন। এসএফ রোডের হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিক নির্মল সাহা জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার থেকে তিনি অনলাইন সংস্থাগুলিকে খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দিচ্ছেন। তাঁর আক্ষেপ, 'আর দুই থেকে তিনদিন রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে পারব। বৃহস্পতিবার থেকে অনলাইন খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দিচ্ছি। কারণ, হোটেলের ঘরে যাঁরা থাকেন তাঁদের খাবারের চাহিদা তো পূরণ করতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে রেস্তোরাঁ বন্ধ করতে বাধ্য হব।'

কেবল সমতল নয়, এই সংকটের ছায়া পড়েছে পাহাড়েও। সামনেই পর্যটন মরশুম অথচ দার্জিলিংয়ের হোটেলগুলোতে বড়জোর ৮-১০ দিনের গ্যাস মজুত রয়েছে। জেলা শাসক থেকে শুরু করে জিটিএ ও সাংসদকে চিঠি লিখে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে দার্জিলিং হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক রেজি লামার সাফ কথা, 'আমাদের কাছে খুব বেশি হলে ১০ দিন হোটেল চালানোর মতো সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। এরপর তো আর হোটেলগুলি পর্যটকদের বুকিং নিতে পারবে না। আর এটাই আমাদের পর্যটন মরশুম। এই সময় পাহাড়ে সবচাইতে বেশি ভিড় হয়। এই পেশার সঙ্গে পাহাড়ের ৯০ শতাংশ মানুষ জড়িত। এখন আমাদের বুকিং বাতিল করতে হলে সকলের পেটে টান পড়বে।'

পাহাড়ের হোমস্টে মালিক সুভাষ ছেত্রীও শোনালেন সমস্যার কথা। নিয়ম অনুযায়ী ২৫ দিনের আগে রিফিল বুক করা যাচ্ছে না। সুভাষের কথায়, '২৫ দিন পর সিলিন্ডার বুক করতে পারব। এরপর সেটা মিলবে অন্তত ৮ দিন বাদে। সব মিলিয়ে প্রায় এক মাস। এভাবে তো হোমস্টে চালাতে পারব না।'

যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে হোক বা সার্ভারের যান্ত্রিক ত্রুটি— সব মিলিয়ে রান্নার গ্যাসের এই হাহাকার শিলিগুড়ি ও পাহাড়ের স্বাভাবিক জনজীবনকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আগুনে জল দিতে ভরসা এসআইআর

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সাধারণ মানুষ জল পান না।' কথাগুলি বললেন অনেক ইতস্তত করে। সহজে নাম বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। তাঁর যুক্তি, 'মুখ খুললেই যে রোষের মুখে পড়তে হয়। এমনিতেই পরিবারের চারজনের নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। আমাদের তো সবদিকেই মরণদশা।'

মজফফর যে জলপ্রকল্পের উপর কথা বলছিলেন, তার ওপর একসময় কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল ছিলেন। জল পেতেন তখন। যান্ত্রিক গোলযোগে সেই প্রকল্প কার্যত অকেজো। ফলে দীর্ঘদিন জল সরবরাহ বন্ধ। মন্ত্রীর নিজের গ্রাম বিপ্রীতেও একই চিত্র। সেখানে জলপ্রকল্পের রিজার্ভারটিই ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে।

গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত। পাঞ্জিপাড়া, পোখরিয়া, খাগর, মহুয়া, ধরমপুর-১ ও ২, গোয়াগাঁও-১ ও ২, গতি, সাহাপুর-১ ও ২, জৈনগাঁও, গোয়ালপোখর ও লোধোন। বিপ্রীতকে পিছনে রেখে সাহাপুরের দিকে যেতে লালকুড়িতে শুনলাম চায়ের দোকানদারের সঙ্গে লালমোহন মোদক নামে স্থানীয় বাসিন্দার আলাপচারিতা।

সাংবাদিক পরিচয় দিতে লালমোহন সক্ষোভে বললেন, 'গোয়ালপোখরের বিধায়ক টানা পরপর দুটো মেয়াদের মন্ত্রী। অথচ এলাকায় একটি কলেজ করতে পারেননি। অর্থের অভাবে প্রচুর পড়ুয়ার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। কলেজে পড়তে হলেও যেতে হয় ইসলামপুর কিংবা রায়গঞ্জ। পড়াশোনা করতে না পেরে ওই পড়ুয়াদের অনেকে এখন পরিযায়ী শ্রমিক। এর দায় কি বিধায়কের নয়?'

তৃণমূলের আরেকটি জিয়নকাঠির কথা শোনালেন লোধন বাজারের এক বড় ব্যবসায়ী। তিনি জানালেন, সংখ্যালঘু বহুল এই কেন্দ্রে তৃণমূলের বিকল্প নেই। কিন্তু মুশকিলটা হল একটি পরিবারের হাতে সমস্ত ক্ষমতার রাশ। ফলে দলে অন্তর্ঘাত আছে। যে কারণে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। কংগ্রেসের চেয়ে মাত্র ৬০০-র কাছাকাছি ভোটে এগিয়ে থেকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তৃণমূলকে।

২০২১-এর বিধানসভা ভোটে রব্বানি প্রায় ৭৪ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু তিন বছরের মাথায় ২০২৪-এর ভোট সেই ফারাকের ধসে শাসক শিবিরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। কারণ কী? ওই ব্যবসায়ীর কথা, 'নেতাদের সম্পত্তির বহর ও ঠাটবাট দেখলেই সব বোঝা যায়।' ক্রেতা চলে আসায় চোখের ইশারায় বিদায় নিতে বলে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওই এলাকাতেই লোধন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাবার চিকিৎসা করাতে এসে ক্ষোভ ঝরালেন সন্তোষ সিংহ।

যাঁর কথায়, 'নামেই গ্রামীণ হাসপাতাল। রোগ একটু বাড়াবাড়ি হলেই তো বিহারের কিশনগঞ্জ, নইলে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের ইসলামপুর ভরসা। গরিবের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই গোয়ালপোখরে।' গোয়াগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে কথা হল মাকসুদের সঙ্গে। নিজেকে কট্টর তৃণমূল দাবি করলেও তাঁর আক্ষেপ, 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি মশাই। সবই বড় নেতাদের আত্মীয়দের হাতে। লোক দেখাতে কিছু পদ তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দেওয়া হলেও পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে।'

এই ক্ষোভেই গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল অন্তর্ঘাতের শিকার হয়েছিল। পাঞ্জিপাড়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এক মুদি দোকানে বসে তৃণমূলের এক নেতা বলছিলেন, 'মন্ত্রীর নাম বিচারাধীন। তিনি প্রার্থী হতে পারবেন কি না জল্পনার সুযোগে টিকিটের দাবিদার এখন অনেকে। মন্ত্রী সত্যিই প্রার্থী না হতে পারলে সমীকরণ বদলে যাবে।'

মহুয়া অঞ্চলের ব্যবসায়ী এসেরুলের সরাসরি ক্ষোভ, 'এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীরা, শাসক-বিরোধী সবাই তো মন্ত্রীর পরিবারে। দেখবেন, মন্ত্রী প্রার্থী না হতে পারলে ভাইকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন।' তবে তৃণমূলের পক্ষে কিছুটা আলোর রেখা এসআইআর বিরোধী ক্ষোভ। যা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের প্রভাব পড়েছে।

ধরমপুর-১ অঞ্চলের বড়গছ এলাকায় পেশায় হাতুড়ে আয়ুব শাদ বলেন, 'আগে কোনওদিন তৃণমূলকে ভোট দিইনি। কিন্তু এবার দেব। আমার বুথে একটি পরিবার বাদে প্রায় ১২০০ ভোটারের নাম বিচারাধীন। আমার পরিবারে ১০ জন ভোটার। তার মধ্যে সাতজন বিচারাধীন। এই প্রহসনের বিরুদ্ধে দিদি একমাত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।'

পাশ থেকে সিরাজুল ইসলাম বললেন, 'স্থানীয় নেতাদের উপর আমরাও ক্ষুব্ধ। কিন্তু অস্তিত্ব বাঁচাতে তৃণমূল ছাড়া বিকল্প কোথায়? আমাদের জন্য দিদিই তো লড়াই করছেন।' রাস্তার ধারে তিনটি বাইকে পাঁচজনের আড্ডায় মহম্মদ সিদ্দিক বললেন, 'রাহুল গান্ধি একসময় বলেছিলেন, মোদি সরকার ভোটের অধিকার কেড়ে নেবে। আজ তা প্রমাণিত।'

ডাবগ্রাম মাতৃসদনে মাতৃত্বকালীন পরিষেবা নিতে গিয়ে দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছে মহিলাদের, কেউ কেউ বমিও করে ফেলছেন। সেখানে ট্যাংক ফেটে নোংরা জল থইথই করছে। মল ভেসে আসছে কখনো-কখনো। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে টিকিট কাউন্টার বাধ্য হয়ে সরিয়ে নিতে হয়েছে। এখনও নোংরা জল পার করে ম্যাটারনিটি হোমের ভেতরে যেতে হচ্ছে মহিলাদের।

মাতৃসদন যেন নরককুণ্ড

মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে গিয়ে বিপন্ন গর্ভবতীরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : গর্ভবতী অবস্থায় মহিলাদের বমি হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। তার মধ্যে ডাবগ্রাম মাতৃসদনে মাতৃত্বকালীন পরিষেবা নিতে গিয়ে দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছে মহিলাদের, কেউ কেউ বমিও করে ফেলছেন। শহর এবং শহর লাগোয়া বহু এলাকার মহিলাই আসেন এখানে। তবে কয়েক মাস থেকে পরিষেবা নিতে এসে নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। ম্যাটারনিটি হোম ও ওপিডি-র বিল্ডিংয়ের বাইরে পাইপ ফেটে জমে থাকছে নোংরা জল। সেখানে ট্যাংক ফেটে নোংরা জলের পাশাপাশি মল ভেসে আসছে কখনো-কখনো। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন যে টিকিট কাউন্টারটিকে এখন বাধ্য হয়ে সরিয়ে নিতে হয়েছে। নোংরা জল পার করে ম্যাটারনিটি হোমের ভেতরে যেতে হচ্ছে মহিলাদের। একদিকে দুর্গন্ধে বমি চলে আসার জোগাড়, অন্যদিকে নোংরা জল পেরিয়ে এগোতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রোগী ও রোগীর পরিবারকে ভাবিয়ে তুলছে।

চিকিৎসককে দেখানো, গর্ভবতীদের চিকিৎসা, ওপিডি, শিশুর ডেলিভারি সমস্ত কিছু পরিষেবা মেলে এই বিল্ডিং থেকেই। টিকিট কাউন্টারটিও এখন করা হয়েছে ভেতরেই। তবে ভেতরের পরিস্থিতিও ভালো নয় মোটেই। জল চুইয়ে ঘরের ভেতরের সিলিংয়ের নানা জায়গা রীতিমতো স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে। খসে পড়ছে পলেস্তারা।

মাতৃসদনে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন বিনয় মোড় এলাকার সুপ্রভা রায়। গর্ভবতী অবস্থায় নানা কারণে তাঁকে মাঝেমধ্যেই ছুটতে হয় মাতৃসদনে। সুপ্রভা বলছিলেন, ‘এই অবস্থায় বমি হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। আর এখানে যে পরিমাণে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তাতে আরও অসুবিধা হচ্ছে। শুধু আমি নয়, আমার মতো সব মহিলাকে এমনই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।’

- ছাদের জল চুইয়ে ঘরের ভেতরের সিলিংয়ের নানা জায়গা স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে
- বহুদিন ধরে মাতৃসদনের বেশ কিছু সিলিং ফ্যান অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে
- ঘরের সব আলো জ্বলে না, ইন্ডোর কক্ষে এয়ার কন্ডিশনার খারাপ
- শৌচাগারগুলির অবস্থা দুর্বিষহ, বেশ কিছু শৌচাগারের দরজা ঠিক অবস্থায় নেই

এদিন দুপুরে ম্যাটারনিটি হোমের বাইরেই বসেছিলেন কল্পনা ঘোষ। বলছিলেন, ‘কিছুদিন আগে ট্যাংকের জল উঠে আসত, কী যে দুর্গন্ধ ছড়াত। সেই জায়গাটা এখন প্লাস্টিক দিয়ে আটকে রেখেছে বলে গন্ধটা তুলনামূলকভাবে কম ছড়াচ্ছে।’ গর্ভবতী বোনের সঙ্গে এসেছেন তিনি। একই অভিযোগ করে কল্পনার বোন শান্তি দাস বলেন, ‘ঢোকার পথেই জল জমে থাকে। সেই জলে কেউ পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোনও অঘটন ঘটলে তখন তার দায় কে নেবে?’

এই সমস্যা ছাড়াও আরও একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ম্যাটারনিটি হোমটি। বেশকিছু ফ্যান অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বহুদিন ধরে। সমস্ত আলোও জ্বলে না ঘরগুলিতে। প্রসবকক্ষে এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবস্থা থাকলেও ইন্ডোর ওয়ার্ডের কক্ষে এয়ার কন্ডিশনারটি খারাপ হয়ে রয়েছে বহুদিন হল। শৌচাগারগুলির অবস্থাও দুর্বিষহ। কোনও কোনও শৌচাগারের দরজাগুলিও ঠিক অবস্থায় নেই।

এই সমস্ত সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্বীকার করে বলা হয়, কয়েকমাস ধরে সমস্যাগুলো রয়েছে এখানে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ সকলকেই বিষয়গুলি জানানো হয়েছে।

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে পুরো জায়গাটি দেখে এসেছেন। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে।’

বেহাল মাতৃসদনের বিভিন্ন অংশের ছবি।

মশা নিয়ে টানাটানি দুই দলে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : শীত বিদায়েই মশার উপদ্রব শহর শিলিগুড়িতে। বসন্তে যদি মশার কামড় খেতে হয়, তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় কী হবে, প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী। এমন পরিস্থিতির জন্য অনেকেই কাঠগড়ায় তুলছেন পুরনিগমকে। তাঁদের অভিযোগ, মশা নিধনে এখনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি পুরনিগম। একাধিক ওয়ার্ডে শুরু হয়নি তেল দেওয়া এবং ফগিং। এমন পরিস্থিতিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস পাওয়ায় উদ্বিগ্ন কাউন্সিলারদের একাংশও। পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। যদিও পুরনিগমের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় নিরন্তর কাজ হচ্ছে।

মশার উপদ্রব শুরু হতেই ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলছে শহরে। পুরনিগম সূত্রেই খবর, চলতি বছর এখনও পর্যন্ত দুইজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। নিকাশিনালাগুলিতে মশা মারতে তেল দেওয়া এবং ফগিং শুরু না হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে ডেঙ্গিতে আরও মানুষ আক্রান্ত হবেন বলে অনেকেরই আশঙ্কা। যদিও গত বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরে এবছর পরিস্থিতি ভালো, বোঝাতে চাইছে পুরনিগম। গত বছর এই সময় আটজন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছিল বলে পুরনিগম কর্তৃপক্ষের দাবি। তবে সাধারণ মানুষ তো বটেই, কাউন্সিলারদের একাংশের অভিযোগ, নিকাশিনালা বহু ক্ষেত্রেই অপরিষ্কার। মশা মারতে এখনও পুরনিগমের তরফে সঠিক কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাঁদের কথায়, এমন পরিস্থিতিতে বৃষ্টিপাত শুরু হলে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়বে।

পুর এলাকার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিপিএমের দীপ্ত কর্মকার বলেন, ‘মশার উপদ্রব যথেষ্টই রয়েছে। কিন্তু পুরনিগমের তরফে এখনও মশা মারার জন্য তেল দেওয়া হচ্ছে না। সেইসঙ্গে ডেঙ্গি মোকাবিলায় স্পেশাল টিমের কার্যকারিতাও এখনও নজরে পড়েনি। ফলে আমরা কিছুটা হলেও চিন্তায় রয়েছি।’ ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিজেপির অনীতা মাহাতো বলেন, ‘এলাকায় মশার উপদ্রব বাড়ছে। কিন্তু মশা মারার তেল পাওয়া যাচ্ছে না। এনিয়ে আমি বোর্ড মিটিংয়ে প্রশ্নও তুলেছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে।’ ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসের দিলীপ বর্মন বলেন, ‘মশা মারার তেল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। একপ্রকার না দেওয়ারই সমান। মশা মারার জন্য তেল স্প্রে করার লোকও মিলছে না।’ একাধিক কাউন্সিলার পুরনিগমের ভূমিকায় প্রশ্ন তুললেও স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ তৃণমূলের দুলাল দত্তের দাবি, ‘ডেঙ্গি মোকাবিলায় বছরের শুরু থেকেই কাজ চলছে। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে স্পেশাল টিমও মাঠে নেমেছে। এবছর এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’ যদিও বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, ‘পুরনিগম শহরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শুধুই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। আমরা হতাশ।’

> ডেঙ্গি মোকাবিলায় বছরের শুরু থেকেই কাজ চলছে। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে স্পেশাল টিমও মাঠে নেমেছে। এবছর এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
>
> -দুলাল দত্ত

> এলাকায় মশার উপদ্রব বাড়ছে। কিন্তু মশা মারার তেল পাওয়া যাচ্ছে না। এনিয়ে আমি বোর্ড মিটিংয়ে প্রশ্নও তুলেছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে।
>
> -অনীতা মাহাতো

> পুলিশের অভিযানের জেরে কিছু সময়ের জন্য রেললাইন ফাঁকা ছিল। তবে পরবর্তীতে ওই এলাকায় ফের কারবারিদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়।
>
> -সঞ্জয় পাল *সবজি ব্যবসায়ী*

পুলিশি হানা ফুলেশ্বরীতে

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : মাদক কারবারের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে শহর শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী বাজার লাগোয়া বিস্তীর্ণ রেললাইন সংলগ্ন এলাকা। এখানে এক ইশারাতেই ব্রাউন সুগারের মতো মাদকও অনায়াসে মিলছে। পুলিশের নজর এড়িয়ে প্রকাশ্যে মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা রীতিমতো অতিষ্ঠ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সম্প্রতি এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ায় বুধবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় হানা দেয়। পুলিশি অভিযান টের পেয়েই কারবারিরা গা-ঢাকা দেয়। তবে পুলিশ ফিরতেই কিছুক্ষণের মধ্যে আগের অবস্থায় ফিরে আসে এলাকাটি। এক, দুজন করে কারবারি এবং নেশাগ্রস্তদের ভিড় বাড়তে থাকে। যা দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রয়োজনে চাই পুলিশের নিয়মিত আচমকা অভিযান।

একটা সময় ফুলেশ্বরী সংলগ্ন রেললাইনে ছিল চোলাইয়ের কারবার। কিন্তু এখন এখানে গাঁজার পাশাপাশি মিলছে ব্রাউন সুগারের মতো মাদক। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য এমন পরিস্থিতি বলে স্থানীয় অনেকেরই অভিযোগ। কিন্তু কীভাবে এই কারবার চলে? জানা গিয়েছে, রেললাইন এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে কিছুটা দূরে থাকে মাদক কারবারিরা। রেললাইনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে তাদের শাগরেদরা। খদ্দের দেখলে শাগরেদরা তাদের কাছে যায় এবং চাহিদা শুনে নিয়ে যায় মূল মাথার কাছে। তারপর হাতবদল হয় বিভিন্ন ধরনের মাদক। মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্যে এলাকার পরিবেশ ক্রমেই বিষিয়ে উঠছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের বক্তব্য, এমন কারবারের জন্য বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েছে এলাকায়। কিন্তু স্থানীয়রা কেন জোটবদ্ধভাবে কারবারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি থানার পুলিশের একটি দল আচমকাই ওই এলাকায় হানা দেয়। বিষয়টি আঁচ করতে পেরেই মাদক কারবারি ও তাদের শাগরেদরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। পুলিশও তাদের পিছু নেয়। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিকে, পুলিশি অভিযানের প্রায় এক ঘণ্টা পর এলাকায় ফিরে আসে কারবারি এবং তাদের অনুচররা। স্থানীয় এক সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জয় পাল বলেন, ‘পুলিশের অভিযানের জেরে কিছু সময়ের জন্য রেললাইন ফাঁকা ছিল। তবে পরবর্তীতে ওই এলাকায় ফের কারবারিদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আমার মতে, পুলিশের তরফে ওই এলাকায় সারপ্রাইজ অভিযান চালানো প্রয়োজন। তাহলে হয়তো এই মাদক কারবারে রাশ টানা সম্ভব হবে।’ অপর এক ব্যবসায়ী স্বপন শীল বলেন, ‘হঠাৎ একদিন নয়, পুলিশের তরফে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো প্রয়োজন। তাহলে হয়তো মাদকের কারবার পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে।’ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘এদিন অভিযান চালানো হয়েছিল। আগামীতেও ওই এলাকায় অভিযান চালানো হবে।’

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : সেবক রোডে একের পর এক পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। শহরে আরও পুলিশি নজরদারির দাবিতে বুধবার শিলিগুড়ি যুব ঐক্য মঞ্চের তরফে ভক্তিনগর থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। মঞ্চের জেলা সম্পাদক বুলেট সিং বলেন, ‘গভীর রাত পর্যন্ত পাব-বার খোলা থাকছে। যার জেরে সেবক রোড দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।’ পাশাপাশি তিনি এলাকায় বাড়তে থাকা মাদকের দৌরাত্ম্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘ছোট পেডলারদের ধরা হলেও বড় মাথাদের কেন ধরা হচ্ছে না? এই ব্যাপারটা সামনে রেখে এদিন থানার নতুন আইসির সঙ্গে আমরা দেখা করি। আশা করি, তিনি দ্রুত পদক্ষেপ করবেন।’

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রাস্তার উপরে বসেই ক্রেতাদের খাওয়াদাওয়া। -সংবাদচিত্র

বাজারে পথ আটকে পসরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : অনলাইন শপিংয়ের রমরমায় এখন তো এমনিতেই সরাসরি বাজারে গিয়ে কেনাকাটার প্রবণতা দিনকে দিন কমছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি শহরের যে কয়েকটি বাজারে এখনও ভিড় হয়, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শেঠ শ্রীলাল মার্কেট। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের গায়ে এখন জবরদখলের কালশিটে। বাজারের ভেতরে পা রাখা মানেই এক দুঃস্বপ্ন। যত্রতত্র রাস্তা দখল, দোকানের সামনে হকারদের খাটিয়া পেতে বসা আর ব্যবসায়ীদের দাদাগিরিতে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় সাধারণ মানুষের। রাস্তার ওপরেই চলছে বাসন মাজা, টুল পেতে বসানো হচ্ছে খদ্দের। সবমিলিয়ে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট এখন কার্যত দখলদারদের স্বর্গরাজ্য।

অভিযোগের তির বাজারের এক বহু পরিচিত খাবারের দোকানের দিকে। দোতলায় বসার জায়গা থাকলেও রাস্তার একপাশ দখল করে টুল পেতে খাবার পরিবেশন করা হয় সেখানে। দিনকে দিন তাদের দখল করার দাপট যেন আরও বাড়ছে। এখন তো রাস্তার দু’পাশ দখল করার পাশাপাশি একপাশে প্লাইউড দিয়ে ঘিরে রীতিমতো ঘর বানিয়ে চলছে বাসন ধোয়ার কাজ। এমনকি সরকারি জলের কলটিকেও নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে ওই দোকান। সেখানকার এক কর্মী সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছেন এই দখলদারির কথা। কিন্তু মুখ খুলতে নারাজ। তাঁর খালি একটাই কথা, ‘মালিক সব জানে, তিনি এখন নেই।’ অথচ এই দখলদারির জেরে সংকীর্ণ রাস্তায় ক্রেতাদের হাঁটাচলাই দায় হয়ে পড়েছে।

- শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের রাস্তার ওপর প্লাইউড দিয়ে ঘর বানিয়ে চলছে বাসন ধোয়ার কাজ, সরকারি কল হয়ে গিয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি
- কিছু ব্যবসায়ী নিজেদের দোকানের সামনে খাটিয়া পেতে হকারদের বসিয়ে দিচ্ছেন, ফলে দোকানে ঢোকার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না ক্রেতারা
- ব্যবসায়ীরা দোকানের সামনেই গাড়ি রাখছেন, ফলে স্কুটার নিয়ে বাজারে আসা সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত হয়রানির শিকার

বাজার কমিটির সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্য এই পরিস্থিতিতে কার্যত অসহায়। তাঁর অভিযোগ, ‘ওই দোকানটিকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ আসছে। ওদের বারবার সাবধান করা হয়েছে, কিন্তু ওরা কথা শোনে না।’

জবরদখলের এই জাঁতাকলে পড়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। পায়ে ব্যথা নিয়ে বাজারে আসা বিজয় কুণ্ডু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও নিজের স্কুটারটি পার্ক করার জায়গা পাননি। কোনও দোকানের সামনেই গাড়ি রাখার জো নেই, সর্বত্র হয় হকারদের খাটিয়া পাতা অথবা দোকানের বর্ধিত অংশ জায়গাজুড়ে রয়েছে। বিজয় ক্ষোভ উগরে দিয়ে বললেন, ‘এইভাবে রাস্তা আটকে ব্যবসা চলছে। আর কেউ কিছুই বলছে না। যানজট আর অনিয়মের কারণেই এখন এই মার্কেটে আসতে ইচ্ছে করে না।’ বাজারের আরেক নিয়মিত ক্রেতা অসিত হালদার সাফ জানালেন, দোকানগুলো এমনভাবে রাস্তায় উঠে এসেছে যে হেঁটে চলার জায়গাটুকুও নেই। সুষ্ঠুভাবে পার্কিংয়ের কোনও বালাই নেই। মার্কেটজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইক আর স্কুটার।

বাজার কমিটির সম্পাদক খোকন সমস্যার কথা মানছেন। বলছেন, ‘আমরা পুলিশ ও প্রশাসনকে সব জানিয়েছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।’ পার্কিং সমস্যার দায় তিনি ব্যবসায়ীদের সচেতনতার অভাবের ওপরই চাপিয়েছেন।

অন্যদিকে, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে চলছে দায় ঠেলার পালা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার রাস্তা দখলকে আইনবিরুদ্ধ বলে দায় ঠেলেছেন ব্যবসায়ী সমিতি ও স্থানীয় কাউন্সিলারের দিকে। পালটা সুর চড়িয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল। তাঁর প্রশ্ন, ‘আমরা বহুবার পুরনিগমের কাছে ওই দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু ঠিক কোন কারণে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।’

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ঋত্বিকের আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চে নাট্যোৎসবের শেষ দিনে সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় নাটক গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের প্রযোজনা ‘উত্তমপুরুষ’।

হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ঠিকাদারের কাছ থেকে কাটমানি চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে মিঠুন বিশ্বাস ওরফে গোপালকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। গৌতম দাস নামে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ার বাসিন্দা এক ঠিকাদার মঙ্গলবার গোপালের বিরুদ্ধে টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। এ নিয়ে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরও করেন। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার রাতেই পুলিশ ফুলবাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। তবে শর্তসাপেক্ষে আদালত অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে।

নর্দমার কাজ

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : বর্ধমান রোডে হাইড্রেন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। জলপাই মোড় থেকে সন্তোষীনগর মোড় পর্যন্ত সেই হাইড্রেন তৈরি করছে পূর্ত দপ্তর। বুধবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ও পূর্ত দপ্তরের তরফে যৌথভাবে রাস্তার পাশের অংশ মাপজোখ করা হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা অংশ খুঁড়ে সেখানে ঢালাইয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। যেখান দিয়ে হাইড্রেন তৈরি করা হচ্ছে, তার পাশ দিয়ে একাধিক বাণিজ্যিক বহুতল গড়ে উঠেছে এবং মাঝে একটি বড় গাছ পড়েছে। পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘গাছটি না কেটে তার পাশ দিয়ে হাইড্রেন নিয়ে যাওয়া হবে। কাজটি শেষ করতে এক মাসের সময়সীমা ধরা হয়েছে।’

ঋণ অনাদায়ে বাড়ি বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : লোন শোধ করতে না পারায় গুরুং বস্তির একটি তিনতলা বাড়ি বুধবার বাজেয়াপ্ত করল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকের আইনজীবী প্রভাত ঝা বলেন, ‘২০১৬ সালের শেষের দিকে মঞ্জু শা নামে গুরুং বস্তির ওই বাসিন্দা ব্যাংক থেকে তিরিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার লোন নিয়েছিলেন। ২০১৮ সাল থেকে কিস্তি দেওয়া বন্ধ করে দেন মঞ্জু। এরপর ২০২০ সালে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২৮ জানুয়ারি ব্যাংকের তরফে ওই বাড়িতে একটি নোটিশ করা হয়। নোটিশে বলা হয়, ওই বাড়ির সিম্বলিক পজিশন নেওয়া হয়েছে। এরপর ২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে একটি মামলা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকে ওই বাড়ি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো এদিন প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হল।’ যদিও ওই বাড়ির তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ধ্বনিভোটে খারিজ বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব

রাহুলকে বেনজির আক্রমণ শা'র

> যাঁরা নিয়ম মানবেন না তাঁদের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁদের মাইক বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।
>
> অমিত শা

> যখনই আমরা কথা বলতে যাই, আমাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। লোকসভা শুধু একটি দলের নয়, গোটা দেশের।
>
> রাহুল গান্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : উলটপুরাণ ঘটল না। স্পিকারের বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবটি শেষমেশ খারিজই হয়ে গেল। বুধবার লোকসভায় শাসক ও বিরোধী পক্ষের তুমুল বাকবিতণ্ডা এবং শোরগোলের মধ্যেই ধ্বনি ভোটে ওই প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়। ভোটাভুটির পর বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা পর্যন্ত সভার কাজকর্ম স্থগিত করে দেন স্পিকারের চেয়ারে বসে থাকা জগদম্বিকা পাল। তবে ওই প্রস্তাবটি খারিজ হওয়ার আগে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বেনজিরভাবে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণেরও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

স্পিকার ওম বিড়লার পাশে দাঁড়িয়ে শা-র সাফ ঘোষণা, 'যাঁরা নিয়ম মানবেন না তাঁদের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁদের মাইক বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। গিরিরাজ সিং মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' শা বলেন, 'এই সভার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস অনুযায়ী, পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সভার কাজকর্ম পরিচালিত হয়। স্পিকার নিরপেক্ষ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। শাসক এবং বিরোধী উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। সেই স্পিকারকে সরানোর জন্য যেভাবে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা সংসদীয় ইতিহাসের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এই সভা নিয়মের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কোনও দলের ইচ্ছানুযায়ী নয়।' এরপর রাহুলকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন তাঁকে নাকি বলতে দেওয়া হয় না। আসলে উনি বলতেই চান না।' সভায় রাহুল গান্ধির উপস্থিতির পরিসংখ্যান তুলে ধরে শা বলেন, 'সাংসদদের গড় উপস্থিতির তুলনায় বিরোধী দলনেতার উপস্থিতির হার অনেক কম। সপ্তদশ লোকসভায় রাহুল গান্ধির উপস্থিতি ছিল ৫১ শতাংশ। ষোড়শ লোকসভায় ওঁর উপস্থিতি ছিল ৫২ শতাংশ।' রাহুল প্রায়ই অভিযোগ করেন, সংসদে তাঁকে বলতে দেওয়া হয় না।

এদিনও বিতর্কে বলতে উঠে রাহুল স্পিকারের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের কথা টেনে আনেন। তিনি বলেন, 'যখনই আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলতে যাই, আমাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। লোকসভা শুধু একটি দলের নয়, গোটা দেশের।' এদিনও প্রধানমন্ত্রী আপস করে ফেলেছেন (কম্প্রোমাইজড) বলে নিশানা করেন তিনি। তখন রে রে করে ওঠেন বিজেপি সদস্যরা। রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'কোনও একজন নেতার ইগো সন্তুষ্ট করার জন্য যেন স্পিকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে অস্ত্র না করা হয়।'

অমিত শা-র কটাক্ষ, 'রাহুল গান্ধি যদি জার্মানি, ইংল্যান্ডে বসে থাকেন তাহলে তিনি কীভাবে সংসদে কথা বলবেন?' গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি নিয়ে আলোচনায় রাহুল গান্ধি অংশ নেননি বলেও জানান তিনি। শা-র আক্রমণের জবাবে কংগ্রেসের পাশাপাশি সরব হন তৃণমূল সাংসদরাও। যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, 'সংসদে প্রায় কোনও গণতন্ত্র অবশিষ্ট নেই। কারণ বিরোধী দলের সদস্যদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। সংসদকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলবেন না।'

মিসাইলের আঘাতে জ্বলছে ভারতগামী থাই জাহাজ। হরমুজ প্রণালীতে।

হরমুজে ভারতগামী জাহাজে মিসাইল

নয়াদিল্লি ও ব্যাংকক, ১১ মার্চ : পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে যুদ্ধের লেলিহান শিখা। আর এবার সেই যুদ্ধের সরাসরি আঁচ এসে পড়ল ভারতের একেবারে দোরগোড়ায়! ইরান-আমেরিকা-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীতে ভয়াবহ মিসাইল হামলার শিকার হল গুজরাতের কান্ডলাগামী একটি বিশালাকার কার্গো জাহাজ। থাইল্যান্ডের পতাকাবাহী ওই জাহাজের নাম 'ময়ূরী নারী'। জোড়া মিসাইলের আঘাতে মাঝদরিয়াতেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে জাহাজটি। এই ঘটনায় ২০ জন নাবিককে ওমান নৌবাহিনীর সাহায্যে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও নিখোঁজ ৩ জন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ভূ-রাজনীতির নিরিখে এই ঘটনা ভারতের জন্য চরম উদ্বেগের। জানা গিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির খালিফা বন্দর থেকে পণ্য বোঝাই করে গুজরাতের কান্ডলা বন্দরের দিকে আসছিল থাই কোম্পানি 'প্রেশিয়াস শিপিং'-এর এই ময়ূরী নারী। ১৭৮ মিটার লম্বা এবং ৩০ হাজার টন ওজনের এই বিশালাকার বাল্ক ক্যারিয়ারটি ওমান উপকূল থেকে মাত্র ১১ নটিক্যাল মাইল দূরে থাকাকালীন আচমকাই আছড়ে পড়ে দু'টি অজ্ঞাতপরিচয় মিসাইল বা প্রজেক্টাইল। রয়্যাল থাই নৌবাহিনী জানিয়েছে, মিসাইলের আঘাতে জাহাজের পিছনের অংশে এবং ইঞ্জিন রুমে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। প্রাণ বাঁচাতে লাইফ বোটের সাহায্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন নাবিকরা। ২৩ জন থাই ক্রু মেম্বারের মধ্যে ২০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হলেও, ইঞ্জিন রুমে কাজ করতে থাকা ৩ জনের এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি।

- ২০ জন নাবিককে ওমান নৌবাহিনী উদ্ধার করতে পেরেছে
- এখনও নিখোঁজ ৩ জন নাবিক
- হামলার দায় স্বীকার করেছে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডস

এই হামলার দায় ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস। তাদের দাবি, নৌবাহিনীর কড়া সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে এগোচ্ছিল জাহাজটি, তাই হামলা চালানো হয়েছে। আর ইরানের এই আগ্রাসী রূপেই এখন ঘুম উড়েছে নয়াদিল্লির। কারণ, এই হরমুজ প্রণালী হল বিশ্বের অন্যতম প্রধান এনার্জি করিডোর, যেখান দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি পারাপার করে। ভারতের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল এই পথেই আসে। শুধু তাই নয়, বাসমতী চাল থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী-সহ ভারতের মোট নন-অয়েল বাণিজ্যের ১০ শতাংশেরও বেশি নির্ভর করে এই রুটটির ওপর। যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজের যাতায়াত তলানিতে এসে ঠেকেছে, হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম এবং বিমার খরচ। তার ওপর সরাসরি ভারতমুখী জাহাজে এই হামলার ঘটনা প্রমাণ করে দিল, পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধ আর শুধু দুই-তিনটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

আজ রাজভবনে রবির উদয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ মার্চ : সি ভি আনন্দ বোস জমানার নাটকীয় অবসানের পর রাজভবনে এবার 'রবির' উদয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় রাজভবনে বাংলার নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিচ্ছেন রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। নবান্ন সূত্রে খবর, শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমন্ত্রিতদের তালিকায় নাম আছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। বুধবার রাত ৮ টায় লোকভবনে পৌঁছোন। রাজভবন ও রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এয়ারপোর্ট থেকে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে আরএন রবির রাজভবনের নতুন ইনিংস ঘিরে এখন থেকেই চর্চা চলছে।

বিচারপতি সরলেন, আরজি করে ফের জট

কলকাতা, ১১ মার্চ : তিলোত্তমার বিচারের আশায় ফের বিরাট ধাক্কা! আর জি কর মামলার ভবিষ্যৎ এবার আক্ষরিক অর্থেই বিশ বাঁও জলে। নিহত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের দায়ের করা মামলা-সহ আর জি কর সংক্রান্ত সমস্ত মামলা রিলিজ (ছেড়ে দিল) করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে আইনি জটিলতার দীর্ঘ গোলকধাঁধায় ফের আটকে গেল সুবিচারের চাকা।

২০২৪ সালের ৯ অগস্টের সেই অভিশপ্ত রাতের পর কেটে গিয়েছে দেড় বছরেরও বেশি সময়। নিম্ন আদালতে একমাত্র অভিযুক্ত

সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও, মেয়ের এই পরিণতিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলেন তিলোত্তমার বাবা-মা। সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতিতে চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ করে, আসল চক্রীদের ধরতে এবং প্রমাণ লোপাটের শিকড়ে পৌঁছতে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

কিন্তু বিচারপতি বসাক এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই ডিভিশন বেঞ্চ বর্তমানে এই ধরনের ফৌজদারি মামলা শোনে না। দীর্ঘ শুনানির এই মেগা-মামলা দ্রুত শেষ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সব কটি মামলা প্রধান বিচারপতির কাছেই ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এখন প্রধান বিচারপতিই ঠিক করবেন, কোন বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

আইনি পরিভাষায় বেঞ্চ বদল একটি রুটিন প্রক্রিয়া হলেও, নিহত চিকিৎসকের পরিবারের কাছে এটি এক যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘসূত্রিতা।

জ্ঞানেশকে হটাতে সই-পর্ব সারল 'ইন্ডিয়া'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম! বেনজির পক্ষপাতিত্ব এবং শাসকদল বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগে এবার খাস মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধেই 'ইমপিচমেন্ট' বা অপসারণ প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধী শিবির। আর গোটা 'ইন্ডিয়া' জোটকে এককাট্টা করে এই মেগা-ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের মূল কাণ্ডারী খোদ তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, অপসারণের নোটিসে প্রয়োজনীয় সাংসদদের সই সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। বৃহস্পতিবার বা শুক্রবারই লোকসভা ও রাজ্যসভায় এই হাইভোল্টেজ নোটিশ জমা পড়তে চলেছে।

এসআইআর বা বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনীর নামে বেছে বেছে প্রকৃত ভোটারদের নাম ছাঁটাইয়ের অভিযোগে রাজ্য-রাজনীতি এমনিতেই উত্তাল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নেমেছেন। সেই ক্ষোভের আঁচকেই এবার সোজা দিল্লির বুকে আছড়ে ফেলল ঘাসফুল শিবির। এই ইমপিচমেন্ট লড়াইয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সেনাপতি নাদিমুল হক এবং লোকসভায় উপদলনেত্রী শতাব্দী রায়। নিয়ম অনুযায়ী, কমিশন-প্রধানকে সরাতে লোকসভায় অন্তত ১০০ এবং রাজ্যসভায় ৫০ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। সেখানে তৃণমূলের

উদ্যোগে ইতিমধ্যেই লোকসভায় ১২০ জন এবং রাজ্যসভায় ৬০ জন বিরোধী সাংসদ এই নোটিসে সই করে দিয়েছেন।

সংবিধান অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে সরানোর মতোই কঠিন এই ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া। প্রমাণিত অসদাচরণ ছাড়া এই প্রস্তাব আনা যায় না। আর সেই কারণেই বিরোধীদের তৈরি করা নোটিসে খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে জালিয়াতি বা প্রতারকের মতো শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে বলে সংসদীয় সূত্রের খবর। প্রস্তাব পাশ করাতে দুই কক্ষেই বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ) লাগবে। দুই কক্ষে একই দিনে নোটিস গৃহীত হলে স্পিকার ও চেয়ারম্যান মিলে গড়বেন যৌথ তদন্ত কমিটি।

তবে এত গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের মধ্যেও নাটকীয় মোড় নিয়েছে সই-সংগ্রহ পর্ব! সূত্রের খবর, সই করার সময় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা কে সি বেণুগোপাল আচমকাই পেন্সিল দিয়ে নোটিসে সই করে বসেন! তা দেখেই বেঁকে বসেন কংগ্রেসের অন্য সাংসদরা, শুরু হয় শোরগোল। শেষমেশ বেণুগোপালকে দিয়ে পেন দিয়ে ফের সই করানোর পর বাকিরা কলম ধরেন। অন্যদিকে, সংসদে উপস্থিত না থাকায় সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এখনও সই করেননি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সইও এখনও পর্যন্ত এই মেগা-প্রস্তাবে পড়েনি।

বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ

কলকাতা, ১১ মার্চ : এবার বিধানসভা ভোটে বুথ দখল রুখতে মরিয়া কমিশন। বুধবার দফায় দফায় রাজ্যের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে সেই বার্তাই দিল কমিশন। এদিনের কর্মশালায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এবং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপাররা। এর পাশাপাশি এদিন বিচারাধীন তালিকার নিষ্পত্তি নিয়ে জুডিশিয়াল অফিসারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বৈঠক করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।

রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দু'দিনের রাজ্য সফর সেরে দিল্লি ফিরে যাওয়ার পরই কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করতে তৎপর হল রাজ্য সিইও দপ্তর। জেলা ও রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে ইতিমধ্যেই কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল, এবার হিংসামুক্ত নির্বাচন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে শাসক বা কোনও রাজনৈতিক দলের চাপে কাজ করা যাবে না। ভোটের দিনে কোথাও কোনও ভোটার বা নির্বাচনকর্মী আক্রান্ত হলে তার দায় নিতে হবে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে। এদিন পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কমিশনের কর্মশালায় কমিশনের এই নির্দেশ কার্যকর করতে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত ভোটের দিন বুথ থেকে শুরু করে এলাকাভিত্তিক বাহিনীর ভূমিকা কী হবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের লক্ষ্য, এখন থেকেই স্পর্শকাতর এবং অতিস্পর্শকাতর বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে কাজ শুরু করুক। বৈঠকের পরে এ প্রসঙ্গে সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ মার্চের মধ্যে বুথ পরিদর্শন সেরে ফেলতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে যে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে তাদের জেলায় জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশকে সহায়তা করার জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। ওই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিদিন বুথে বুথে যাবে রাজ্য পুলিশ।'

কলকাতার বেলগাছিয়া এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জ্বালানি-জটে অস্বস্তিতে শুভেন্দুরা

কলকাতা, ১১ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে যখন দিল্লির বৈঠকে ব্যস্ত বঙ্গ-বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, ঠিক তখনই রাজ্যে আচমকা মাথাচাড়া দেওয়া জ্বালানি সংকট গেরুয়া শিবিরের রাতের ঘুম উড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের অস্থিরতা, জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা এবং রান্নার গ্যাসের অনিয়মিত সরবরাহ রাজ্যজুড়ে চরম হাহাকার তৈরি করেছে। আর এই পরিস্থিতিকেই কেন্দ্রবিরোধী প্রচারের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে লুফে নিয়েছে তৃণমূল। বুধবার থেকেই রাস্তায় নেমেছে রাজ্যের শাসকদল, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। একদিকে এসআইআর এবং ভোটার তালিকা নিয়ে এমনিতেই অস্বস্তি রয়েছে, তার ওপর ভোটের মুখে এই নয়া সংকট বঙ্গ-বিজেপিকে রীতিমতো মহাফাঁপড়ে ফেলেছে। সাধারণ গৃহস্থের হেঁশেল থেকে শুরু করে গ্যাস-চালিত অটোর মালিক— সর্বত্র ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার ভোটব্যাঙ্কে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত নির্ণায়ক। রান্নার গ্যাসের দাম বাড়লে সরাসরি কোপ পড়ে সাধারণ মানুষের বাজেটে, যার প্রভাব ইভিএমে পড়াটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তৃণমূল ঠিক এই নার্ভেই আঘাত করতে চাইছে। যদিও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার দাবি, তৃণমূলের হাতে কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নেই বলেই তারা একটি সাময়িক আন্তর্জাতিক সমস্যাকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরেছে। তাঁর মতে, মানুষ রাজ্যের শাসকদলের 'স্থায়ী সমস্যা' থেকেই মুক্তি চায়।

তবে দলের অন্দরের চিত্রটা যথেষ্ট উদ্বেগের। উত্তরবঙ্গের এক বিজেপি বিধায়কও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, প্রচার শুরুর আগে এই সমস্যার সমাধান না হলে বিশেষ করে মহিলা ও পরিবহণ কর্মীদের ভোটে বড়সড় ধাক্কা লাগতে পারে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্যরা। বুধবার দিল্লিতে অমিত শার সঙ্গে কোর কমিটির বৈঠকে জ্বালানি সংকটের বিষয়টি তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করেছেন। বঙ্গ বিজেপির আর্জি, ভোট ঘোষণার আগে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে গ্যাস ও তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্র দ্রুত হস্তক্ষেপ করুক।

১৩৪২ পয়েন্ট পতন

মুম্বই, ১১ মার্চ : যুদ্ধের আবহে ফের ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। একদিনের লেনদেনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১৩৪২.২৭ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৭৬৮৬৩.৭১ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৯৪.৭৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৩৮৬৬.৮৫ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আগামী কয়েকদিন শেয়ার বাজারে এই অস্থিরতা চলবে।

পাঠ্যবই খতিয়ে দেখুক কমিটি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : পাঠক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে এনসিইআরটি-র সমস্ত পাঠ্যবই খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অনুবাদে বিষয় বদলে যাচ্ছে কি না, ভাষা জটিল হচ্ছে কি না, সেই সমস্ত খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাওয়ার পরই পরিষদকে সব শ্রেণির পাঠক্রম খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ জানায়, এনসিইআরটি-কে দিয়ে নয়, বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়তে হবে।

ইডি'র স্ক্যানারে মণীশ, কুন্তলের ডায়েরি

কলকাতা, ১১ মার্চ : একুশের বিধানসভা ভোটের পর যে নিয়োগ দুর্নীতি বঙ্গ রাজনীতিতে আছড়ে পড়েছিল, ছাব্বিশের ভোটের মুখে ফের সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করল ইডি! দীর্ঘদিন স্তিমিত থাকার পর, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় এবার ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির স্ক্যানারে তৃণমূলের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ এবং শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন সচিব মণীশ জৈন। আগামী ১৬ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে।

শুধু এই দুই মাথাকেই নয়, টাকা দিয়েও চাকরি না পাওয়া ১০০-র বেশি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীকেও ডেকে পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা। দিনকয়েক আগেই এই মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে তলব করেছিল ইডি। এবার কুন্তল ও মণীশকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার ছক কষছেন গোয়েন্দারা।

দুর্নীতির 'মিডলম্যান' হিসেবে ২০২৩ সালে গ্রেপ্তার হওয়া কুন্তল ১৯ মাস পর জামিন পেলেও, তাঁর সেই বিতর্কিত ডায়েরি'র ভূত আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে শাসকদলকে। কার পকেটে কত টাকা ঢুকেছে, তার যাবতীয় হিসেব নাকি বন্দি ওই ডায়েরির পাতাতেই। অন্যদিকে, কুন্তলের বয়ান সূত্রেই জালে আসেন মণীশ জৈন। বেআইনি নিয়োগের একাধিক নথিতে এই প্রাক্তন আমলার সই মিলেছে।

এলপিজি সংকটে বিপাকে ভোজনবিলাসীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ মার্চ : দূরত্ব কয়েক হাজার কিলোমিটার হলেও ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের আঁচ সরাসরি এসে পড়ল কলকাতার হেঁশেলে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি সংকটের প্রভাবে তিলোত্তমার জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। শহর থেকে শহরতলির একাধিক ছোট, বড়, মাঝারি হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানের মেনুতে কাটছাঁট করা হয়েছে। অনেকে আবার ঝাঁপ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যরসিকদের জিভে জল শুকোনোর উপক্রম।

গ্যাসের আকালে কলকাতার 'হার্টথ্রব' বিরিয়ানি থেকে শুরু করে সাবেকি মিষ্টির দোকান-- সবকিছুরই ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের আকাশছোঁয়া দাম ও অভাবের কারণে মেনু কার্ডে কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছেন খাদ্য ব্যবসায়ীরা। পুরোনো সাবেকিয়ানায় সেই উনুনের ওপর ভরসা রাখতে হচ্ছে। প্রভাব পড়েছে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের পাতে। এমনকি ঠাকুরের ভোগ রান্নায় রাশ টানতে হচ্ছে মন্দিরগুলিতেও।

হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সহ সভাপতি সুদেশ পোদ্দার জানিয়েছেন, 'কলকাতায় তিনটি রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও রেস্তোরাঁয় একই অবস্থা হতে চলেছে। আমরা কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইনি। এখন সরকার ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যৎ খুব সংকটে।' গ্যাসের আকালে ধুঁকছে মিষ্টির দোকানগুলিও। একটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকানের কর্ণধার সুদীপ মল্লিক বলেন, 'গ্যাসের জন্য মিষ্টির জোগান কমাতে হলে সবদিকেই চাপ। কর্মচারীদেরও কাটছাঁট করতে হবে।' এক দোকানের কর্তা বলেন, পান্তুয়া, সরভাজা, কালোজামের মতো মিষ্টি বিক্রি বন্ধ করে দিতে হবে।

গ্রাহকদের লম্বা লাইন। কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

শুধু কলকাতাতেই নয়, দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের মতো এলাকায় ক্লাউড কিচেনগুলি তন্দুর-ভিত্তিক রান্না বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'বসন্ত ভবন' সহ একাধিক রেস্তোরাঁ তাদের মেনু কার্ড ছোট করে দিচ্ছে। হায়দরাবাদে রমজান মাসের ভিড়ের মধ্যেই 'শাহ ঘৌস ক্যাফে'-র মতো নামী প্রতিষ্ঠান গ্যাসের বদলে কাঠকয়লার উনুনে বিরিয়ানি রান্না শুরু করেছে। এমনকি দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবীদের ক্যান্টিনেও মিলছে না রান্না করা খাবার। কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস বলেন, 'ইসকনের বিভিন্ন শাখায় সাধুসন্তদের নানান পদ খাওয়ানো হয়। কিন্তু সেখানেও কাটছাঁট করে শুধুমাত্র খিচুড়ি খাওয়াতে হচ্ছে।' অপরদিকে সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম তমলুকের বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি ২১ মার্চের পর থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য মায়ের ভোগ আর মিলবে না। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতেও ভক্তদের জন্য ভোগ দেওয়া আপাতত বন্ধ। রসনা তৃপ্তিতে এই চরম বিঘ্ন মেনে নিতে পারছেন না ভোজনবিলাসীরা। তাঁদের আক্ষেপ, 'পেট পুজোতেই যদি কোপ পড়ে, তবে আর বাঁচা কেন!'

সব পিচে ম্যাচ জিততে জানে ভারত : গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : চলছিল তখন আইপিএল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। আচমকাই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের দিন সকালে একটি ফোন। আর সেই ফোনই বদলে দেয় গৌতম গম্ভীরের জীবন।

ফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা। সেই সময় কেকেআরের মেন্টরের দায়িত্বে থাকা গম্ভীরকে জয় প্রস্তাব দিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব নেওয়ার। শর্ত ছিল, 'না' করা যাবে না তাঁর প্রস্তাবে। আচমকা এমন প্রস্তাবে রীতিমতো

জয় শা-র কাছে কৃতজ্ঞ

অবাক হয়েছিলেন গম্ভীর। কারণ, ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে আইপিএলে লখনউ সুপার জায়েন্টস ও কেকেআরের মেন্টরের ভূমিকা পালন করলেও কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা ছিল শূন্য। ভারতীয় ক্রিকেটের 'মোটা ভাইয়ের' প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার আগে গম্ভীর তাঁর স্ত্রী নাতাশার সঙ্গে আলোচনা করেন। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। টি২০ বিশ্বকাপ জিতে দিল্লিতে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর আজ সেখানে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। তাঁর কোচিং জীবনের পথ চলার শুরুর দিনগুলি নিয়ে বলেছেন, 'আমি তখন কেকেআরে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল। সেদিন সকালে আচমকা জয়ভাই আমায় ফোন করে বলে, তোমায় একটা প্রস্তাব দেব, না করতে পারবে না। শুনে অবাক হয়েছিলাম। পরে যখন ভারতীয় দলে কোচিংয়ের প্রস্তাব পাই, নিজেই চমকে গিয়েছিলাম। কারণ, কোচিংয়ের বিশাল অভিজ্ঞতা ছিল না আমার।'

২০২৪ সালে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গম্ভীর। রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরির ভূমিকা সহজ ছিল না। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, সেই বছরেই এশিয়া কাপ ও দিন কয়েক আগে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের নজির রয়েছে কোচ গম্ভীরের মুকুটে। টিম ইন্ডিয়ার কোচের কথায়, 'জয়ভাইয়ের প্রস্তাব আমায় অবাক করেছিল। পরে ভেবেছিলাম, ক্রিকেট ছাড়ার পর কতজন ফের ভারতীয় সাজঘরে প্রবেশের সুযোগ পায়? তাই কিছুটা দ্বিধা নিয়েও আমি জয়ভাইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করি।' তিনি টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসেবে সাদা বলের ক্রিকেটে যেমন দারুণ সফল, কিন্তু লাল বলের টেস্টে রয়েছে শুধুই ব্যর্থতা। যার মধ্যে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার কলঙ্কও রয়েছে। গম্ভীরের কথায়, 'ঘরের মাঠে জোড়া টেস্ট সিরিজ হারের ঘটনা আজও যন্ত্রণা দেয়। ঘটনা হল, ব্যর্থতার কঠিন সময়েও জয়ভাই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ফোন করে বলেছিল, ভেঙে পড়ার কিছু নেই।'

> ঘরের মাঠে জোড়া টেস্ট সিরিজ হারের ঘটনা আজও যন্ত্রণা দেয়। ঘটনা হল, ব্যর্থতার কঠিন সময়েও জয়ভাই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ফোন করে বলেছিল, ভেঙে পড়ার কিছু নেই।
>
> -গৌতম গম্ভীর

বিশ্বকাপ জয়ের মাঝেও ঘরের মাঠে জোড়া টেস্ট সিরিজ হারের যন্ত্রণা ভোলেননি গৌতম গম্ভীর।

ভারতীয় ক্রিকেটে গম্ভীর জমানায় পিচ নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। সব ম্যাচের আগেই পিচ নিয়ে তুলকালাম বিতর্ক হয়। সদ্য সমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও পিচ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পিচ বিতর্কে জল ঢেলে কোচ গম্ভীর আজ বলেছেন, 'মনে রাখবেন দল হিসেবে ভারত এতটাই শক্তিশালী যে, পিচের উপর নির্ভর করে জিততে হয় না আমাদের। সব পিচে ম্যাচ জিততে জানি আমরা। দেশের মাঠে তো বটেই, দেশের বাইরেও বিভিন্ন সময় আমরা এটা প্রমাণ করেছি।'

মোতেরায় বিশ্বজয়ের আসল ফর্মুলা দিলেন কোটাক

'দুইজনে খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না'

সঞ্জু স্যামসনের কঠিন সময়েও পাশে ছিলেন সীতাংশু কোটাক।

রাজকোট, ১১ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছে ভারত। কিন্তু এই অসামান্য সাফল্যের নেপথ্যে শুধু গুটিকয়েক খেলোয়াড়ের একক পারফরমেন্স নয়, বরং রয়েছে গোটা দলের নিঃস্বার্থ মনোভাব এবং সাজঘরের সুদৃঢ় সংস্কৃতি। যেখানে ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের চেয়ে দলের লক্ষ্যকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এই ভয়ডরহীন এবং নিঃস্বার্থ ব্যাটিং পরিবেশ তৈরি করার অন্যতম কারিগর হলেন দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। রাজকোটের বাড়ি থেকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরলেন ভারতের এই মহাকাব্যিক বিশ্বজয়ের নেপথ্যের ব্লু-প্রিন্ট এবং ড্রেসিংরুমের অজানা গল্প।

টুর্নামেন্টের শুরুতে সঞ্জু স্যামসন এবং অভিষেক শর্মার ব্যাটে রান খরা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁদের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ভরসা হারায়নি। কোটাক বলেছেন, 'সংবাদমাধ্যমে সঞ্জু আর অভিষেকের ফর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওদের ক্লাসটা কীরকম। টি২০-তে ওপেন করতে নামলে সবার প্রত্যাশা থাকে ৭০-৮০ রান করার। পরপর কয়েকটা ম্যাচে রান না পেলে খেলোয়াড়দের ওপর চাপ বাড়ে। অভিষেকের ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছিল। ও পেশির জোর দিয়ে বল মাঠের বাইরে পাঠাতে চাইছিল। আমরা ওকে বোঝাই, ওর আসল শক্তি হল টাইমিং, পাওয়ার হিটিং নয়। এরপরই জিম্বাবোয়ে এবং ফাইনালে ওর সেই দুরন্ত ইনিংসগুলো দেখলাম।' সঞ্জুর ক্ষেত্রেও টেকনিকে সামান্য রদবদল করা হয়েছিল, যার ফল হাতেনাতে মিলেছে টুর্নামেন্টের শেষ তিনটে ম্যাচে।

এই বিশ্বজয়ী দলের সবচেয়ে বড় শক্তি হল নিঃস্বার্থ মানসিকতা। সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে সঞ্জু সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছেও দলের স্বার্থে বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন। কোটাক হাসতে হাসতে বলেছেন, 'আমি সঞ্জুকে মজা করে বলেছিলাম, একটা সেঞ্চুরি তো করতেই হবে! সঞ্জু পালটা হেসে বলেছিল- একদিকে বলছেন ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের দাম নেই, আবার বলছেন সেঞ্চুরি করতে! দুটো একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব?' এটা হয়তো নিছকই মজা ছিল, কিন্তু এই কথাটাই বুঝিয়ে দেয় যে ক্রিকেটাররা ব্যক্তিগত রানের চেয়ে দলের আড়াইশো রানের গণ্ডি পেরোনোর ওপর বেশি জোর দিচ্ছিল।'

> আমি সঞ্জুকে মজা করে বলেছিলাম, একটা সেঞ্চুরি তো করতেই হবে! সঞ্জু পালটা হেসে বলেছিল- একদিকে বলছেন ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের দাম নেই, আবার বলছেন সেঞ্চুরি করতে! দুটো একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব?
>
> -সীতাংশু কোটাক

দলের এই আগ্রাসী কিন্তু হিসেবি মনোভাবের নেপথ্যে কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমারের যুগলবন্দির বড় ভূমিকা রয়েছে। কোটাক জানান, পাওয়ার প্লে-তে পরপর দুটো উইকেট পড়ে গেলে তাঁরা ঠিক করেছিলেন, পরের ৮-১০টা বল একটু দেখেশুনে খেলবেন যাতে নতুন পার্টনারশিপ তৈরি হয়। তারপর আবার আগ্রাসী মেজাজে ফেরা যাবে। গম্ভীর আর স্কাই লেফট-রাইট কম্বিনেশনের ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ এতটাই খোলামেলা ছিল যে, প্রথম একাদশের বাইরে থাকা প্লেয়াররাও সবসময় পজিটিভ থাকত। স্কাই বিশ্বের সেরা টি২০ ব্যাটার হয়েও দলের প্রয়োজনে নিজের জায়গা ছেড়ে শিবম দুবে বা হার্দিক পান্ডিয়াকে ওপরে পাঠিয়েছেন। এই আত্মত্যাগটাই ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করেছে বলে মনে করেন ব্যাটিং কোচ।

সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারটাকে দলের জন্য একটা 'ওয়েক আপ কল' হিসেবেই দেখছেন কোটাক। তাঁর মতে, ওই হারটা নকআউটের আগে আসায় দল নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কোটাকের সাফ কথা, 'আমি সবসময় ব্যাটারদের বলতাম, মাত্র দুইজনের ওপর নির্ভর করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না। আটজন ব্যাটারের মধ্যে অন্তত তিন-চারজনকে রোজ পারফর্ম করতে হবে। আর আমাদের দল ঠিক সেই কাজটাই নিখুঁতভাবে করে দেখিয়েছে।'

লিভারপুলকে হারিয়ে অঘটন গালাতাসারের

শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল বার্সা

লন্ডন ও আঙ্কারা, ১১ মার্চ : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তে এগিয়ে থেকেও ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র হওয়ায় হতাশ নিউক্যাসল ইউনাইটেড কোচ এডি হাউ।

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে অঘটন প্রায় ঘটিয়ে ফেলেছিল নিউক্যাসল। ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের নিদর্শন ইংল্যান্ডের ক্লাবটির। কিন্তু গোলের জন্য তাদের ৮৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জ্যাকব মার্ফির ক্রস থেকে গোল করে নিউক্যাসলকে এগিয়ে দেন হার্ভি বার্নস। তবে সংযোজিত সময়ে ড্যানি ওলমোকে ফাউল করে পেনাল্টি উপহার দেন নিউক্যাসলের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

গালাতাসারে ১-০ লিভারপুল

নিউক্যাসল ইউনাইটেড ১-১ এফসি বার্সেলোনা

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৫-২ টটেনহাম হটস্পার

আটালান্টা ১-৬ বায়ার্ন মিউনিখ

মালিক থিয়াউ। পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সার হার বাঁচান সারা ম্যাচে নিষ্প্রভ থাকা লামিনে ইয়ামাল।

তবে নিউক্যাসল না পারলেও গালাতাসারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অঘটন ঘটিয়েছে। তারা ঘরের মাঠে লিভারপুলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচের ৭ মিনিটেই মারিও লেমিনার গোলে এগিয়ে যায় তুরস্কের ক্লাবটি। বাকি সময় দাপুটে ফুটবল খেলেও সেই গোল শোধ করতে পারেননি মহম্মদ সালাহ-হুগো একিতিকেরা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাবি লড়াই থেকে অনেক আগেই ছিটকে গিয়েছে লিভারপুল। এমনকি পরের মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলাও এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত। তার ওপর এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে অপ্রত্যাশিত হার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে টটেনহাম হটস্পারকে ঘরের মাঠে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত করেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। জোড়া গোল হুলিয়ান আলভারেজের। বাকি তিনটি গোল আতোয়াঁ গ্রিজম্যান, মার্কাস লরেন্টো ও

গালাতাসারের গোলস্কোরার মারিও লেমিনাকে (বাঁয়ে) নিয়ে উচ্ছ্বাস ভিক্টর ওসিমহেনের।

রবিন লে নরম্যান্ডের। স্পার্সের গোলস্কোরার পেদ্রো পোরো ও ডমিনিক সোলাঙ্কে। ম্যাচের ১৭ মিনিটের মধ্যে তিন গোল হজম করায় গোলরক্ষক অ্যান্টোনিন কিনস্কাইকে তুলে নেন স্পার্স কোচ ইগর তুডুর। তাতেও অবশ্য অ্যাটলেটিকোর গোলবর্ষণ আটকানো যায়নি।

এদিকে, আটালান্টাকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। ভিনসেন্ট কোম্পানির দলের হয়ে জোড়া গোল মিচেল ওলিসের। এছাড়াও জোসিপ স্ট্যানিসিক, সের্জিও গ্যানাব্রি, নিকোলাস জ্যাকসন ও জামাল মুসিয়ালা স্কোর শিটে নিজেদের নাম তুলেছেন।

শেষমুহূর্তের গোলে বার্সেলোনার ত্রাতা লামিনে ইয়ামাল (মাঝে)। ছবি : এএফপি

ফেডারেশনের প্রি-বিডে ফ্যান কোড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের প্রি-বিড আলোচনায় অংশ নিল না ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। তবে, এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শেষ হওয়া এই বৈঠকে অংশ নেয় বর্তমানে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সম্প্রচারকারী সংস্থা ফ্যান কোড ও একটি ইউরোপীয় কোম্পানি। আগামী ১৫+৫ বছরের বিপণন সঙ্গী নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ফেডারেশন। যার পুরো নিয়মকানুন জানতে গেলে ২.৫ লাখ জমা করে কাগজপত্র তুলতে হবে।

এদিন ছিল এর প্রি-বিড বৈঠক। যেখানে অংশ নেয় এই দুই কোম্পানি। তবে এফএসডিএলের অংশ না নেওয়ার কোনও কারণ এখনও জানা যায়নি। এখন দেখার শেষপর্যন্ত ফেডারেশন এবং এফএসডিএলের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া হয় কি না। নাকি এই দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গী হতে অন্য কোনও কোম্পানি এগিয়ে আসে! ফ্যান কোড এক মরশুম কাজ করার পর দীর্ঘমেয়াদি সঙ্গী হতে রাজি হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে বাণিজ্যিক অংশীদার হওয়ার জন্য বিড করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ক্যাপ্রি গ্লোবাল স্পোর্টস।

আইএফএলে স্পনসর

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের টাইটেল স্পনসর হল স্টার সিমেন্ট। বুধবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল তারা। এআইএফএফ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জানিয়েছেন, এই চুক্তি লিগের কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। আপাতত এই মরশুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেও ফেডারেশনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন স্টার সিমেন্টের সিইও প্রদীপ পুরোহিত।

গম্ভীর-শচীনকে নিয়ে বিস্ফোরক পাতিল

মুম্বই, ১১ মার্চ : চার বছর ভারতীয় দলের জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান ছিলেন। তাঁর আমলেই দল থেকে বাদ পড়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকার, যুবরাজ সিং থেকে শুরু করে বর্তমান হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের মতো মহাতারকারা। এতদিন এই মেগা-সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে টুঁ শব্দটি না করলেও, এবার একটি ইউটিউব চ্যানেলে এসে পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটলেন প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক সন্দীপ পাতিল। আর তাঁর নিশানায় সবার আগে উঠে এলেন স্বয়ং গম্ভীর।

> গৌতম কখনও ভোলে না, আর কাউকে ক্ষমাও করে না! একই টিভি শোয়ে আমরা বসেছি, কিন্তু ও একবারের জন্যও আমার দিকে তাকায়নি। আমি হ্যালো বললেও কোনও উত্তর দেয়নি।
>
> -সন্দীপ পাতিল

ধোনিকে ক্লিনচিট

শিখর ধাওয়ানকে দলে আনার জন্য গম্ভীরকে ছেঁটে ফেলেছিল পাতিলের কমিটি। সেই ক্ষোভ আজও মেটেনি জিজি-র। পাতিলের কথায়, 'গৌতম কখনও ভোলে না, আর কাউকে ক্ষমাও করে না! একই টিভি শোয়ে আমরা বসেছি, কিন্তু ও একবারের জন্যও আমার দিকে তাকায়নি। আমি হ্যালো বললেও কোনও উত্তর দেয়নি।' অথচ দল থেকে বাদ পড়ার আগে এই গম্ভীরের সঙ্গেই দারুণ সখ্য ছিল পাতিলের। ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড় বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা বাদ পড়ার পর বিষয়টিকে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে নিলেও, গম্ভীর যে আজও সেই রাগ পুষে রেখেছেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন পাতিল।

শুধু গম্ভীর নন, ২০১২ সালে নাগপুর টেস্টের পর খোদ 'ক্রিকেট ঈশ্বর' শচীনকেও চরম বার্তা দিয়েছিল তাঁর কমিটি। শচীনকে ডেকে পাতিল সোজাসুজি তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চান। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে তাঁর পরিবর্ত খুঁজছে, সেটাও স্পষ্ট করে দেন। এই কথা শুনে রীতিমতো চমকে গিয়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার! পাতিলের সাফ কথা, 'নির্বাচকরা কোনও প্লেয়ারকে বাদ দিতে পারে, কিন্তু অবসর নিতে বাধ্য করতে পারে না। আমরা শচীনকে ডেকে শুধু ওর পরিকল্পনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।' এই ঘটনার পর শচীন নিজেই ফোন করে পাতিলকে অবসরের কথা জানান।

অন্যদিকে, যুবরাজের বাদ পড়ার নেপথ্যে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আজীবন কাঠগড়ায় তুলেছেন যুবির বাবা যোগরাজ সিং। কিন্তু পাতিল এদিন অনবদ্যভাবে ধোনিকে ক্লিনচিট দিয়েছেন। তিনি অন-রেকর্ড বলেছেন, 'নির্বাচনি বৈঠক বা ড্রেসিংরুম- ধোনি কোনওদিনই যুবরাজকে বাদ দেওয়ার কথা বলেনি।' এর পাশাপাশি বিরাট কোহলি এবং অনিল কুম্বলের বিতর্কেও কুম্বলের 'মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ' কায়েম করার চেষ্টাকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন পাতিল। সব মিলিয়ে প্রাক্তন প্রধান নির্বাচকের এই বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার এখন ভারতীয় ক্রিকেটের হট-কেক!

ট্রেনিং সেশনের ৬১ সেকেন্ডের ভিডিও দিলেন বিরাট কোহলি।

তৈরি 'কিং কোহলি'

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চ : আসন্ন আইপিএলের আগে রীতিমতো হুংকার দিলেন বিরাট কোহলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা তাঁর মাত্র ৬১ সেকেন্ডের একটি পাওয়ার-প্যাকড ট্রেনিং ভিডিও ইতিমধ্যেই ঝড় তুলেছে নেটদুনিয়ায়। জিমে ঘাম ঝরানো থেকে নেটে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাটিং-সব মিলিয়ে কোহলির এই প্রস্তুতির ঝলক বুঝিয়ে দিচ্ছে, আইপিএলে বোলারদের জন্য চরম আতঙ্ক অপেক্ষা করে আছে। বিশ্বজয়ের আবহের মাঝেই 'কিং কোহলি'র এই রুদ্রমূর্তি দেখে এখন থেকেই উচ্ছ্বসিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সমর্থকরা।

অ্যাসেজে গোলাপি বল

সিডনি, ১১ মার্চ : ২০২৯-'৩০ মরশুমের অ্যাসেজ সিরিজে গোলাপি বলের দিন-রাতের টেস্ট বাতিল হওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সিএ প্রধান টড গ্রিনবার্গ স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওই হাইভোল্টেজ সিরিজে অন্তত একটি পিঙ্ক বল টেস্ট আয়োজনের পরিকল্পনা তাঁদের রয়েছে। অজিদের মাটিতে এই ফরম্যাটে ইংল্যান্ড টানা হারলেও সম্প্রচার চুক্তির কারণে দিন-রাতের টেস্ট বাতিল করা সম্ভব নয়। বরং ইংল্যান্ডকে প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করতে রাজি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আগামী বছর মার্চে এমসিজি-তে ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যেও একটি মেগা গোলাপি টেস্ট খেলবে দুই দল।

লজ্জার হার পাকিস্তানের

পাকিস্তান-১১৪
বাংলাদেশ- ১১৫/২ (১৫.১ ওভারে)

ঢাকা, ১১ মার্চ : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে লজ্জার হার পাকিস্তানের। ৩৪.৫ ওভার বাকি থাকতেই ৮ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিল বাংলাদেশ। টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর এই সিরিজে তরুণ ক্রিকেটারদের ওপর আস্থা রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এদিন টস জিতে শুরুতে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ব্যাট হাতে শুরুটা ভালো হলেও পাকিস্তানের কেউই উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন ফাহিম আশরাফ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য স্কোর বলতে সাহিবজাদা ফারহানের করা ২৭ রান। ৩০.৪ ওভারে ১১৪ রানে শেষ হয় পাকিস্তানের লড়াই।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে একটা উইকেট খোয়ালেও বিশেষ সমস্যা

৫ উইকেট নাহিদের

হয়নি বাংলাদেশের। তানজিদ হাসানের ৪২ বলে ৬৭ রানের ইনিংসে ভর করে ৮ উইকেট হাতে রেখে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। তবে ম্যাচের সেরা বাংলাদেশের বোলার নাহিদ রানা। ২৪ রান দিয়ে একাই ৫ উইকেট নেন। ৩ উইকেট নেন অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ।

হার ইস্টবেঙ্গলের, ছয় গোল বাগানের

কলকাতা, ১১ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়ার লিগের ম্যাচে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৬-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সবুজ-মেরুনের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছে রাজদীপ পাল। এছাড়াও একটি করে গোল রয়েছে অর্ক ভাস্কর, অভ্রনীল বিশ্বাস ও সায়ন হালদারের।

জুনিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে ভবানীপুর এফসি-র কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। তিন গোল হজমের পর ম্যাচের শেষবেলায় লাল-হলুদের পক্ষে একমাত্র গোলটি করে অর্ণব ছেত্রী।

পানথোইকে অস্ট্রেলিয়ায় রেখে ফিরল ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে চোট পাওয়া পানথোই চানুকে সিডনিতে রেখেই ফিরে এল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। তবে দলের সঙ্গে ফিরে এলেন অধিনায়ক সুইটি দেবী।

শেষ ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরে এসেছে ভারতীয় দল। তবে ডাক্তারদের পরামর্শে পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য গোলরক্ষক চানুকে রেখে আসা হল সিডনিতে। তাঁর সঙ্গে থেকে গেলেন দলের ডাক্তার। আগামী ৪৮ ঘণ্টা তাঁর পরিস্থিতি দেখার পরেই ছাড়া হবে চানুকে। তবে সুইটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁকে দলের সঙ্গে ফেরার অনুমতি দিয়ে দেন ওখানকার ডাক্তাররা। এখানে হাঁটুতে এমআরআই হবে সুইটির। চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১-৩ গোলে হারার পরেই এশিয়ান কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। প্রশ্ন উঠছে, যে ভারতীয় দল বাছাই পর্বে এত ভালো খেলল, তারাই কীভাবে মোট ১৬ গোল খেয়ে লজ্জার বিদায় নিল? বিশেষজ্ঞরা কিন্তু মনে করছেন, ভারতীয় দলের যা শক্তি তাতে অন্তত ভিয়েতনাম এবং চাইনিজ তাইপে ম্যাচ জেতার কথা। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার মাস দেড়েক আগে নতুন কোচ নিয়োগ করে এমনিতেই দলের মধ্যেকার বোঝাপড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়। এতদিন ধরে কোচিং করা ক্রিসপিন ছেত্রীর সঙ্গে যে মানসিক সংযোগ তৈরি হয় এবং তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে যেভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন ফুটবলাররা তা এত দ্রুত তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না এমিলিয়া ভালভের্দের সঙ্গে।

এর পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ভুল সফর পরিকল্পনা থেকে সঠিক কিট হাতে না তুলে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক মুখে মুখে ফুটবলাররা ম্যাচে মনঃসংযোগ করার পরিবর্তে দিশেহারা ছিলেন সঠিক মাপের জার্সি, বুট হাতে পেতে। নভেম্বর মাস থেকে প্রস্তুতি ম্যাচ নিয়েও হয়েছে প্রচুর টানাপোড়েন। একবার তো কোচ সহ গোটা দল এসে কলকাতায় বসে থাকল দিল্লি থেকে উত্তর ম্যাসিডোনিয়া যাওয়ার পরিবর্তে। সবমিলিয়ে ফের একবার এআইএফএফ ম্যানেজমেন্টের ভাবনার দীনতাই এতটা খারাপ করে মেয়েদের ফিরে আসার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। যার উত্তর আদৌ ফেডারেশন দেবে কি না তা সময়ই বলবে।

আইপিএলের প্রথম ২০ ম্যাচের সূচি

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
২৮ মার্চ	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
২৯ মার্চ	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
৩০ মার্চ	রাজস্থান রয়্যালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	গুয়াহাটি
৩১ মার্চ	পাঞ্জাব কিংস বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নিউ চণ্ডীগড়
১ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
২ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
৩ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
৪ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বিকেল ৩.৩০ মিনিট	দিল্লি
৪ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
৫ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	বিকেল ৩.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
৫ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
৬ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
৭ এপ্রিল	রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	গুয়াহাটি
৮ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	দিল্লি
৯ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
১০ এপ্রিল	রাজস্থান রয়্যালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	গুয়াহাটি
১১ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বিকেল ৩.৩০ মিনিট	নিউ চণ্ডীগড়
১১ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
১২ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম গুজরাট টাইটান্স	বিকেল ৩.৩০ মিনিট	লখনউ
১২ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই

প্রতিযোগিতার বোধন ২৮ মার্চ

মুম্বই ম্যাচে আইপিএল শুরু নাইট রাইডার্সের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার তিনদিনের মধ্যে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল আইপিএলের। প্রত্যাশিতভাবে আজ সন্ধ্যাতেই আইপিএলের প্রাথমিক সূচি ঘোষণা হয়ে গেল। ২৮ মার্চ বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে বোধন হচ্ছে ঊনবিংশ আইপিএলের। ঠিক পরদিন, ২৯ মার্চ মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

আপাতত মোট ২০ ম্যাচের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে। দেশের তিন রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও অসমে বিধানসভা ভোট রয়েছে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে দেশের তিন রাজ্যেই বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। যেহেতু এখনও ভোটের দিন চূড়ান্ত হয়নি, তাই আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচিও আপাতত প্রকাশ করা হল না। জানা গিয়েছে, ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আইপিএলের সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

শেষ আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দল বিরাট কোহলির আরসিবি। শেষবার খেতাব জয়ের পর ট্রফি নিয়ে বেঙ্গালুরু ফিরে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিশাল সেলিব্রেশন হয়েছিল। যদিও সাফল্যের সেই উৎসব মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। পদপিষ্ট হয়ে মারা যান বহু ক্রিকেটপ্রেমী। তারপর থেকেই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বন্ধ রয়েছে ক্রিকেট। আগামী ২৮ মার্চ সেই চিন্নাস্বামীতেই শুরু হচ্ছে ঊনবিংশ আইপিএলের আসর। যেখানে প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হবে হায়দরাবাদের। যদিও আজ সূচি প্রকাশের পর বিসিসিআইয়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী ১৩ মার্চ কর্ণাটক সরকারের গঠন করে দেওয়া বিশেষ কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকের পরই চিন্নাস্বামীতে ম্যাচের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা। দ্বিতীয় ম্যাচেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অভিযান শুরু করবে কেকেআর। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে নাইটদের ম্যাচ বরাবরই 'বাড়তি মর্যাদার'। কোচ ও কোচিং স্টাফদের পাশে দলে বিস্তর বদলের পর শাহরুখ খানের দল আসন্ন আইপিএলে কেমন করে, সেদিকে নজর থাকবে দুনিয়ার।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচের পর ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে টানা তিনটি হোম ম্যাচ খেলবেন আজিঙ্কা রাহানে, ক্যামেরন গ্রিনরা। ২ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম হোম ম্যাচ নাইটদের। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৬ এপ্রিল দ্বিতীয় হোম ম্যাচ। আর ৯ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে কলকাতায় তিন নম্বর হোম ম্যাচ রয়েছে বরুণ চক্রবর্তীদের।

বিশ্বকাপে খেলবে না ইরান

তেহরান, ১১ মার্চ : ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর তিন মাস আগেই নাম প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দিল ইরান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইরানের বিশ্বকাপ না খেলার কথা বুধবার জানিয়ে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী আহমদ দোনিয়ামালি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের ইচ্ছাপূরণে আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। এখন আমাদের শিশুরাও নিরাপদ নয়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ খেলার কথা মাথায় আনা যায় না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিশ্বকাপ খেলতে যাব না।' এখানেই না থেমে তিনি বলেছেন, 'ইরান বিদ্বেষী ওরা। শেষ ৮-৯ মাসে আমাদের বিরুদ্ধে দুইবার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সহস্রাধিক মানুষকে মেরেছে। তাই ওদের দেশে আমরা যাব না।'

একদিন আগে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর সঙ্গে বৈঠকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে বিশ্বকাপে স্বাগত জানানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক শেষে ফিফা সভাপতি বলেছিলেন, 'আমরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেছি। কথা হল ইরানের অংশগ্রহণ নিয়েও। ট্রাম্প আমাকে জানিয়েছেন, ইরান বিশ্বকাপ খেলতে এলে তিনি স্বাগত জানাবেন।' তবে ইরান যে বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত বেশ কিছুদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহদি তাজি ১ মার্চ বলেছিলেন, 'আমেরিকার আক্রমণের পর ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানকে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা কম।'

সোজবার্গকে নিয়ে উদ্বেগ লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : সম্পূর্ণ সুস্থ সাউল ক্রেসপো। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে উদ্বেগ অ্যান্টন সোজবার্গকে নিয়ে।

বুধবার অনুশীলন করলেন না লাল-হলুদের ড্যানিশ ফুটবলার সোজবার্গ। অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, তাঁর চোট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সম্ভবত সমস্যা হচ্ছে। যে কারণে তাঁকে এদিন বিশ্রাম দেন অস্কার ব্রুজোঁ। আসলে ডেনমার্ক এই মুহূর্তে কার্যত বরফে ঢাকা। আর কলকাতায় বেশ গরম। এমন পরিবেশে অভ্যস্ত নন সোজবার্গ। ফলে পেশিতে মাঝেমধ্যেই অস্বস্তি অনুভব করছেন তিনি।

এদিন আধঘণ্টা মাঠে ছিলেন অ্যান্টন। অল্প ছোটাছুটির পর দলের ফিজিওর তত্ত্বাবধানে সাইডলাইনে আলাদা অনুশীলন করেন। তবে আশা করা যাচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে তাঁকে দলে রাখবেন ব্রুজোঁ।

রবিবার থেকে শুরু হকি লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : আগামী রবিবার থেকে শুরু হতে চলেছে ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগ। উদ্বোধনী ম্যাচেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান খেলবে বিএনআরের বিরুদ্ধে। ১৯ মার্চ ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে নাভাল টাটার বিপক্ষে। হকি লিগের ডার্বি অনুষ্ঠিত হবে ২৯ মার্চ। এবারের হকি লিগের সব ম্যাচই খেলা হবে ডুমুরজলা হকি স্টেডিয়ামে।

ফাইনালে ঘোষপাড়া

কোচবিহার, ১১ মার্চ : ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবের ৮ দলীয় নৈশ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। মঙ্গলবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৭৫

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে শিশির ঝা। ছবি : জয়দেব দাস

রানে হারিয়েছে ডিআরএসসি-কে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে হেরে ইয়ুথ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শিশির ঝা ৬৮ রান করেন। আকাশ রায় ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ডিআরএসসি ১৩.৫ ওভারে ১১৩ রানে সব উইকেট হারায়। ভানু আনন্দর অবদান ২৯ রান। আশিস সিং ও নিশান্তকুমার সিং ১৫ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

জয়ী ডায়নামিক

জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ : মিলন সংঘের বেঙ্গল মহিলা নকআউট ফুটবলে বুধবার ডুয়ার্স ডায়নামিক ১-০ গোলে হারিয়েছে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে। ডায়নামিকের নিকি সয় একমাত্র গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

ভারতীয় দলের বেঞ্চ স্ট্রেংথে বিস্মিত কার্স্টেন

ডারবান, ১১ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় দলের অবিশ্বাস্য বেঞ্চ স্ট্রেংথ দেখে কার্যত বিস্মিত গ্যারি কার্স্টেন। ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচের মতে, ভারতীয় ক্রিকেটের পরিকাঠামো এবং রিজার্ভ বেঞ্চ এখন

> **গৌতম একেবারে ঠিক কথা বলেছে। গত পনেরো বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে আমূল পরিবর্তন এসেছে। দলে এখন এত প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে যে, আপনি অনায়াসেই তিনটে আলাদা দল তৈরি করতে পারবেন।**
>
> -গ্যারি কার্স্টেন

এতটাই শক্তিশালী যে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাপটের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ভারত অনায়াসেই একসঙ্গে তিনটে দল নামিয়ে দিতে পারে!

কয়েক দশক ধরে ভারতীয় ক্রিকেট মূলত আবর্তিত হত হাতেগোনা কয়েকজন মহাতারকাকে ঘিরে। দলের জয় বা হার নির্ভর করত ওই তিন-চারজন তারকার পারফরমেন্সের ওপর। কিন্তু গত ১৫ বছরে সেই চেনা ছবিটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে বলে মনে করেন এই প্রোটিয়া কিংবদন্তি। সম্প্রতি বর্তমান হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেট থেকে 'সুপারস্টার সংস্কৃতি' বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্মাদনা মুছে ফেলার যে ডাক দিয়েছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন কার্স্টেন।

গম্ভীরের সঙ্গে সহমত পোষণ করে তিনি বলেছেন, 'গৌতম একেবারে ঠিক কথা বলেছে। গত পনেরো বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন আর গোটা দলের দায়িত্ব বা খেলার ভাগ্য মাত্র এক-দুজন বা তিন-চারজন ক্রিকেটারের ওপর নির্ভর করে না। দলে এখন এত দুর্দান্ত সব প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে যে, আপনি অনায়াসেই তিনটে আলাদা দল তৈরি করে ফেলতে পারবেন।'

২০০৮-'১১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচিং করানো কার্স্টেনের মতে, ঘরোয়া ক্রিকেটের ব্যাপক প্রসার, নিরবচ্ছিন্ন তরুণ প্রতিভার উত্থান এবং হাইপ্রেশার টুর্নামেন্টগুলো ভারতের প্লেয়ার-পুলকে অভাবনীয় মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই কারণেই বিভিন্ন ফরম্যাটে অনায়াসে রোটেশন পদ্ধতিতে প্লেয়ার খেলিয়েও সাফল্যের গ্রাফ একচুলও নীচে নামতে দিচ্ছে না ভারত, যা অতীতে ভাবাই যেত না। প্রাক্তন প্রোটিয়া ওপেনারের মতে, একটি ক্রিকেটপাগল দেশে প্রতিভার এই বিপুল গভীরতাই প্রমাণ করে যে ভারত এখন বিশ্ব ক্রিকেটের অবিসংবাদিত পরাশক্তি।

দুই নম্বরে ঈশান, শীর্ষস্থান হারালেন বরুণ

দুবাই, ১১ মার্চ : কেউ পারফর্ম করেও শীর্ষস্থান হারালেন। আবার কেউ পারফর্ম না করেও শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন। যদিও পয়েন্ট কমে গেল।

আজ সংস্থা আইসিসি-র তরফে ব্যাটার ও বোলারদের র‍্যাংকিং প্রকাশ করা হল। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কুড়ির বিশ্বকাপের ফাইনাল বাদে বাকি ম্যাচে রান না পাওয়ার পরও ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। যদিও তাঁর পয়েন্ট কমেছে। কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ৩১৭ রান করে ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ঈশান কিষান। বন্ধু ওপেনার অভিষেকের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছেন তিনি। অন্যদিকে, টি২০ বিশ্বকাপে ১৪ উইকেট পাওয়ার পরও বোলারদের টি২০ র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান হারিয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী। ভারতীয় রহস্য স্পিনারকে দুই নম্বরে ঠেলে দিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। বরুণের মতোই টি২০ বিশ্বকাপে ১৪ উইকেট পেয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সেরা জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহও।

মূলপর্বে খুশিবাড়ি, শিলবাড়িহাট

মালদা, ১১ মার্চ : মেয়েদের মতো ছেলেদের বিভাগেও হকি স্কুল বেঙ্গলের মূলপর্বে উঠল আলিপুরদুয়ারের শিলবাড়িহাট হাইস্কুল ও কোচবিহার জেলার খুশিবাড়ি হাইস্কুল। বৃন্দাবনি ময়দানে হকি স্কুল বেঙ্গলের উত্তরবঙ্গ জোনের খেলায় শিলবাড়িহাট ৭ গোলে হারায় জলপেশ হাইস্কুলকে। দ্বিতীয় খেলায় কুশিদা ও মান্তাদারি হাইস্কুলের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। নির্ণায়ক ম্যাচে খুশিবাড়ি ৫-০ গোলে কুশিদাকে হারিয়ে মূলপর্বে পৌঁছায়। হকি বেঙ্গলের কর্মকর্তা সরোজ বসু জানিয়েছেন, রাজ্যের ৩টি জোন থেকে ২টি করে স্কুল মূলপর্বে যাবে। কলকাতায় চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

জয়ী ইয়ং স্টার, জিরানপুর, মৈত্রী

কোচবিহার, ১১ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও নিখিলচন্দ্র সাহা ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ভলিবল লিগে বুধবার মোট ১০টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার স্টেডিয়ামে জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাব ২-১ সেটে মৈত্রী সংঘকে, ২-০ সেটে এসএসএসি-কে, ২-০ সেটে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জিরানপুর স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ সেটে জিতেছে আজাদ হিন্দ ক্লাবের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, মৈত্রী সংঘ ২-০ সেটে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে, ২-০ সেটে আজাদ হিন্দ ক্লাবকে হারায়। এছাড়াও চিলাখানা ২-০ সেটে এসএসএসি ক্লাবকে, ২-১ সেটে আজাদ হিন্দ ক্লাবকে হারিয়েছে। আজাদ হিন্দ ক্লাব ২-১ সেটে জিতেছে এসএসএসি-র বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার সুপার লিগের খেলায় একে অপরের মুখোমুখি হবে কোচবিহার নাট্য সংঘ, ভারতী সংঘ ও ব্যায়ামাগার, জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাব এবং মৈত্রী সংঘ ক্লাব।

টিটির চোখে ধুলো, থার্ড এসি-তে বিশ্বজয়ী শিবম

মুম্বই, ১১ মার্চ : গলায় সদ্য জেতা বিশ্বকাপের পদক। পকেটে বোর্ডের কোটি টাকার পুরস্কার। টিম ইন্ডিয়ার এমন মহাতারকারা সাধারণত চার্টার্ড ফ্লাইট বা বিমানের বিজনেস ক্লাস ছাড়া যাতায়াত করেন না। কিন্তু মোতেরায় মেগা ফাইনালের পর এক্কেবারে অন্যরকম, বলা ভালো এক রুদ্ধশ্বাস ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলেন বিশ্বজয়ী শিবম দুবে। বাড়ি ফেরার কোনও ফ্লাইট না পেয়ে, আহমেদাবাদ থেকে মুম্বই ফেরার জন্য তিনি বেছে নিলেন ট্রেনের থার্ড এসি কামরা!

বাড়ি ফিরে বিশ্বজয়ের পদক বাবার গলায় পরিয়ে দিলেন শিবম দুবে।

ট্রেনে নাটক

- টিকিট চেকার প্যাসেঞ্জার লিস্টে নাম দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠেন, 'শিবম দুবে? সে আবার কে, ওই ক্রিকেটার নাকি?'
- চারপাশের যাত্রীরা তখন কান খাড়া করেছেন।
- স্ত্রী আঞ্জুম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আরে না না! সে এখানে থার্ড এসি-তে কোথা থেকে আসবে?

ফাইনালের পর আহমেদাবাদ থেকে মুম্বইগামী সমস্ত উড়ান পুরোপুরি বুকড ছিল। সড়কপথে গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হবে। তাই দ্রুত বাড়ি পৌঁছোতে ট্রেনের টিকিট কাটার নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। স্ত্রী আঞ্জুম এবং এক বন্ধুকে নিয়ে ভোর ৫টা ১০ মিনিটের ট্রেনের থার্ড এসি-র টিকিট কাটেন শিবম। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুনে রীতিমতো আতঙ্কে ভুগছিলেন পরিবার ও ঘনিষ্ঠরা। স্টেশনে কেউ চিনে ফেললে যে উন্মত্ত ভিড় জমবে আর পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে, সেই ভয় ছিলই!

তাই পরিচিতি এড়াতে রীতিমতো ছদ্মবেশ ধারণ করেন বিশ্বজয়ী শিবম। মাথায় ক্যাপ, মুখে মাস্ক এবং ফুলহাতা টি শার্ট পরে তৈরি হয় তাঁর এই 'সিক্রেট মিশন'। স্টেশনের ভিড় এড়াতে ট্রেন ছাড়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে গাড়ি থেকে নেমে হুড়মুড়িয়ে কামরায় ওঠেন তিনি। নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে ছিলেন এক পুলিশ আধিকারিকও। ট্রেনে উঠে সোজা আপার বার্থে গা ঢাকা দেন এই ফিনিশার। বাথরুমে যাওয়ার সময়ও কেউ টেরই পায়নি যে দেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেট হিরো তাঁদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

তবে আসল নাটক শুরু হয় টিকিট চেকার (টিটিই) আসার পর। প্যাসেঞ্জার লিস্টে নাম দেখে টিটিই ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠেন, 'শিবম দুবে? সে আবার কে, ওই ক্রিকেটার নাকি?' চারপাশের যাত্রীরা তখন কান খাড়া করেছেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে চটজলদি আসরে নামেন স্ত্রী আঞ্জুম। তিনি চরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আরে না না! সে এখানে থার্ড এসি-তে কোথা থেকে আসবে?' এই ডাহা মিথ্যে শুনে টিটিই-ও আর মাথা ঘামাননি।

আসল ভয়টা ছিল সকালের। বোরিভিলি স্টেশনে দিনের আলোয় নামার সময় চিনে ফেলার চরম আতঙ্ক ছিল। এদিকে পুলিশ ও প্রশাসন ভেবেছিল তিনি হয়তো বিমানবন্দরে নামবেন! কিন্তু শেষ মুহূর্তে খবর পেয়ে স্টেশনে হাজির ছিল পুলিশবাহিনী। শেষমেশ পুলিশের কড়া পাহারায় সফলভাবেই এই রোমাঞ্চকর 'সিক্রেট মিশন' শেষ করে নিরাপদে বাড়ি ফেরেন টিম ইন্ডিয়ার এই নায়ক। এক্কেবারে বলিউডি থ্রিলার!

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন ₹
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা গৌতম অধিকারী -

কে 14.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 9 6 J 56080 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কৃপায় কোটিপতি হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখন জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে এবং আমি আশা করতে পারি যে আমার আর্থিক স্থিতিশীলতা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হবে। ডিয়ার লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের কৃষ্ণ রায়।

ইউনাইটেডের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে বুধবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ২ উইকেটে হারিয়েছে এনআরআই-কে। টসে জিতে এনআরআই ৩৯.১ ওভারে ১৫৩ রানে অল আউট হয়। দর্শ আগরওয়ালের অবদান ৫৫ রান। ম্যাচের সেরা কৃষ্ণ রায় ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ভালো বোলিং করেন বিষ্ণু দাসও (২৬/৩)। জবাবে ইউনাইটেড ৩৮.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৫ রান তুলে নেয়। দিব্যাশজ্যোতি রায় ৩৭ রান করেন। কৌশিক দাস ৩১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

AmbujaNeotia
নীরব কর্মী আমাদের কিডনি
সুস্থ রাখতে দিন সঠিক যত্ন

এই বিশ্ব কিডনি দিবসে,
আসুন আমরা কিডনির স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করি। আমরা কিডনির বিভিন্ন সমস্যার জন্য উন্নত রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করি।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও ডায়ালাইসিস সহায়তা থেকে শুরু করে কিডনি প্রতিস্থাপন সেবা পর্যন্ত আমাদের বিশেষজ্ঞ দল আপনার নিরাপদ ও আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উপলব্ধ চিকিৎসা পরিষেবা:
- কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট
- তৎকালীন ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ব্যবস্থাপনা
- গ্লোমেরুলার রোগের চিকিৎসা
- কিডনি বায়োপসি
- CAPD ক্যাথেটার স্থাপন
- PD ক্যাথেটার ও পার্মাক্যাথ স্থাপন

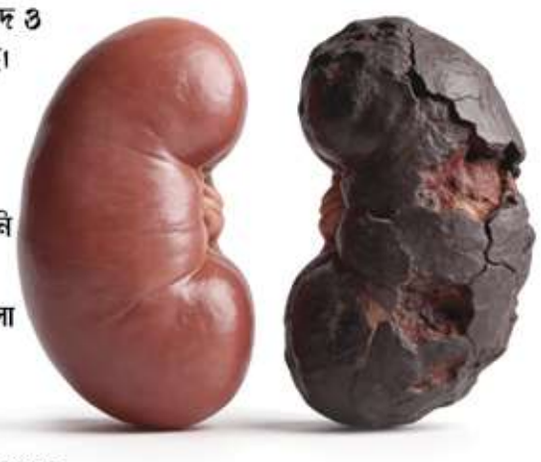

Emergency
0353 660 3030

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri